

মানব অগ্রগতির সমাধান

L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা হলো
অনুপস্থিত শিক্ষার পথ

SEAN GRINYER

worldeducation.online
q2l.online

সূচিপত্র

কেন শিশুদের L2Q

প্রশ্নকরণ টুলকিট প্রয়োজন 4-13

কেন L2Q ব্যবস্থা হলো

অনুপস্থিত শিক্ষার পথ 14-17

L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট

1. উৎস ও উৎপত্তি 18-44

2. প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড 45-73

3. প্রণোদনা ও লাভ 74-99

4. চরিত্র ও সামঞ্জস্য 100-126

5. প্রশ্ন করার অনুমতি 127-153

6. আবেগগত প্রভাব 154-192

7. বয়ান ও বাস্তবতা 193-222

8. মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব 223-247

9. সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন 248-272

মানব অগ্রগতি 273-299



আপনি যা দেখতে পারেন না, তা থেকে শিখতে পারেন না

কেন শিশুদের L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট প্রয়োজন

শিশুদের মন রক্ষা, শেখাকে এগিয়ে নেওয়া, সত্য নির্ণয় এবং প্রবঞ্চনার পুনরাবৃত্তি ভাঙার জন্য তাদের L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট দেওয়া

শিশুদের মন ও শেখা বিশ্ব-পরিবেশ দ্বারা গঠিত হয়, তারা কী দ্বারা গঠিত হচ্ছে তা পুরোপুরি বোঝার আগেই।

এই কারণেই শিশুদের L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট প্রয়োজন।

L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট কোনো সাধারণ শিক্ষাসম্পদ নয়।

এটি Book of Evidence থেকে বিকশিত এবং World Education Online-এর মাধ্যমে সংগঠিত, বিশ্বে নতুন একটি কাঠামোবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি; এর উদ্দেশ্য শিশুদের এমন একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি দেওয়া, যার মাধ্যমে তারা বাস্তব বিশ্ব-পরিবেশকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, সত্য নির্ণয় করতে হয়, স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করতে হয় এবং সৃষ্ট মিথ্যাকে তাদের মন ও শেখাকে গঠন করা থেকে কীভাবে থামাতে হয় তা শিখতে পারে।

L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট শিশুদের কী ভাবে হবে তা বলে না।

L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট শিশুদের একই মানদণ্ডে তাদের সামনে যা উপস্থাপন করা হয় তা প্রশ্ন করার কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি দেয়; এর মধ্যে রয়েছে তথ্য, প্রাপ্তবয়স্ক, স্কুল, ব্যবস্থা, অর্থ, কর্তৃত্ব, বয়ান, আচরণ, মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং তাদের নিজেদের অনুমান।

এটি তাদের যা সত্য তা পরীক্ষা করতে, প্রবঞ্চনা চিনতে, মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বুঝতে এবং সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শেখায়।

এটি শুধু আরও তথ্য শেখার বিষয় নয়।

এটি শিশুদের এমন সরঞ্জাম দেওয়ার বিষয়, যাতে সৃষ্ট মিথ্যা, পুনরাবৃত্ত বয়ান, আবেগগত প্রভাব, ভয়, কর্তৃত্ব, নীরবতা, নির্ভরতা এবং প্রতারণা তাদের বিশ্ব সম্পর্কে ধারণাকে গঠন করার আগেই তারা বিশ্ব-পরিবেশকে প্রশ্ন করতে পারে।

শিশুদের যখন সঠিকভাবে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হয় না, তখন যা পুনরাবৃত্ত হয়, সুরক্ষিত থাকে, লুকানো হয়, স্বাভাবিক করে তোলা হয় এবং সত্য হিসেবে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়—সেগুলোর প্রভাবের সামনে তাদের মন উন্মুক্ত থেকে যায়।

সৃষ্ট মিথ্যা শুধু শিশুদের বিভ্রান্তই করে না।

এগুলো শিশুরা কীভাবে দেখে, শেখে, ভাবে, বিশ্বাস করে, বোঝে এবং তাদের চারপাশের বিশ্বের প্রতি সাড়া দেয়—সেসবকে প্রভাবিত করে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং শিশুদের মন

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিশুদের এটি শনাক্ত করার সরঞ্জাম পাওয়ার আগেই প্রবঞ্চনা মনের মধ্য দিয়ে কাজ করে।

যা পুনরাবৃত্ত হয়, পুরস্কৃত হয়, ভয়ের কারণ হয়, লুকানো হয়, স্বাভাবিক করা হয়, সুরক্ষিত থাকে বা সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়—সেগুলো শিশুদের ধারণা, শেখা, আস্থা, বোঝাপড়া এবং আচরণকে গঠন করে।

তথ্য, গল্প, ব্যবস্থা, কর্তৃত্ব, ভয়, চাপ, পুরস্কার, শাস্তি, নীরবতা, পুনরাবৃত্তি এবং আবেগগত প্রভাব কীভাবে তাদের মনকে প্রভাবিত করে—তা প্রশ্ন করার সরঞ্জাম শিশুদের দিতে হবে।

শিশুরা যখন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে প্রশ্ন করতে শেখে, তখন তারা বুঝতে শুরু করে বিশ্ব-পরিবেশ কীভাবে মানুষকে ভেতর থেকে গঠন করে।

সেই বোঝাপড়া তাদের মনকে রক্ষা করে।

এটি শেখাকে এগিয়ে নেয়।

এটি স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করে।

এটি শিশুদের সত্য নির্ণয়ের সক্ষমতা দেয়।

এটি শিশুদের মনের মধ্য দিয়ে প্রবঞ্চনার নিয়ন্ত্রণকারী পথটি সরিয়ে দেয়, কারণ সৃষ্ট মিথ্যা গ্রহণ, পুনরাবৃত্তি ও উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়ার পরিবর্তে প্রশ্ন করা, পরীক্ষা করা এবং উন্মোচিত করা হয়।

মানসিক সুস্থতা এবং প্রবঞ্চনা অপসারণ

প্রবঞ্চনা শুধু সত্য লুকায় না।

এটি শিশুরা কীভাবে অনুভব করে, ভাবে, বিশ্বাস করে, শেখে এবং বিশ্বকে দেখে—তাও প্রভাবিত করে।

শিশুরা যখন সৃষ্ট মিথ্যা, পুনরাবৃত্ত বয়ান, ভয়, নীরবতা, আবেগগত প্রভাব, চাপ, কর্তৃত্ব এবং প্রতারণা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তখন বিশ্বকে তার প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে আরও অন্ধকার, আরও বিভ্রান্তিকর, আরও হুমকিপূর্ণ এবং আরও আশাহীন বলে মনে করানো হয়।

এটি শিশুদের মনকে প্রভাবিত করে।

এটি তাদের শেখাকে প্রভাবিত করে।

এটি বিশ্বকে বোঝার বিষয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে।

এটি যা সত্য তার ওপর আস্থা রাখার তাদের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

এই কারণেই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মন রক্ষা, শেখাকে শক্তিশালী করা এবং মানসিক সুস্থতা উন্নত করার কেন্দ্রে রয়েছে L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট।

শিশুদের যখন সঠিকভাবে প্রশ্ন করার সরঞ্জাম দেওয়া হয়, তখন তাদের ধারণার ওপর প্রবঞ্চনার দখল দুর্বল হতে শুরু করে।

সৃষ্ট মিথ্যা আত্মস্থ করার পরিবর্তে প্রশ্ন করা হয়।

ভয়ভিত্তিক বয়ান পুনরাবৃত্তি করার পরিবর্তে পরীক্ষা করা হয়।

কর্তৃত্ব অন্ধভাবে গ্রহণ করার পরিবর্তে পরীক্ষা করা হয়।

আবেগগত প্রভাব তাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে শনাক্ত করা হয়।

লুকানো ক্ষতি চলতে দেওয়ার পরিবর্তে নীরবতাকে প্রশ্ন করা হয়।

শিশুদের এমন একটি বিশ্বের মধ্যে একা ফেলে রাখা হয় না, যেটি কীভাবে বুঝতে হয় তা তাদের শেখানো হয়নি।

তাদের মনকে যা গঠন করেছে তা প্রশ্ন করার জন্য তাদের একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি দেওয়া হয়।

তাদের সত্যকে সৃষ্ট মিথ্যা থেকে আলাদা করার একটি উপায় দেওয়া হয়।

তাদের এমন একটি উপায় দেওয়া হয়, যাতে তারা প্রবঞ্চনা, ভয়, বয়ান, নীরবতা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের মাধ্যমে তৈরি করা কেবল অন্ধকার সংস্করণটি দেখার বদলে বিশ্বকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পারে।

শিশুদের বোঝাপড়া থেকে প্রবঞ্চনা সরিয়ে দিলে বিশ্বকে আর আশাহীন, বিভ্রান্তিকর বা অন্ধকার বলে মনে হওয়ার প্রয়োজন নেই।

শিশুরা দেখতে শুরু করে যে আচরণ, ব্যবস্থা, প্রণোদনা, নীরবতা, বয়ান এবং L2Q-এর কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ পথের অভাবের মাধ্যমে সমস্যা সৃষ্টি, পুনরাবৃত্তি, সুরক্ষিত এবং অব্যাহত থাকে।

এর অর্থ বিশ্ব এমন কিছুর রূপ নেয়, যাকে তারা প্রশ্ন করে, বোঝে, যার থেকে শেখে এবং যাকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

এটি মানসিক সুস্থতাকে শক্তিশালী করে, কারণ শিশুরা আর শুধু বিশ্বের ভার আত্মস্থ করে না।

তারা এটিকে কীভাবে বুঝতে হয় তা শিখছে।

তারা এটিকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শিখছে।

তারা যা সত্য তা কীভাবে দেখতে হয় তা শিখছে।

তারা কীভাবে স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করতে হয় তা শিখছে।

শিশুদের L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট দেওয়া তাদের বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা থেকে প্রবঞ্চনা সরানোর পদ্ধতি দিয়ে তাদের মনকে রক্ষা করে।

প্রবঞ্চনা যখন শিশুদের মনের মধ্য দিয়ে তার পথ হারায়, তখন ভয়, বিভ্রান্তি, মিথ্যা অন্ধকার এবং পুনরাবৃত্ত বয়ানও শিশুরা বাস্তবতাকে কীভাবে দেখে তা গঠনের শক্তি হারায়।

নীরবতা, অর্থ এবং প্রবঞ্চনাকে সুরক্ষিত রাখে যে প্রক্রিয়া—তাকে প্রশ্ন করা

শিশুদের L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিটেরও প্রয়োজন, কারণ প্রবঞ্চনা নীরবতা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

নীরবতা শূন্য নয়।

নীরবতা যা প্রশ্ন করা হয় না তাকে সুরক্ষিত রাখে।

নীরবতা মানুষ যা বলতে ভয় পায় তাকে সুরক্ষিত রাখে।

নীরবতা ব্যবস্থা যা উন্মোচিত হতে দিতে চায় না তাকে সুরক্ষিত রাখে।

নীরবতা অর্থ, নির্ভরতা, চাকরি, পদ, সুনাম, কর্তৃত্ব এবং ভয় যা লুকিয়ে রাখে তাকে সুরক্ষিত রাখে।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিশুরা এমন একটি বিশ্বের মধ্যে শিক্ষা পায় যেখানে নীরবতা ইতোমধ্যেই কার্যকর।

তাদের এমন প্রাপ্তবয়স্করা শেখান, যারা নিজেরাই শেখানো, প্রশিক্ষিত, বেতনপ্রাপ্ত এবং এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে স্থাপিত, যেখানে তাদের ভূমিকা হলো যে ব্যবস্থায় তারা নিজেরা শিক্ষিত হয়েছে তার ভেতরে তথ্য শেখানো, পৌঁছে দেওয়া, পুনরাবৃত্তি করা এবং মূল্যায়ন করা।

এর অর্থ এই নয় যে শিক্ষকরা খারাপ মানুষ।

এর অর্থ শিক্ষা নিজেই সেই একই বিশ্ব-পরিবেশের ভেতরে অবস্থান করে,
যেটিকে প্রশ্ন করতে L2Q শিশুদের শেখায়।

বর্তমান শিক্ষা শিশুদের নীরবতার পেছনের প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে প্রশ্ন
করতে শেখায় না।

এটি শিশুদের সঠিকভাবে জিজ্ঞাসা করতে শেখায় না—অর্থ কী সুরক্ষিত
রাখে, নির্ভরতা কী নিয়ন্ত্রণ করে, চাকরি কী দাবি করে, কর্তৃত্ব কী বাধা দেয়,
সুনাম কী লুকায়, ভয় কী নীরব করে, প্রণোদনা কী গঠন করে এবং ব্যবস্থা
কী চলতে দেয়।

শিশুদের যখন নীরবতাকে প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না, তখন তারা বিশ্বকে
যেভাবে দেখানো হয় সেভাবেই গ্রহণ করতে শেখে।

তারা যা পুনরাবৃত্ত হয় তা শেখে, কিন্তু যা লুকানো থাকে তা নয়।

তারা যা অনুমোদিত হয় তা শেখে, কিন্তু যা সুরক্ষিত থাকে তা নয়।

তারা যা শেখানো হয় তা শেখে, কিন্তু যা এড়িয়ে যাওয়া হয় তা নয়।

তারা সেই প্রক্রিয়াটি না বুঝেই বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে শেখে, যা
সৃষ্ট মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ভয়, নির্ভরতা এবং পুনরাবৃত্ত ধরণকে টিকিয়ে রাখে।

L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট শিশুদের সেই প্রক্রিয়াকে প্রশ্ন করার পদ্ধতি দেয়।

এটি তাদের জিজ্ঞাসা করতে শেখায়:

কী বলা হচ্ছে না?

কেন তা বলা হচ্ছে না?

নীরবতা থেকে কে লাভবান হয়?

অর্থ কী সুরক্ষিত রাখে?

নির্ভরতা কী নিয়ন্ত্রণ করে?

ভয় কী বাধা দেয়?

কর্তৃত্ব মানুষকে কী প্রশ্ন করা থেকে থামায়?

মানুষ নীরব থাকে বলে কোন পুনরাবৃত্ত ধারণা চলতে থাকে?

এই কারণেই শিশুদের মন রক্ষা এবং তাদের শেখাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নীরবতাকে প্রশ্ন করা অপরিহার্য।

শিশুরা যখন নীরবতাকে প্রশ্ন করতে শেখে, তখন তারা শিক্ষা, ব্যবস্থা, কর্তৃত্ব, বয়ান, অর্থ এবং পুনরাবৃত্ত আচরণের পৃষ্ঠের আড়ালে কী লুকানো আছে তা দেখতে শুরু করে।

নীরবতা কী সুরক্ষিত রাখে তা যখন তারা দেখে, তখন তারা প্রবঞ্চনার পেছনের প্রক্রিয়াটি বুঝতে শুরু করে।

তারা যখন প্রবঞ্চনার পেছনের প্রক্রিয়াটি বোঝে, তখন স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ পায়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ পেলে সৃষ্ট মিথ্যা শিশুদের মনের মধ্য দিয়ে তার পথ হারায়।

এইভাবেই L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট শিশুদের বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা থেকে প্রবঞ্চনা সরানোর পদ্ধতি দেয়।

এটি তাদের যা দেখানো হয়, যা লুকানো থাকে, যা সুরক্ষিত থাকে, যা পুনরাবৃত্ত হয়, যার জন্য অর্থ দেওয়া হয়, যা নিয়ে ভয় থাকে, যা নীরব করা হয় এবং যা সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়—সবকিছুকে প্রশ্ন করার সক্ষমতা দেয়।

এটি শিক্ষা উন্নত করার কেন্দ্রীয় বিষয়, কারণ শিক্ষা যদি শিশুদের শুধু তথ্য পুনরাবৃত্তি করতে শেখায় কিন্তু তাদের চারপাশের বিশ্ব-পরিবেশকে গঠনকারী নীরবতা, অর্থ, নির্ভরতা, প্রণোদনা এবং কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে না শেখায়, তাহলে শিক্ষা উন্নত হতে পারে না।

কেন এটি Q2L এবং Young Questioners-এর কেন্দ্রে

এটি Q2L এবং Young Questioners-এর কেন্দ্রে।

শিশুদের নিরাপদভাবে বাবা-মা, শিক্ষক, যত্নদাতা, স্কুল, শিক্ষাপরিবেশ এবং দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্কদের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়, যাতে একই বিশ্ব তাদের পুনরাবৃত্তিকারীতে গঠন করার আগেই তাদের সঠিকভাবে প্রশ্ন করার সরঞ্জাম, বাস্তব বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখা এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায়।

ভূমিকা হলো শিশুদের কী ভাবে হবে তা বলা নয়।

ভূমিকা হলো শিশুদের L2Q পদ্ধতি দেওয়া, যাতে তারা প্রশ্ন করে, দেখে, বোঝে, সত্য নির্ণয় করে, তাদের মন রক্ষা করে, শেখাকে এগিয়ে নেয় এবং বাস্তব বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখে।

শিশুরা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে শেখে না।

শিশুরা অন্য শিশুদের কাছ থেকেও শেখে।

তারা একে অপরকে পর্যবেক্ষণ করে।

তারা একে অপরকে প্রভাবিত করে।

তারা ধারণা, আচরণ, অভ্যাস, আগ্রহ, বোঝাপড়া এবং চিন্তার ধরন ভাগ করে।

শিশুদের মধ্যে প্রশ্নকরণ বিকাশ পেলে তা এক শিশু থেকে অন্য শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

শিশুদের মধ্যে বোঝাপড়া বিকাশ পেলে তা এক শিশু থেকে অন্য শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

শিশুদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ পেলে তা এক শিশু থেকে অন্য শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

যে শিশুরা প্রশ্ন করতে শেখে তারা অন্য শিশুদের প্রশ্ন করতে শিখতে সাহায্য করে।

যে শিশুরা বুঝতে শেখে তারা অন্য শিশুদের বুঝতে শিখতে সাহায্য করে।

যে শিশুরা স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করে তারা অন্য শিশুদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশে সাহায্য করে।

এই কারণেই শিশুরা পরিবর্তনের প্রধান পথ।

এর প্রভাব একটি শিশুর কাছে থেমে যায় না।

এটি শিশুদের দল, শ্রেণিকক্ষ, স্কুল, সম্প্রদায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়।

শিশুরা যখন প্রশ্ন করতে শেখে, তখন তারা দেখতে শুরু করে।

তারা যখন দেখতে শুরু করে, তখন বুঝতে শুরু করে।

বোঝাপড়া বিকাশ পেলে স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ পায়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ পেলে প্রবঞ্চনা তার পথ হারায়।

প্রবঞ্চনা তার পথ হারালে, প্রবঞ্চনা থেকে সৃষ্ট ক্ষতিও মানুষ, শিক্ষা, ব্যবস্থা এবং সমাজের মধ্য দিয়ে তার পথ হারায়।

এই কারণেই শিশুদের সঠিকভাবে প্রশ্ন করার সক্ষমতা দেওয়া শিক্ষার করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি।

এটি শিশুদের মন রক্ষা করে।

এটি শেখাকে শক্তিশালী করে।

এটি স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করে।

এটি পরবর্তী প্রজন্মকে সত্য নির্ণয়ের সক্ষমতা দিয়ে বিশ্ব থেকে প্রবঞ্চনা সরায়।

শিশুদের সঠিকভাবে প্রশ্ন করার সরঞ্জাম প্রয়োজন।

এইভাবেই শেখা এগিয়ে যায়।

এইভাবেই স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ পায়।

এইভাবেই প্রবঞ্চনা তার পথ হারায়।

এইভাবেই শিক্ষা উন্নত হয়, যাতে বিশ্ব উন্নত হয়।

সত্যের ওপর ভিত্তি করা একটি বিশ্ব শুরু হয় যখন শিশুদের
সঠিকভাবে প্রশ্ন করার সরঞ্জাম দেওয়া হয়।

কেন L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থাই অনুপস্থিত শিক্ষার পথ

L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা আলাদা, কারণ এটি কোথা থেকে এসেছে।

এটি Book of Evidence থেকে বিকশিত হয়েছে।

Book of Evidence ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সময়-চাঁহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, প্রমাণ-উপাদান, জনসাধারণের রেকর্ড, চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই যে পুনরাবৃত্ত ধরণ দেখিয়েছে— সেগুলো নথিভুক্ত করেছে।

প্রমাণ-উপাদান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৈপরীত্য ক্রমেই আরও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

প্রশ্নকরণ ছিল।

তবু পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।

একই প্রতারণা চলতে থাকে।

একই নীরবতা চলতে থাকে।

একই নির্ভরতা চলতে থাকে।

একই বৈপরীত্যগুলো চলতে থাকে।

একই পুনরাবৃত্তি ধরণগুলো চলতে থাকে।

Book of Evidence প্রশ্নকরণের অভাব উন্মোচন করেনি।

এটি উন্মোচন করেছে যে প্রশ্নকরণ আগে থেকেই ছিল, তবু একই বিশ্ব নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতে থেকেছে।

এই বৈপরীত্য L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে।

প্রশ্নকরণ যদি আগে থেকেই ছিল, তাহলে একই ধরণগুলো কেন চলতে থাকল?

Book of Evidence বারবার একই বৈপরীত্য উন্মোচন করেছে।

প্রশ্নকরণ ছিল।

তবু পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।

এটি দেখিয়েছে যে সমস্যা প্রশ্নকরণের অনুপস্থিতি ছিল না।

সমস্যা ছিল বিশ্ব-পরিবেশকেই কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথের অনুপস্থিতি।

মানুষ প্রশ্ন করতে পারে এবং তবু তাদের চারপাশের বিশ্বকে পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

মানুষ প্রশ্ন করতে পারে এবং তবু সেই একই বিশ্ব-পরিবেশ দ্বারা গঠিত থাকতে পারে, যে বিশ্ব-পরিবেশ পুনরাবৃত্তি তৈরি করার জন্য দায়ী।

মানুষ প্রশ্ন করতে পারে এবং তবু পুনরাবৃত্তি ধরণ উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ, মেনে নেওয়া, রক্ষা এবং অব্যাহত রাখতে পারে।

তাই প্রশ্নকরণের অস্তিত্ব এই প্রমাণ-উপাদান নয় যে মানুষকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হয়েছে।

প্রশ্নকরণের অস্তিত্ব এই প্রমাণ-উপাদান নয় যে মানুষকে কীভাবে বুঝতে হয়—কী পুনরাবৃত্তি তৈরি করেছে—তা শেখানো হয়েছে।

অনুপস্থিত উপাদানটি আরও তথ্য ছিল না।

তথ্য আগে থেকেই ছিল।

অনুপস্থিত উপাদানটি আরও প্রশ্নকরণ ছিল না।

প্রশ্নকরণ আগে থেকেই ছিল।

অনুপস্থিত উপাদানটি ছিল বিশ্ব-পরিবেশকেই কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথ।

প্রশ্নকরণ আগে থেকেই থাকা সত্ত্বেও যা বারবার চলতে থেকেছে তা পরীক্ষা করার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথ।

পুনরাবৃত্তি তৈরি করার জন্য দায়ী প্রক্রিয়াগুলো পরীক্ষা করার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথ।

সেই অনুপস্থিত পথই L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা Book of Evidence-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ-উপাদানের ভিত্তি থেকে বিকশিত হয়েছে।

এটি বিকশিত হয়েছে কারণ Book of Evidence এমন পুনরাবৃত্ত ধরণ উন্মোচন করেছে, যেগুলো প্রশ্নকরণ আগে থেকেই থাকা সত্ত্বেও চলতে থেকেছে।

এটি বিকশিত হয়েছে কারণ Book of Evidence একটি অনুপস্থিত শিক্ষার পথ উন্মোচন করেছে।

এটি বিকশিত হয়েছে কারণ Book of Evidence দেখিয়েছে যে প্রশ্নকরণ এবং কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখা একই বিষয় নয়।

L2Q বিকশিত হয়েছে প্রশ্নকরণ আগে থেকেই থাকা সত্ত্বেও যা বারবার চলতে থেকেছে তা পরীক্ষা করার জন্য।

L2Q বিকশিত হয়েছে পুনরাবৃত্তি যে ফলাফল তৈরি করে শুধু তা পরীক্ষা করার পরিবর্তে পুনরাবৃত্তি তৈরি করার জন্য দায়ী প্রক্রিয়াগুলো পরীক্ষা করার জন্য।

L2Q বিকশিত হয়েছে বিশ্ব-পরিবেশের ভেতরে শুধু কাজ করার পরিবর্তে বিশ্ব-পরিবেশকেই পরীক্ষা করার জন্য।

L2Q বিকশিত হয়েছে মানুষকে বিশ্ব-পরিবেশের ভেতরে শুধু কার্যকরভাবে চলতে সহায়তা করার পরিবর্তে বিশ্ব-পরিবেশকে বুঝতে সহায়তা করার জন্য।

এই কারণেই L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা আলাদা।

এই কারণেই L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা অনুপস্থিত শিক্ষার পথকে উপস্থাপন করে।

প্রশ্নকরণের উৎস ও উৎপত্তি গুরুত্বপূর্ণ।

L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থার উৎস ও উৎপত্তিও গুরুত্বপূর্ণ।

L2Q কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা Book of Evidence-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ-উপাদানের ভিত্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ব্যবস্থাটি কোথা থেকে এসেছে তা বোঝা—কেন এটি আলাদা তা বোঝার প্রথম ধাপ।

এই কারণেই প্রথম অংশটি উৎস ও উৎপত্তি দিয়ে শুরু হয়।

অংশ ১ - উৎস ও উৎপত্তি

উৎস ও উৎপত্তি আসলে কী

উৎস ও উৎপত্তি হলো Learn to Question (L2Q) প্রশ্নকরণ টুলকিটের ভিত্তি, কারণ সবকিছুর শুরু হয় তথ্য কোথা থেকে আসে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে—সেখান থেকে।

মানুষ সর্বদা তথ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত, কিন্তু কীভাবে সেটিকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করতে হয় বা তাদের ঘিরে থাকা বিশ্ব-পরিবেশ থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা তাদের শেখানো হয় না।

মানুষকে তথ্য দেখানো হয়।

মানুষকে তথ্য বলা হয়।

মানুষকে তথ্য শেখানো হয়।

মানুষের কাছ থেকে তথ্য মুখস্থ করার প্রত্যাশা করা হয়।

মানুষের কাছ থেকে তথ্য পুনরাবৃত্তি করার প্রত্যাশা করা হয়।

মানুষের কাছ থেকে তথ্য বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করা হয়।

মানুষের কাছ থেকে তথ্য রক্ষা করার প্রত্যাশা করা হয়।

কিন্তু তাদের সামনে যা দেখানো হচ্ছে তা কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং সেখান থেকে শিখতে হয়—তা মানুষকে শেখানো হয় না।

মানুষ বর্তমানে বিদ্যমান সবচেয়ে বড় শেখার পরিবেশের মধ্যে বাস করছে, তবু কীভাবে সেখান থেকে শিখতে হয় তা তাদের সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

মানুষকে এমন একটি বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যেটিকে কীভাবে বুঝতে হয় তা তাদের সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথের মাধ্যমে মানুষকে শেখানো হয় না কীভাবে বিশ্ব-পরিবেশ তাদের মন, বিশ্বাস, আবেগ, আস্থা, আচরণ, ধারণা এবং বোঝাপড়াকে গঠন করে।

অর্থ, নির্ভরতা, কর্তৃত্ব, নীরবতা, বয়ান, পুনরাবৃত্তি, ভয়, প্রণোদনা, প্রসার, মর্যাদা এবং সৃষ্ট মিথ্যা কীভাবে মানবতাকে প্রভাবিত করে—তাও তাদের শেখানো হয়নি।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই একটি শেখার পরিবেশ।

এটি ক্রমাগত মানবতার সামনে শেখার সুযোগ উপস্থাপন করছে।

মানুষ প্রায়ই শেখানো হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, অথচ তারা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান সবচেয়ে বড় শেখার পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই মানুষ তা স্বীকার করুক বা না করুক, বিশ্ব-পরিবেশ প্রতিদিনই মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে।

সমস্যা হলো, অনেক মানুষকে সেই শিক্ষাগুলো কীভাবে দেখতে হয় তা শেখানো হয়নি।

তাদের জিজ্ঞাসা করতে শেখানো হয়নি:

কী আমার চিন্তাভাবনাকে গঠন করছে?

কী আমার বিশ্বাসগুলোকে গঠন করছে?

কী আমার আবেগগুলোকে গঠন করছে?

কী আমার আস্থাকে গঠন করছে?

কী আমার আচরণকে গঠন করছে?

কী আমার ধারণাকে গঠন করছে?

কী আমার বোঝাপড়াকে গঠন করছে?

কী আমার চারপাশের বিশ্বকে গঠন করছে?

এই প্রশ্নগুলো ছাড়া মানুষ সারাজীবন গঠিত হতে পারে, অথচ বুঝতেই পারে না যে তারা গঠিত হচ্ছে।

মানুষ প্রায়ই বিশ্বের পৃষ্ঠতল উত্তরাধিকার হিসেবে পায়, কিন্তু তার নিচে কী আছে তা বোঝে না।

তারা ব্যবস্থা দেখতে পারে।

তারা নিয়ম দেখতে পারে।

তারা কর্তৃত্ব দেখতে পারে।

তারা অর্থ দেখতে পারে।

তারা শিক্ষা দেখতে পারে।

তারা পুনরাবৃত্ত সমস্যা দেখতে পারে।

কিন্তু সেগুলো কী তৈরি করছে, সুরক্ষিত রাখছে, গঠন করছে বা চলতে দিচ্ছে—তা তারা অপরিহার্যভাবে বোঝে না।

এই কারণেই মানুষ যা দেখতে পারে না, তা থেকে শিখতে পারে না।

দেখা শুধু তাকানো বোঝায় না।

দেখা হলো এত গভীরভাবে প্রশ্ন করার প্রক্রিয়া, যাতে মানুষ পৃষ্ঠতলের ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে বিশ্ব-পরিবেশকে গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলো চিনতে শুরু করতে পারে।

দেখা বোঝাপড়া সৃষ্টি করে।

বোঝাপড়া শেখা সৃষ্টি করে।

শেখা স্বাধীন চিন্তাভাবনা সৃষ্টি করে।

তাই উৎস ও উৎপত্তি শুধু তথ্য কোথা থেকে এসেছে তা শনাক্ত করার বিষয় নয়।

এটি এত গভীরভাবে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখার বিষয়, যাতে দেখা যায় তথ্যটিকেই কী গঠন করেছে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে শিখতে হবে:

এটি কে তৈরি করেছে?

এটি কোথা থেকে এসেছে?

কেন এটি তৈরি করা হয়েছিল?

এতে কে লাভবান হয়?

কী প্রণোদনা রয়েছে?

কী এটিকে প্রভাবিত করেছে?

কী এটিকে সুরক্ষিত রাখছে?

কী লুকানো হচ্ছে?

কী পুনরাবৃত্ত হচ্ছে?

জড়িত মানুষদের কী গঠন করেছে?

কোন বিশ্ব-পরিবেশ এটি তৈরি করেছে?

এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষ শুধু তথ্য উত্তরাধিকার হিসেবে পায় না।

তারা আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারা ব্যবস্থা উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারা বয়ান উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারা নির্ভরতা উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারা নীরবতা উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারা কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারা পুনরাবৃত্ত ধরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারা সৃষ্ট মিথ্যাও উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

সৃষ্ট মিথ্যা শুধু মিথ্যা তথ্যের আলাদা আলাদা অংশ হিসেবে থাকে না।

সৃষ্ট মিথ্যা বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যেই প্রোথিত হয়ে যায়।

এগুলো স্বাভাবিক করে তোলা হয়।

এগুলো সুরক্ষিত করা হয়।

এগুলো পুনরাবৃত্ত করা হয়।

এগুলোর পক্ষে সাফাই দেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত এগুলো সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

তারপর মানুষ সেই সৃষ্ট মিথ্যাগুলো উত্তরাধিকার হিসেবে পায়, অথচ বুঝতেই পারে না যে প্রথমেই সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথের মাধ্যমে বিশ্ব-পরিবেশকে কীভাবে বুঝতে হয় তা শেখানো ছাড়াই মানুষকে বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কীভাবে কাজ করতে হয় তা শেখানো হয়।

মানুষ এমন একটি বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, যেটিকে তারা সঠিকভাবে বোঝে না।

কার্যকরভাবে চলা মানুষকে ব্যবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে দেয়।

বোঝাপড়া মানুষকে ব্যবস্থা থেকে শিখতে দেয়।

শিক্ষা যদি মানুষকে শুধু বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে শেখায়, তাহলে শিক্ষা একই বিশ্ব-পরিবেশকে পুনরুৎপাদন করতে সহায়তা করে।

তখন মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার বদলে বিশ্ব-পরিবেশের
উৎপাদে পরিণত হয়।

মানবতা এমন একটি বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে বাস করছে, যেটি মানবতাই
ক্রমাগত পুনর্নির্মাণ করছে।

বিশ্ব-পরিবেশ প্রাপ্তবয়স্কদের গঠন করে।

প্রাপ্তবয়স্করা শিক্ষকদের গঠন করে।

শিক্ষকরা শিশুদের গঠন করে।

শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

প্রাপ্তবয়স্করা তারপর একই বিশ্ব-পরিবেশ আবার তৈরি করে।

মানুষ একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ পথের মাধ্যমে
সেটিকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না শেখা পর্যন্ত এই চক্র অনিদিষ্টকাল
চলতে থাকবে।

মানুষকে আরও বুঝতে হবে যে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার জন্য তাদের
নিজস্ব মনই তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম।

কোনো উপাধি, কর্তৃত্ব, ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, উৎস বা ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অন্য
একজন মানুষের জন্য বোঝাপড়া সৃষ্টি করতে পারে না।

বোঝাপড়া ব্যক্তির নিজের মনকেই বিকাশ করতে হয়।

প্রশ্নকরণ বোঝাপড়া বিকাশ করে।

বোঝাপড়া শেখা বিকাশ করে।

শেখা স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করে।

তাই মানুষকে ফলাফল অনন্তকাল পুনরাবৃত্তি করার বদলে কারণ থেকে
শিখতে হবে।

তাদের শুধু বিশ্বের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বদলে কী বিশ্বকে গঠন করছে তা শিখতে হবে।

এই কারণেই Learn to Question (L2Q) প্রশ্নকরণ টুলকিটের শুরুতে উৎস ও উৎপত্তি রয়েছে।

উৎস ও উৎপত্তি দুর্বল হলে, এর সঙ্গে অন্য প্রতিটি অংশও দুর্বল হয়।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড দুর্বল হয়।

প্রণোদনা ও লাভ দুর্বল হয়।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য দুর্বল হয়।

প্রশ্ন করার অনুমতি দুর্বল হয়।

আবেগগত প্রভাব দুর্বল হয়।

বয়ান বনাম বাস্তবতা দুর্বল হয়।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব দুর্বল হয়।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন দুর্বল হয়।

তাই উৎস ও উৎপত্তি পুরো কাঠামোর ভিত্তি।

এটি সেই শুরুর বিন্দু, যা মানুষকে বিশ্ব থেকেই শেখা শুরু করতে দেয়।

অগ্রগতির ধাপ হলো:

প্রশ্ন করুন।

দেখুন।

বুঝুন।

শিখুন।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করুন।

এইভাবেই মানুষ এমন একটি বিশ্বকে পুনরাবৃত্ত করা বন্ধ করে, যেটিকে তারা সঠিকভাবে বোঝে না।

এইভাবেই মানুষ শুধু বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদে পরিণত হওয়ার বদলে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে শুরু করে।

এবং এই কারণেই উৎস ও উৎপত্তি Learn to Question (L2Q) প্রশ্নকরণ টুলকিটের প্রথম অংশ।

ধারণা

মানুষ বুঝতে পারার আগেই বিশ্ব-পরিবেশ তাদের গঠন করে।

বিশ্বজুড়ে পুনরাবৃত্ত ধারণা চলতে থাকার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি হলো মানুষ প্রায়ই যা বারবার দেখে তা বিশ্বাস করে।

মানুষ পুনরাবৃত্তিকে সত্য বলে ভুল করতে পারে।

মানুষ পরিচিতিতে প্রমাণ-উপাদান বলে ভুল করতে পারে।

মানুষ জনপ্রিয়তাকে বিশ্বাসযোগ্যতা বলে ভুল করতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্বকে সঠিকতা বলে ভুল করতে পারে।

মানুষ দৃশ্যমানতাকে গুরুত্ব বলে ভুল করতে পারে।

মানুষ আত্মবিশ্বাসকে দক্ষতা বলে ভুল করতে পারে।

মানুষ মর্যাদাকে বোঝাপড়া বলে ভুল করতে পারে।

অনেক মানুষ বুঝতে পারে না যে তাদের ধারণা ক্রমাগত গঠিত হচ্ছে।

একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস কীভাবে গঠিত হয় তা মানুষকে শেখানো হয় না।

তাদের কী বিশ্বাস করতে হবে তা শেখানো হয়।

তারা কীভাবে সেটি বিশ্বাস করতে এল তা তাদের শেখানো হয় না।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কীভাবে এটি বিশ্বাস করতে এলাম?

কে এই বিশ্বাসটি আমার কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

আমি কতদিন ধরে এটি বিশ্বাস করছি?

আমি কতবার এর সংস্পর্শে এসেছি?

কী বারবার এটিকে শক্তিশালী করেছে?

আমি কি স্বাধীনভাবে এটি পরীক্ষা করেছি?

নাকি আমি এটি উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি?

শিশুরাও বিশ্ব-পরিবেশ দ্বারা গঠিত হয়, অথচ বর্তমান শিক্ষা তাদের একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথের মাধ্যমে সেটিকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখায় না।

শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা আচরণ পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা কর্তৃত্ব পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা অর্থ পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা নির্ভরতা পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা বয়ান পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা পুনরাবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা নীরবতা পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা যা পুরস্কৃত হয় তা পর্যবেক্ষণ করে।

শিশুরা যা নিরুৎসাহিত করা হয় তা পর্যবেক্ষণ করে।

তাই বিশ্ব-পরিবেশ শিশুদের শেখানো শুরু করে, অথচ বর্তমান শিক্ষা সেটিকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখার কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথ দেয় না।

প্রাপ্তবয়স্করাও ক্রমাগত বিশ্ব-পরিবেশ দ্বারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা তা স্বীকার করুক বা না করুক।

শিক্ষা যদি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের বাস্তব বিশ্ব-পরিবেশকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না শেখায়, তাহলে তারা অজান্তেই সেই একই পুনরাবৃত্তির চক্রে প্রবেশ করে, যা তাদের আগের মানুষদের গঠন করেছে।

মানুষ সরল বয়ানের মধ্যেও আটকা পড়তে পারে।

তাদের সামনে যা দেখানো হচ্ছে তা থেকে শেখার বদলে মানুষকে পক্ষ বেছে নিতে উৎসাহিত করা হতে পারে।

বিশ্ব-পরিবেশকে গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলো বোঝার বদলে মানুষকে নায়ক ও খলনায়কের ভাষায় ভাবতে উৎসাহিত করা হতে পারে।

মানুষ কোনো কিছু যত বেশি বারবার দেখে, সেটি তত বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

সেটি যত বেশি স্বাভাবিক হয়, সেটিকে প্রশ্ন করার সম্ভাবনা তত কমে।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কী আমার ধারণাকে গঠন করেছে?

কী আমার আস্থাকে গঠন করেছে?

কী আমার বোঝাপড়াকে গঠন করেছে?

কী আমার বিশ্বাসগুলোকে গঠন করেছে?

আমি কি বিশ্বকে স্পষ্টভাবে দেখছি?

নাকি আমি শুধু যা বারবার আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটিই দেখছি?

উৎস ও উৎপত্তি মানুষের ধারণার বাইরে গিয়ে বোঝাপড়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে।

প্রসার, মর্যাদা এবং তথ্য-পরিবেশ

মানুষ প্রায়ই ধরে নেয় যে যে তথ্যের প্রসার সবচেয়ে বেশি, সেই তথ্যই নিশ্চয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এটিকে প্রশ্ন করতে হবে।

অনেক মানুষ অচেতনভাবে সবচেয়ে বড় কণ্ঠ, সবচেয়ে বড় শ্রোতাগোষ্ঠী, সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাকে অনুসরণ করে।

মানুষ প্রায়ই নিজের কৌতূহল অন্যের হাতে তুলে দেয়।

অনেক মানুষ আগ্রহী হওয়ার আগে কর্তৃত্বসম্পন্ন কারও কাছ থেকে কী গুরুত্বপূর্ণ তা শোনার অপেক্ষায় থাকে।

অনেক মানুষ কিছু পরীক্ষা করার আগে সেটি জনপ্রিয় হওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

অনেক মানুষ নিজেদের শেখার অনুমতি দেওয়ার আগে মর্যাদার অপেক্ষায় থাকে।

অনেক মানুষ অন্য কাউকে ঠিক করতে দেয় কোন বিষয় তাদের মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য।

এর অর্থ মানুষ প্রসার ও মর্যাদার ব্যবস্থাগুলোকে ঠিক করতে দিতে পারে—তাদের মন কোন বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারবে।

মানুষ অজান্তেই সক্রিয় শিক্ষার্থী হওয়ার বদলে নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থী হয়ে যেতে পারে।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই উৎসকে এত ব্যাপক প্রসার কেন দেওয়া হচ্ছে?

এই তথ্য যে পরিবেশের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে সেটি কে নিয়ন্ত্রণ করে?

কী প্রচার করা হবে তা কে ঠিক করে?

কী পুনরাবৃত্ত করা হবে তা কে ঠিক করে?

কী লুকানো হবে তা কে ঠিক করে?

কী সরানো হবে তা কে ঠিক করে?

কী দৃশ্যমানতা পাবে তা কে ঠিক করে?

কী দৃশ্যমানতা হারাবে তা কে ঠিক করে?

মানুষকে আরও বুঝতে হবে যে প্রসার নিজেই উপলব্ধ সত্য তৈরি করতে শুরু করতে পারে।

কোনো কিছু যত বেশি দেখা হয়, তত বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

যত বেশি পরিচিত হয়, তত বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

যত বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, তত বেশি সত্য বলে মনে হতে শুরু করতে পারে।

এই কারণেই দৃশ্যমানতাকেও প্রশ্ন করতে হবে।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি প্রমাণ-উপাদানের কারণে এই উৎস অনুসরণ করছি?

নাকি এর প্রসারের কারণে এই উৎস অনুসরণ করছি?

আমি কি বোঝাপড়ার কারণে এই উৎস অনুসরণ করছি?

নাকি এর মর্যাদার কারণে এই উৎস অনুসরণ করছি?

আমি কি কোনো তথ্যকে উপেক্ষা করছি, কারণ তাকে প্রসার দেওয়া হয়নি?
আমি কি অন্য কারও অপেক্ষায় আছি, যে আমাকে বলবে এটি গুরুত্বপূর্ণ?
আমি কি অন্য কাউকে ঠিক করতে দিচ্ছি কোন বিষয় তদন্তের যোগ্য?
মানুষকে শেখার অনুমতির অপেক্ষা বন্ধ করতে হবে।
মানুষকে নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থী হওয়ার বদলে সক্রিয় শিক্ষার্থী হতে হবে।
তাদের নিজস্ব মনকেই শেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামে পরিণত হতে হবে।

অর্থ, নির্ভরতা এবং ব্যবস্থা

অর্থ বিশ্ব-পরিবেশজুড়ে আচরণ গঠনকারী সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি।
তাই মানুষকে তথ্যের চারপাশের প্রক্রিয়াগুলোকে প্রশ্ন করতে শিখতে হবে।
অর্থ নির্ভরতা সৃষ্টি করতে পারে।
নির্ভরতা আচরণ গঠন করতে পারে।
আচরণ কী বলা হয় তা গঠন করতে পারে।
আচরণ কী পুনরাবৃত্ত হয় তা গঠন করতে পারে।
আচরণ কী সুরক্ষিত থাকে তা গঠন করতে পারে।
আচরণ কী লুকানো থাকে তা গঠন করতে পারে।
আচরণ কী চ্যালেঞ্জ করা হয় তা গঠন করতে পারে।
আচরণ কী চলতে দেওয়া হয় তা গঠন করতে পারে।
তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:
এই উৎস কি অর্থের পথ তৈরি করে?

এই উৎস কি অর্থের পথ নিয়ন্ত্রণ করে?

এই উৎস কি অর্থের পথ অর্থায়ন করে?

এই উৎস কি অর্থের পথকে প্রভাবিত করে?

এই উৎস কি এমন ব্যবস্থা তৈরি বা প্রভাবিত করে, যেগুলোর ওপর মানুষ নির্ভর করে?

মানুষ কি সেই ব্যবস্থাগুলোর ওপর নির্ভর করে?

নির্ভরতা কি আচরণকে প্রভাবিত করে?

নির্ভরতা কি প্রশ্নকরণকে প্রভাবিত করে?

নির্ভরতা কি নীরবতাকে প্রভাবিত করে?

নির্ভরতা কি মানুষ কী চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত তা প্রভাবিত করে?

এটি ব্যক্তিদের দোষ দেওয়ার বিষয় নয়।

এটি আচরণ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলো বোঝার বিষয়।

উৎস হিসেবে শিক্ষক

শিক্ষকেরা শিশুদের জন্য তথ্যের উৎস হয়ে ওঠেন।

এর অর্থ শিক্ষকদেরও কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শিখতে হবে।

অনেক শিক্ষক সেই একই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়েছেন, যেটিতে শিশুরা প্রবেশ করছে।

তাদের তথ্য শেখানো হয়েছে।

তাদের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

তাদের তথ্যের ওপর মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এরপর তাদের এমন ভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তথ্য পৌঁছে দেন।

এটি শিক্ষকদের দোষ দেওয়ার বিষয় নয়।

এটি তাদের গঠনকারী পরিবেশকে বোঝার বিষয়।

শিক্ষকেরা সেই একই বিশ্ব-পরিবেশের অংশগ্রহণকারী।

তঁরাও তথ্য উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন।

তঁরাও এমন মানুষদের কাছ থেকে শিখেছেন, যাদের নিজেদেরই বিশ্ব-পরিবেশ থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা শেখানো হয়নি।

মানুষকে ব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে কাজ করতে হয় তা শেখানো হয়, কিন্তু সেগুলো কীভাবে বুঝতে হয় তা শেখানো হয় না।

মানুষ এমন ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, যেগুলো তারা সঠিকভাবে বোঝে না।

শিক্ষকেরাও প্রায়ই এই একই পথের মধ্য দিয়ে এগিয়েছেন।

এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম পুনরাবৃত্তি চলতে থাকার অন্যতম কারণ।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিক্ষককে কে শিখিয়েছিল?

শিক্ষককে কে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল?

কোন ব্যবস্থাগুলো শিক্ষককে গঠন করেছিল?

শিক্ষককে কি বাস্তব বিশ্ব-পরিবেশ সম্পর্কে শেখানো হয়েছিল?

শিক্ষককে কি শেখানো হয়েছিল কীভাবে অর্থ, নির্ভরতা, কর্তৃত্ব, নীরবতা, বয়ান, পুনরাবৃত্তি, প্রসার এবং মর্যাদা মানবতাকে গঠন করে?

নাকি শিক্ষককে শেখানো হয়েছিল কীভাবে বিদ্যমান একটি ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়?

তাই শিক্ষকদের প্রশ্নকরণ, দেখা, বোঝা, শেখা এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার সহায়তাকারী হয়ে উঠতে হবে।

মিথ্যা থেকে শেখা

মানুষ প্রায়ই ভাবে মিথ্যা শুধু প্রতারণা করার জন্যই থাকে।

উৎস ও উৎপত্তি মানুষকে এর বাইরে যেতে শেখায়।

মন যখন মিথ্যাকে প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন মিথ্যা শিক্ষার সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।

মিথ্যা আচরণ উন্মোচন করে।

মিথ্যা নির্ভরতা উন্মোচন করে।

মিথ্যা প্রণোদনা উন্মোচন করে।

মিথ্যা বয়ান উন্মোচন করে।

মিথ্যা নীরবতা উন্মোচন করে।

মিথ্যা পুনরাবৃত্ত ধরণ উন্মোচন করে।

মিথ্যা কী উন্মোচন করে সেটিকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা মানুষকে শেখানো না হলে কী ঘটে—মিথ্যা সেটিও উন্মোচন করে।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই মিথ্যা কী উন্মোচন করে?

কোন প্রক্রিয়া এই মিথ্যাকে চলতে দিয়েছিল?

এই মিথ্যা থেকে কে লাভবান হয়েছিল?

এই মিথ্যাকে কে সুরক্ষিত রেখেছিল?

এই মিথ্যা কে পুনরাবৃত্তি করেছিল?

এই মিথ্যা কোন পুনরাবৃত্ত ধরণ উন্মোচন করে?

মানবতা এই মিথ্যা থেকে কী শিখতে পারে?

উদ্দেশ্য মানুষকে মিথ্যাকে ঘৃণা করতে শেখানো নয়।

উদ্দেশ্য মানুষকে মিথ্যা থেকে শিখতে শেখানো।

যা দেখানো হয় তা থেকে শেখা

অনেক মানুষ তাদের যা দেখানো হয় তা থেকে শেখার বদলে তাতে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

প্রতিক্রিয়া প্রায়ই অগ্রগতি থামায়।

মানুষ রেগে যায়।

মানুষ ভীত হয়ে পড়ে।

মানুষ পক্ষ বেছে নেয়।

মানুষ অবস্থান রক্ষা করে।

মানুষ অবস্থানে আক্রমণ করে।

মানুষ বয়ানের মধ্যে আটকা পড়ে।

উৎস ও উৎপত্তি মানুষকে প্রতিক্রিয়ার বাইরে যেতে শেখায়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এ থেকে কী শেখা যেতে পারে?

কোন আচরণ উন্মোচিত হচ্ছে?

কোন পুনরাবৃত্ত ধরণ উন্মোচিত হচ্ছে?

এটি মানবতা সম্পর্কে কী উন্মোচন করে?

এটি নির্ভরতা সম্পর্কে কী উন্মোচন করে?

এটি অর্থ সম্পর্কে কী উন্মোচন করে?

এটি নীরবতা সম্পর্কে কী উন্মোচন করে?

এটি বিশ্ব-পরিবেশ সম্পর্কে কী উন্মোচন করে?

মানুষকে আরও বুঝতে হবে যে তারা শুধু তথ্য শিখছে না।

তারা বিশ্বকে কীভাবে দেখতে হয় তা শিখছে।

অগ্রগতির ধাপ হয়ে ওঠে:

প্রশ্ন করুন।

দেখুন।

বুঝুন।

শিখুন।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করুন।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়।

দৃশ্যমান উৎস বনাম চূড়ান্ত উৎস

মানব প্রশ্নকরণের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাগুলোর একটি হলো মানুষ প্রায়ই প্রথম দৃশ্যমান উৎসেই থেমে যায়।

মানুষ একজন ব্যক্তিকে দেখে।

মানুষ একটি সংগঠন দেখে।

মানুষ একটি সরকার দেখে।

মানুষ একজন সরকারি কর্মচারীকে দেখে।

মানুষ একটি গণমাধ্যমকে দেখে।

মানুষ একজন বিশেষজ্ঞকে দেখে।

মানুষ একজন অনলাইন নির্মাতাকে দেখে।

তারপর মানুষ বিশ্বাস করে যে তারা উৎস শনাক্ত করেছে।

কিন্তু উৎস ও উৎপত্তি মানুষকে প্রশ্নকরণ চালিয়ে যেতে শেখায়।

দৃশ্যমান উৎসটি চূড়ান্ত উৎস নাও হতে পারে।

দৃশ্যমান উৎসটি তথ্য বাস্তবায়ন করতে পারে।

দৃশ্যমান উৎসটি তথ্য পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

দৃশ্যমান উৎসটি তথ্য সুরক্ষিত রাখতে পারে।

দৃশ্যমান উৎসটি অন্য একটি উৎসের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে।

দৃশ্যমান উৎসটি নিজেই বিশ্ব-পরিবেশ দ্বারা গঠিত হতে পারে।

দৃশ্যমান উৎসটি নিজেও এখনও বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে পারে।

মানুষ প্রায়ই প্রথম যে ব্যাখ্যা পায় সেখানেই থেমে যায়।

প্রথম ব্যাখ্যাটি আরামদায়ক মনে হতে পারে।

প্রথম ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ মনে হতে পারে।

প্রথম ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক মনে হতে পারে।

কিন্তু সন্তুষ্ট বোধ করা আর বোঝা এক বিষয় নয়।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এটাই কি প্রকৃত উৎস?

নাকি এটাই প্রথম উৎস যার মুখোমুখি আমি হয়েছি?

এই উৎসের পেছনে কে রয়েছে?

এই উৎসকে কে প্রভাবিত করে?

এই উৎস থেকে কে লাভবান হয়?

এই উৎস কোন পরিবেশের মধ্যে কাজ করছে?

কোন প্রক্রিয়াগুলো এই উৎসকে গঠন করছে?

মানুষ প্রায়ই খুব তাড়াতাড়ি থেমে যায়।

উৎস ও উৎপত্তি মানুষকে এগিয়ে যেতে শেখায়।

সম্ভাব্য উদ্দেশ্য

মানুষ প্রায়ই অতিসরল সিদ্ধান্তে থেমে যায়।

সরকার খারাপ।

গণমাধ্যম খারাপ।

পুলিশ খারাপ।

কর্তৃত্ব খারাপ।

প্রতিষ্ঠান খারাপ।

মানুষ প্রায়ই তাদের যা দেখানো হয় তা থেকে কী শেখা যায় তা পরীক্ষা করার বদলে আবেগগতভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

উৎস ও উৎপত্তি মানুষকে সরল সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে শেখায়।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কী কী অনুমান করছি?

আমি কি প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করছি?

কোন উদ্দেশ্যগুলো আমি এখনও বিবেচনা করিনি?

কোন ব্যাখ্যাগুলো আমি এখনও বিবেচনা করিনি?

কোন দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলগুলো আমি এখনও বিবেচনা করিনি?

আমি কি শুধু আমাকে দেখানো একটি বয়ানের ভেতরেই প্রশ্ন করছি?

উদ্দেশ্য মানুষকে কোনো সিদ্ধান্তে আটকে দেওয়া নয়।

উদ্দেশ্য মানুষকে স্বাধীনভাবে সম্ভাবনা তদন্ত করতে এবং তাদের যা দেখানো হচ্ছে তা থেকে শিখতে সহায়তা করা।

বিশ্ব-পরিবেশ ক্রমাগত শিক্ষা দিচ্ছে

মানুষ প্রায়ই শেখানো হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, অথচ তারা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান সবচেয়ে বড় শেখার পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্ব-পরিবেশ ক্রমাগত শিক্ষা দিচ্ছে।

এটি আচরণের মাধ্যমে শেখায়।

এটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শেখায়।

এটি বয়ানের মাধ্যমে শেখায়।

এটি প্রণোদনার মাধ্যমে শেখায়।

এটি নির্ভরতার মাধ্যমে শেখায়।

এটি কর্তৃত্বের মাধ্যমে শেখায়।

এটি ফলাফলের মাধ্যমে শেখায়।

এটি নীরবতার মাধ্যমে শেখায়।

সমস্যা এই নয় যে শিক্ষা অনুপস্থিত।

সমস্যা হলো মানুষকে সেগুলো দেখতে ও সেখান থেকে শিখতে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথ দেওয়া হয়নি।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এটি আমাকে কী শেখাচ্ছে?

এটি কোন পুনরাবৃত্ত ধরণ উন্মোচন করছে?

কোন ফলাফল দেখানো হচ্ছে?

কোন আচরণ উন্মোচিত হচ্ছে?

মানবতা এ থেকে কী শিখতে পারে?

মানবতা মানবতার কাছ থেকে শিখছে

মানবতাকে মূলত মানবতাই শিক্ষা দিচ্ছে।

কিন্তু মানবতাকেই বিশ্ব-পরিবেশ থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা শেখানো হয়নি।

মানুষ স্বাধীনভাবে তথ্য পরীক্ষা করতে শেখার আগেই তথ্য উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

মানুষ তথ্য বোঝার আগেই সেটি রক্ষা করে।

মানুষ শেখার আগেই প্রতিক্রিয়া দেখায়।

মানুষ প্রশ্ন করার আগেই অনুসরণ করে।

মানুষ বোঝার আগেই পুনরাবৃত্তি করে।

মানুষ সরল ব্যাখ্যায় থেমে যায়, কারণ গভীরতর প্রশ্নকরণ বিকাশের জন্য তাদের একটি কাঠামোবদ্ধ পথ শেখানো হয়নি।

এর অর্থ এই নয় যে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

এর অর্থ মানবতার শেখার জন্য আরও ভালো সরঞ্জাম প্রয়োজন।

অনুসরণ, বিশ্বাস এবং চিন্তার দায় অন্যের ওপর দেওয়া

বিশ্ব-পরিবেশকে পুনরাবৃত্ত করে এমন সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি হলো চিন্তার দায় অন্যের ওপর দিয়ে দেওয়া।

মানুষকে অনুসরণ করতে শেখানো হয়, কিন্তু এটিকে প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না।

মানুষকে শেখানো হয় যে কিছু মানুষ তাদের চেয়ে বেশি জানে।

মানুষকে উপাধির ওপর আস্তা রাখতে শেখানো হয়।

মানুষকে কর্তৃত্বের ওপর আস্তা রাখতে শেখানো হয়।

মানুষকে পদের ওপর আস্তা রাখতে শেখানো হয়।

মানুষকে মর্যাদার ওপর আস্তা রাখতে শেখানো হয়।

মানুষকে যা বলা হয় তা মুখস্থ করতে শেখানো হয়।

তারপর মানুষকে যা অনুসরণ করতে বলা হয় তা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ দেওয়া হয়।

এরপর অনেক মানুষ অন্যদের তাদের হয়ে চিন্তা করতে দেয়।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি অন্য কাউকে আমার হয়ে চিন্তা করতে দিচ্ছি?

আমি কি অন্য কাউকে আমার হয়ে প্রশ্ন করতে দিচ্ছি?

আমি কি অন্য কাউকে আমার হয়ে সত্য নির্ধারণ করতে দিচ্ছি?

আমি কি প্রমাণ-উপাদানের বদলে উপাধির ওপর আস্তা রাখছি?

আমি কি আচরণের বদলে মর্যাদার ওপর আস্ত্র রাখছি?

আমি কি বোঝাপড়ার বদলে কর্তৃত্বের ওপর আস্ত্র রাখছি?

মানুষকে আরও বুঝতে হবে যে একটি বয়ান ছেড়ে দেওয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাধীন চিন্তাভাবনা সৃষ্টি করে না।

মানুষ একটি কর্তৃত্ব ছেড়ে আরেকটি গ্রহণ করতে পারে।

মানুষ একটি দল ছেড়ে আরেকটিতে যোগ দিতে পারে।

মানুষ একটি ব্যাখ্যা ছেড়ে আরেকটি উত্তরাধিকার হিসেবে পেতে পারে।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা পক্ষ বদলানো নয়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা হলো সব পক্ষকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখা।

মানব চেতনার অগ্রগতি

উৎস ও উৎপত্তির উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে তথ্য কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানোর চেয়ে অনেক বড়।

এটি বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার মানবতার সক্ষমতাকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়।

মানব চেতনার অগ্রগতি শুধু আরও তথ্য জমা করার বিষয় নয়।

এটি আরও ভালো শিক্ষার্থী হয়ে ওঠার বিষয়।

এটি মানবতার প্রশ্ন করার সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়।

মানবতার দেখার সক্ষমতা বাড়ানো।

মানবতার বোঝার সক্ষমতা বাড়ানো।

মানবতার শেখার সক্ষমতা বাড়ানো।

মানবতার স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সক্ষমতা বাড়ানো।

মানুষকে আরও বুঝতে হবে যে প্রত্যেকেই বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে রয়েছে।

কেউ এর বাইরে দাঁড়িয়ে নেই।

সরকারগুলো এর মধ্যে রয়েছে।

গণমাধ্যম এর মধ্যে রয়েছে।

শিক্ষকেরা এর মধ্যে রয়েছেন।

পুলিশ এর মধ্যে রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো এর মধ্যে রয়েছে।

বাবা-মায়েরা এর মধ্যে রয়েছেন।

শিশুরা এর মধ্যে রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা এর মধ্যে রয়েছেন।

লেখকেরা এর মধ্যে রয়েছেন।

পাঠকেরা এর মধ্যে রয়েছেন।

প্রত্যেকে এটিকে প্রভাবিত করছে।

প্রত্যেকে এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

প্রত্যেকে এতে অংশ নিচ্ছে।

প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় পুনরাবৃত্তিকে সাহায্য করে, নয় শেখাকে সাহায্য করে।

গ্রহণ করা।

পুনরাবৃত্তি করা।

অনুসরণ করা।

ভাগ করা।

রক্ষা করা।

নীরব থাকা।

সবকিছুই ফলাফল আছে।

প্রাথমিক অগ্রগতি প্রায়ই এমন দেখায়:

অনুসরণ করুন।

প্রতিক্রিয়া দেখান।

রক্ষা করুন।

পুনরাবৃত্তি করুন।

পক্ষ বেছে নিন।

উন্নত অগ্রগতি এমন দেখায়:

প্রশ্ন করুন।

দেখুন।

বুঝুন।

শিখুন।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করুন।

বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখুন।

গন্তব্য অন্তহীন প্রশ্নকরণ নয়।

গন্তব্য বোঝাপড়া।

গন্তব্য শেখা।

গন্তব্য স্বাধীন চিন্তাভাবনা।

উদ্দেশ্য শুধু প্রশংসকরণ উন্নত করা নয়।

উদ্দেশ্য বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই থেকে শেখার মানবতার সক্ষমতা উন্নত করা।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের
শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়।

অংশ ২ - প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড আসলে কী

অংশ ১ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শুধু বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদে পরিণত হওয়ার বদলে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে হবে।

উৎস ও উৎপত্তি শুরু করে জিজ্ঞাসা করে—তথ্য, ব্যবস্থা, গল্প, নিয়ম, উপাধি, আচরণ এবং পুনরাবৃত্ত ধরণ কোথা থেকে এসেছে, কী সেগুলোকে গঠন করেছে, সময়ের সঙ্গে সেগুলো কী দেখিয়েছে এবং কোন বিশ্ব-পরিবেশ সেগুলো তৈরি করেছে।

অংশ ২ এখন প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডে প্রবেশ করে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে—যা দাবি করা হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে, পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে, নথিভুক্ত হচ্ছে, উপস্থাপন করা হচ্ছে বা প্রয়োগ করা হচ্ছে, প্রমাণ-উপাদান কি সত্যিই সেটিকে সমর্থন করে?

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড রয়েছে, কারণ মানুষকে কী বিশ্বাস করতে হবে তা শেখানো হয়, কিন্তু প্রমাণ-উপাদান আসলে কী তা সঠিকভাবে শেখানো হয় না।

মানুষকে তথ্য দেখানো হয়।

মানুষকে তথ্য বলা হয়।

মানুষকে তথ্য শেখানো হয়।

মানুষের কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করার প্রত্যাশা করা হয়।

মানুষের কাছ থেকে তথ্য পুনরাবৃত্তি করার প্রত্যাশা করা হয়।

মানুষের কাছ থেকে তথ্য রক্ষা করার প্রত্যাশা করা হয়।

কিন্তু যা বলা হচ্ছে তা প্রমাণ-উপাদান সমর্থন করে কি না—সেটি কীভাবে সঠিকভাবে পরীক্ষা করতে হয় তা মানুষকে শেখানো হয় না।

এটি বিশ্ব-পরিবেশের ভেতরের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি সৃষ্টি করে।

তথ্য সঠিকভাবে প্রশ্ন করার আগেই সত্য হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে।

প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই গল্প সত্য হিসেবে পুনরাবৃত্ত হতে পারে।

উপাধিকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে ধরা হতে পারে।

কর্তৃত্বকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে ধরা হতে পারে।

ব্যবস্থাকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে ধরা হতে পারে।

জনপ্রিয়তাকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে ধরা হতে পারে।

লিখিত নথিকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে ধরা হতে পারে।

পুনরাবৃত্ত দাবিকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে ধরা হতে পারে।

ভয়কে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা হতে পারে।

পাল্টা-বয়ানকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে ধরা হতে পারে।

তৈরি, পরিবর্তিত, নির্বাচিত বা নির্মিত উপাদানকে প্রমাণ-উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা হতে পারে।

কিন্তু এগুলোর কোনোটিই নিজের মধ্যে প্রমাণ-উপাদান নয়।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড রয়েছে যাতে অসমর্থিত তথ্য গ্রহণযোগ্য সত্যে পরিণত না হয়।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে গ্রহণ করার আগে ধীর হতে শেখায়।

এটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে শেখায়—আসলে কী দেখানো হচ্ছে, কী দাবি করা হচ্ছে, কী দাবিটিকে সমর্থন করছে, কী অনুপস্থিত, কী

বিরোধিতা করছে, কী ভয় বা আবেগগত চাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং কী শুধু এতবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে যে সত্য বলে মনে হচ্ছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড উৎস ও উৎপত্তিকে প্রতিস্থাপন করে না।

এটি তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে—সেখান থেকে যে দাবি করা হচ্ছে, প্রমাণ-উপাদান কি সেটিকে সমর্থন করে?

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডের উদ্দেশ্য মানুষকে কী বিশ্বাস করতে হবে তা বলা নয়।

উদ্দেশ্য হলো তথ্য বিশ্বাস, পুনরাবৃত্তি, রক্ষা বা তার ভিত্তিতে কাজ করার আগে সেটি কীভাবে পরীক্ষা করতে হয় তা মানুষকে শেখানো।

প্রমাণ-উপাদানকে কী করতে হবে

প্রমাণ-উপাদান শুধু বিদ্যমান তথ্য নয়।

প্রমাণ-উপাদানকে কিছু দেখাতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে প্রশ্নের মুখে টিকে থাকতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে আরও পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে বৈপরীত্য উন্মোচন করতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানকে মানুষকে যা দেখানো হচ্ছে তা থেকে শিখতে সাহায্য করতে হবে।

প্রমাণ-উপাদান প্রশ্নকেও স্বাগত জানায়।

প্রমাণ-উপাদানকে প্রশ্নকরণ থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হয় না।

প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা ভয় পায় না।

প্রমাণ-উপাদান টিকে থাকার জন্য উপাধি, কর্তৃত্ব, পুনরাবৃত্তি, ভয়, মর্যাদা বা আবেগগত চাপের ওপর নির্ভর করে না।

প্রশ্নকরণ প্রমাণ-উপাদানকে শক্তিশালী করে।

প্রশ্নকরণ বোঝাপড়া উন্নত করে।

প্রশ্নকরণ দুর্বলতা উন্মোচন করে।

প্রশ্নকরণ বৈপরীত্য উন্মোচন করে।

প্রশ্নকরণ কী অনুপস্থিত তা উন্মোচন করে।

প্রশ্নকরণ কী অসমর্থিত তা উন্মোচন করে।

প্রশ্নকরণ মানুষকে শিখতে সাহায্য করে।

অসমর্থিত তথ্য প্রায়ই প্রশ্নকরণ প্রতিরোধ করে, কারণ যা সঠিকভাবে সমর্থন করা যায় না প্রশ্নকরণ সেটিকে হুমকির মুখে ফেলে।

তাই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে শেখায় যে প্রশ্নকরণ সত্যের শত্রু নয়।

প্রশ্নকরণ সত্যের দিকে যাওয়ার পথগুলোর একটি।

তথ্য প্রমাণ-উপাদান নয়

তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি বিবৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি উপাধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি ভূমিকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি পুনরাবৃত্ত গল্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি লিখিত গল্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি সুরক্ষিত বয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

তথ্য পুনরাবৃত্তি করার জন্য অর্থপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

কোনো ব্যবস্থা কিছু সত্য বলছে—এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

তথ্যের সঙ্গে যুক্ত ভয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

অন্য একটি বয়ানের বিরোধিতা করা পাল্টা-বয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

AI দ্বারা তৈরি, পরিবর্তিত, সংক্ষিপ্ত, নির্বাচিত বা উপস্থাপিত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে হবে:

কী দাবি করা হচ্ছে?

কোন প্রমাণ-উপাদান সেটিকে সমর্থন করে?

প্রমাণ-উপাদান কোথা থেকে এসেছে?

প্রমাণ-উপাদান কি পরীক্ষা করা যায়?

প্রমাণ-উপাদানকে কি প্রশ্ন করা যায়?

প্রমাণ-উপাদান কি দাবিটিকে সমর্থন করে?

আচরণ কি দাবিটিকে সমর্থন করে?

সামঞ্জস্য কি দাবিটিকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান অনুপস্থিত?

কোন প্রমাণ-উপাদান লুকানো হয়েছে?

কোন প্রমাণ-উপাদান দাবিটির বিরোধিতা করে?

কী প্রমাণ-উপাদান ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে?

এই প্রমাণ-উপাদান কি এমনভাবে তৈরি, পরিবর্তিত, নির্বাচিত, সংক্ষিপ্ত, নতুন কাঠামোতে উপস্থাপিত বা প্রদর্শিত হয়েছে, যা বিভ্রান্ত করতে পারে?

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষকে তথ্য গ্রহণ করতে শেখানো হতে পারে অথচ সেটি সঠিকভাবে সমর্থিত কি না তা তারা কখনও শেখে না।

তারা অসমর্থিত তথ্য মুখস্থ করতে পারে।

তারা অসমর্থিত তথ্য পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

তারা অসমর্থিত তথ্য রক্ষা করতে পারে।

তারা অসমর্থিত তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

তারপর সঠিকভাবে পরীক্ষা করার আগেই গ্রহণ করা তথ্যের মাধ্যমে বিশ্ব-পরিবেশ নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে।

পুনরাবৃত্তি গল্পের সত্যে পরিণত হওয়া

মানব শেখার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতাগুলোর একটি হলো মানুষ পুনরাবৃত্তিকে সত্য বলে ভুল করতে পারে।

একটি গল্প তৈরি করা যেতে পারে।

একটি উপাধি তাকে কর্তৃত্ব দিতে পারে।

একটি ব্যবস্থা তাকে প্রসার দিতে পারে।

অর্থ মানুষকে সেটি পুনরাবৃত্তি করার কারণ দিতে পারে।

সময় তাকে পরিচিতি দিতে পারে।

লিখিত নথি তাকে স্থায়িত্বের চেহারা দিতে পারে।

পর্যাপ্ত মানুষ সেটি পুনরাবৃত্তি করলে সেটি সামাজিক প্রমাণ পেতে পারে।

তারপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেটিকে সত্য হিসেবে উত্তরাধিকার পেতে পারে।

কিন্তু পুনরাবৃত্তি প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি পুনরাবৃত্তি গল্প প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি লিখিত গল্প প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গল্প প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি সুরক্ষিত গল্প প্রমাণ-উপাদান নয়।

উপাধি, ব্যবস্থা, অর্থ, প্রসার, ভয়, মর্যাদা এবং সময় দ্বারা সমর্থিত একটি গল্পও প্রমাণ-উপাদান নয়, যদি সেটিকে সঠিকভাবে পরীক্ষা ও সমর্থন করা না যায়।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে হবে:

এই গল্পটি কে তৈরি করেছে?

কে এটিকে কর্তৃত্ব দিয়েছে?

কে এটি পুনরাবৃত্তি করেছে?

এটি বিশ্বাস করা হলে কে লাভবান হয়েছে?

এটি বজায় রাখতে কাকে অর্থ দেওয়া হয়েছে?

কে এটিকে প্রশংসকরণ থেকে সুরক্ষিত রেখেছে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এটিকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এর বিরোধিতা করে?

এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হলে কী ঘটে?

এটি কি প্রমাণ-উপাদান?

নাকি এটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস?

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড ছাড়া পুনরাবৃত্ত গল্প শুধু যথেষ্ট মানুষ সেটি পুনরাবৃত্তি করে, লিখে, সুরক্ষিত রাখে বা পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেয় বলে সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

উপাধি, কর্তৃত্ব এবং বেতনভুক্ত ভূমিকা প্রমাণ-উপাদান নয়

মানুষকে প্রায়ই উপাধি বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের কর্তৃত্ব বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের সরকারি ভূমিকা বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের ব্যবস্থা বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের এমন মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয় যারা কথা বলা, প্রয়োগ করা, শেখানো, উপস্থাপন করা বা তথ্য পুনরাবৃত্তি করার জন্য অর্থ পান।

কিন্তু একটি উপাধি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কর্তৃত্ব প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি বেতনভুক্ত ভূমিকা প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি সরকারি পদ প্রমাণ-উপাদান নয়।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন প্রমাণ-উপাদান এই উপাধিকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এই কর্তৃত্বকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এই ভূমিকাকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এই ব্যক্তি যা বলছেন সেটিকে সমর্থন করে?
কোন প্রমাণ-উপাদান এই ব্যবস্থা যা দাবি করছে সেটিকে সমর্থন করে?
এটি বিশ্বাস করা হলে কে লাভবান হয়?
এটিকে প্রশ্ন না করা হলে কে লাভবান হয়?
এটি পুনরাবৃত্তি করার জন্য কাকে অর্থ দেওয়া হয়?
এটি প্রয়োগ করার জন্য কাকে অর্থ দেওয়া হয়?
এটি সুরক্ষিত রাখার জন্য কাকে অর্থ দেওয়া হয়?
প্রমাণ-উপাদান চাওয়া হলে কী ঘটে?
এটি প্রতিটি উপাধি, ভূমিকা, ব্যবস্থা বা কর্তৃত্বকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করার বিষয় নয়।
এটি সেগুলোকে প্রমাণ-উপাদান বলে ভুল না করার বিষয়।
প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে শেখায় যে কর্তৃত্বকেও পরীক্ষা করতে হবে।
উপাধিকেও পরীক্ষা করতে হবে।
ব্যবস্থাকেও পরীক্ষা করতে হবে।
বেতনভুক্ত ভূমিকাকেও পরীক্ষা করতে হবে।
সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবস্থা, উৎস এবং প্রমাণ-উপাদান

একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে—এটি এই প্রমাণ-উপাদান নয় যে ব্যবস্থাটি সত্য থেকে তৈরি হয়েছে।
এটি সরাসরি উৎস ও উৎপত্তির সঙ্গে যুক্ত।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে:

এই ব্যবস্থা কোথা থেকে এসেছে?

কে এটি তৈরি করেছে?

কী এটিকে গঠন করেছে?

সময়ের সঙ্গে এটি কোন আচরণ দেখিয়েছে?

এটি কী সুরক্ষিত রাখে?

এটি কী পুনরাবৃত্তি করে?

এটি কী লুকায়?

এটি কী চলতে দেয়?

তারপর প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে:

কোন প্রমাণ-উপাদান ব্যবস্থাটির দাবিগুলোকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান সেগুলোর বিরোধিতা করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান অনুপস্থিত?

চ্যালেঞ্জের পর কোন প্রমাণ-উপাদান তৈরি হয়?

প্রমাণ-উপাদান কি সত্য দেখায়?

নাকি এটি শুধু কর্তৃত্ব, অনুপালন, পুনরাবৃত্তি এবং সুরক্ষা দেখায়?

মানুষ প্রায়ই বিশ্বাস করে যে কোনো কিছু বিদ্যমান আছে বলে সেটি অবশ্যই সত্য থেকে তৈরি হয়েছে।

এটিকে প্রশ্ন করতে হবে।

যদি কোনো ব্যবস্থা এমন মানুষ দ্বারা তৈরি, রক্ষিত বা সুরক্ষিত হয়ে থাকে যারা সত্য থেকে কাজ করছিল না, তাহলে সেই ব্যবস্থা যে তথ্য, উপাধি, নিয়ম, নথি, কর্তৃত্ব এবং বয়ান তৈরি করেছে সেগুলো শুধু বিদ্যমান বলেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

কোনো ব্যবস্থা পুরোনো—এটি সত্যের প্রমাণ-উপাদান নয়।

কোনো ব্যবস্থা শক্তিশালী—এটি সত্যের প্রমাণ-উপাদান নয়।

কোনো ব্যবস্থা সরকারি—এটি সত্যের প্রমাণ-উপাদান নয়।

কোনো ব্যবস্থা প্রজন্মের পর প্রজন্ম পুনরাবৃত্ত হয়েছে—এটি সত্যের প্রমাণ-উপাদান নয়।

কোনো ব্যবস্থা অর্থ, মর্যাদা, কর্তৃত্ব, ভয় বা শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত—এটি সত্যের প্রমাণ-উপাদান নয়।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন প্রমাণ-উপাদান এটিকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এর বিরোধিতা করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান অনুপস্থিত?

কোন প্রমাণ-উপাদান উপেক্ষা করা হয়েছিল?

ব্যবস্থাটি কোন আচরণ দেখায়?

চ্যালেঞ্জ করা হলে ব্যবস্থাটি কী করে?

এটি কি উত্তর দেয়?

এটি কি সংশোধন করে?

এটি কি এড়িয়ে যায়?

এটি কি নিজেকে সুরক্ষিত রাখে?

এটি কি সত্য তৈরি করে?

নাকি এটি অনুপালন তৈরি করে?

এখানেই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড সরাসরি বিশ্ব-পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়।

প্রমাণ-উপাদান শুধু বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এটি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি নিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি উপাধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি ব্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি পুনরাবৃত্ত ধরনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি ভয়ভিত্তিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি পাল্টা-ব্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি তৈরি, পরিবর্তিত, নির্বাচিত বা নির্মিত উপাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই কারণেই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড শিক্ষায় অনুপস্থিত পথগুলোর একটি।

এটি ছাড়া মানুষকে ব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে কাজ করতে হয় তা শেখানো যেতে পারে, অথচ সেই ব্যবস্থা সত্য, প্রমাণ-উপাদান, সামঞ্জস্য এবং আচরণ দ্বারা সমর্থিত কি না তা কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা কখনও শেখানো হয় না।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড রয়েছে যাতে অসমর্থিত তথ্য গ্রহণযোগ্য সত্যে পরিণত না হয়।

এটি মানুষকে গ্রহণ থেকে পরীক্ষার দিকে যেতে শুরু করতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে বিশ্বাস থেকে বোঝাপড়ার দিকে যেতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে পুনরাবৃত্ত তথ্যের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যেতে সাহায্য করে।

সময়ের সঙ্গে প্রমাণ-উপাদান

এই অংশের প্রথম ভাগ ব্যাখ্যা করেছে যে তথ্য, উপাধি, কর্তৃত্ব, বেতনভুক্ত ভূমিকা, ব্যবস্থা, লিখিত নথি, পুনরাবৃত্ত গল্প, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস, ভয়ভিত্তিক উপস্থাপনা, পাল্টা-বয়ান এবং তৈরি, পরিবর্তিত, নির্বাচিত বা নির্মিত উপাদান স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

এটি আরও ব্যাখ্যা করেছে যে প্রমাণ-উপাদান প্রশ্নকেও স্বাগত জানায়।

এই অংশ এখন সময়ের সঙ্গে প্রমাণ-উপাদান কীভাবে পরীক্ষা করতে হবে সেদিকে এগোয়।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড শুধু একটি মুহূর্ত পরীক্ষা করে না।

এটি সময়ের সঙ্গে কী দেখানো হয়েছে তা পরীক্ষা করে।

একটি একক বিবৃতি বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

একটি একক নথি অসম্পূর্ণ হতে পারে।

একটি একক ব্যাখ্যা নির্বাচিত হতে পারে।

একটি একক উত্তর বৃহত্তর ধরণ এড়িয়ে যেতে পারে।

দেহিতে দেওয়া একটি বিবৃতি বাস্তব সময়ে যা দেখানো হয়েছিল সেটিকে প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই কারণেই সময়জুড়ে প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করতে হবে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

সময়ের সঙ্গে কী দেখানো হয়েছে?

কখন তা দেখানো হয়েছিল?

তা কি বাস্তব সময়ে দেখানো হয়েছিল?

ঘটনার পরে কি তা নথিভুক্ত করা হয়েছিল?

পরে কি তা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল?

পরের ব্যাখ্যাটি কি বাস্তব-সময়ের প্রমাণ-উপাদানের সঙ্গে মেলে?

প্রমাণ-উপাদান কি সামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেছে?

আচরণ কি সামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেছে?

গল্প কি বদলেছে?

ব্যাখ্যা কি বদলেছে?

একই ধরণ কি পুনরাবৃত্ত হয়েছে?

বৈপরীত্য কি দেখা দিয়েছে?

প্রমাণ-উপাদান কি যোগ করা হয়েছে?

প্রমাণ-উপাদান কি সরানো হয়েছে?

প্রমাণ-উপাদান কি উপেক্ষা করা হয়েছে?

চ্যালেঞ্জের পরে কী ঘটেছে?

ধারাবাহিকভাবে দেখানো বাস্তব-সময়ের প্রমাণ-উপাদানকে দেরিতে দেওয়া ব্যাখ্যা দিয়ে কখনও অগ্রাহ্য করতে দেওয়া যাবে না।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দীর্ঘতর একটি ধরণ ভিন্ন কিছু দেখালে সত্যকে একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

সময়ের সঙ্গে প্রমাণ-উপাদান মানুষকে ধরণ দেখতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে বৈপরীত্য দেখতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে কী সুরক্ষিত থাকে তা দেখতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে কী এড়িয়ে যাওয়া হয় তা দেখতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে শব্দ, আচরণ, নথি, সময় এবং ফলাফল একে অপরের সঙ্গে মেলে কি না তা দেখতে সাহায্য করে।

তাই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে প্রমাণ-উপাদানকে বিচ্ছিন্ন তথ্যের অংশ হিসেবে নয়, একটি ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে পরীক্ষা করতে শেখায়।

প্রমাণ-উপাদান হিসেবে আচরণ

শব্দ যথেষ্ট নয়।

মানুষ যা বলে তা তারা যা করে তার সঙ্গে তুলনা করতে হবে।

আচরণ বিবৃতি যা লুকায় তা প্রকাশ করতে পারে।

আচরণ উপাধি যা সুরক্ষিত রাখে তা প্রকাশ করতে পারে।

আচরণ ব্যবস্থা যা এড়িয়ে যায় তা প্রকাশ করতে পারে।

আচরণ অর্থ, নির্ভরতা, ভয়, পদ, সুনাম বা প্রণোদনা কী গঠন করে তা প্রকাশ করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বলতে পারেন তিনি সত্য থেকে কাজ করেন।

একটি ব্যবস্থা বলতে পারে সেটি ন্যায়বিচার থেকে কাজ করে।

একটি প্রতিষ্ঠান বলতে পারে সেটি যত্ন থেকে কাজ করে।

একটি বেতনভুক্ত ভূমিকা বলতে পারে সেটি কর্তব্য থেকে কাজ করে।

একটি উপাধি বলতে পারে সেটি কর্তৃত্ব থেকে কাজ করে।

কিন্তু প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে—আচরণ কি যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে?

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আচরণ কি কথার সঙ্গে মেলে?

কাজ কি দাবির সঙ্গে মেলে?

চ্যালেঞ্জ করা হলে ব্যবস্থা কি উত্তর দেয়?

প্রমাণ-উপাদান দেখানো হলে কর্তৃত্ব কি সংশোধন করে?

বেতনভুক্ত ভূমিকা কি সত্যকে সুরক্ষিত রাখে?

নাকি সেটি পদ, ব্যবস্থা, অর্থ, সুনাম বা বয়ানকে সুরক্ষিত রাখে?

নীরবতা কি দাবিটির বিরোধিতা করে?

এড়িয়ে যাওয়া কি দাবিটির বিরোধিতা করে?

বিলম্ব কি দাবিটির বিরোধিতা করে?

সরানো, আটকানো, বাতিল করা বা শাস্তি দেওয়া কি দাবিটির বিরোধিতা করে?

সময়ের সঙ্গে আচরণ সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ-উপাদানের পথগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে, কারণ আচরণ দেখায় মানুষ ও ব্যবস্থা আসলে কী করছে—শুধু তারা কী বলছে তা নয়।

শব্দ ও আচরণ আলাদা হয়ে গেলে প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে সেই বিচ্ছেদ প্রশ্ন করতে হবে।

একটি দাবি এক কথা বললেও আচরণ বারবার অন্য কিছু দেখালে সেই আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।

চ্যালেঞ্জের পরে প্রমাণ-উপাদান

তথ্য চ্যালেঞ্জ করার পরে কী ঘটে তাও প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে পরীক্ষা করতে হবে।

প্রমাণ-উপাদান চাওয়া না হওয়া পর্যন্ত অনেক দাবি শক্তিশালী মনে হয়।

উত্তর দিতে বলা না হওয়া পর্যন্ত অনেক ব্যবস্থা সত্যনিষ্ঠ মনে হয়।

দাবি পরীক্ষা না করা পর্যন্ত অনেক উপাধি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

বৈপরীত্য দেখানো না হওয়া পর্যন্ত অনেক বয়ান স্থিতিশীল মনে হয়।

চ্যালেঞ্জ প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড প্রকাশ করে।

প্রমাণ-উপাদান প্রশ্নকে স্বাগত জানায়, কারণ প্রশ্নকরণ যা সত্য তাকে শক্তিশালী করে এবং যা দুর্বল, অনুপস্থিত, বিরোধিত, বা অসমর্থিত তা প্রকাশ করে।

অসমর্থিত তথ্য প্রায়ই প্রশ্নকরণ প্রতিরোধ করে, কারণ যা সঠিকভাবে সমর্থন করা যায় না প্রশ্নকরণ সেটিকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

প্রমাণ-উপাদান চাওয়া হলে কী ঘটে?

প্রমাণ-উপাদান কি দেওয়া হয়?

প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া হয়?

বিষয়টি কি সংশোধন করা হয়?

বৈপরীত্য কি সমাধান করা হয়?

প্রমাণ-উপাদান কি উপেক্ষা করা হয়?

যে ব্যক্তি প্রশ্ন করছে তাকে কি আক্রমণ করা হয়?

নীরবতা কি ব্যবহার করা হয়?

প্রমাণ-উপাদানের বদলে কি কর্তৃত্ব ব্যবহার করা হয়?

সত্যের বদলে কি প্রতারণা ব্যবহার করা হয়?

মানুষ প্রশ্ন করা বন্ধ না করা পর্যন্ত কি বিষয়টি বিলম্বিত করা হয়?

প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার বদলে কি ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখা হয়?

চ্যালেঞ্জের পরে কী ঘটে তা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রতিক্রিয়া প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হয়।

উত্তর দেওয়া প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

সংশোধন করা প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

উত্তর দিতে অস্বীকার করা প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

এড়িয়ে যাওয়া প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

নিরবতা প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

বৈপরীত্য প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

সুরক্ষা প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

বারবার উত্তর না দেওয়া প্রমাণ-উপাদানে পরিণত হতে পারে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে শুধু মূল দাবি নয়, দাবি প্রশ্ন করা হলে যে আচরণ অনুসরণ করে সেটিও পরীক্ষা করতে শেখায়।

প্রমাণ-উপাদান, সময়রেখা এবং প্রতিক্রিয়া

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে সময়রেখা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণ-উপাদান অনুসরণ করতেও বলে।

প্রমাণ-উপাদান কখন দেখানো হয়েছিল, কোথা থেকে এসেছে, কে দেখেছে, কে পেয়েছে, কে চ্যালেঞ্জ করতে পারত এবং পরে কী ঘটেছিল—এসব থেকে প্রমাণ-উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এটি কখন দেখানো হয়েছিল?

এটি কোথায় দেখানো হয়েছিল?

কে এটি তৈরি করেছিল?

কে এটি পেয়েছিল?

কে এটি দেখেছিল?

কাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল?

কার উত্তর দেওয়ার সুযোগ ছিল?

কার সংশোধন করার সুযোগ ছিল?

কার খণ্ডন করার সুযোগ ছিল?

কে নীরব ছিল?

এরপর কী ঘটেছিল?

কোন আচরণ অনুসরণ করেছিল?

কোন ধরণ চলতে থেকেছে?

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রমাণ-উপাদানকে তার সময়রেখা থেকে আলাদা করলে সেটি দুর্বল হতে পারে।

কে সেটি দেখেছে, কে পেয়েছে, কার উত্তর দেওয়ার সুযোগ ছিল এবং পরে কী ঘটেছিল—মানুষ এগুলো উপেক্ষা করলেও প্রমাণ-উপাদান দুর্বল হতে পারে।

বাস্তব-সময়ের প্রমাণ-উপাদান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেই সময় কী স্থাপন করা, দেখানো, নথিভুক্ত, চ্যালেঞ্জ করা বা দৃশ্যমান করা হয়েছিল তা এটি দেখায়।

দেরিতে দেওয়া ব্যাখ্যাকে বাস্তব সময়ে যা দেখানো হয়েছিল তার বিপরীতে প্রশ্ন করতে হবে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

পরের ব্যাখ্যাটি কি বাস্তব-সময়ের প্রমাণ-উপাদানের সঙ্গে মেলে?

পরের বিবৃতিটি কি যা দেখানো হয়েছিল তা নতুন করে লিখে দেয়?

পরের নথিটি কি যা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা এড়িয়ে যায়?

পরের ব্যাখ্যাটি কি প্রেক্ষাপট সরিয়ে দেয়?

সময়রেখা কি দাবিটিকে সমর্থন করে?

বিষয়টি দৃশ্যমান হওয়ার পরের আচরণ কি দাবিটিকে সমর্থন করে, নাকি তার বিরোধিতা করে?

একটি প্রকৃত প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড শুধু কোনো কিছু বিদ্যমান কি না তা জিজ্ঞাসা করে না।

এটি জিজ্ঞাসা করে বৃহত্তর নথির ভেতরে সেটি কীভাবে বিদ্যমান।

এটি জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদানকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে তা কী দেখায়।

এটি জিজ্ঞাসা করে সময়রেখা দাবিটিকে সমর্থন করে কি না।

এটি জিজ্ঞাসা করে দৃশ্যমানতার পরের আচরণ দাবিটিকে সমর্থন করে, নাকি তার বিরোধিতা করে।

এইভাবেই মানুষ শুধু তথ্য সংগ্রহ করার বদলে প্রমাণ-উপাদান থেকে শিখতে শুরু করে।

দেখানো, লুকানো, অনুপস্থিত এবং বিরোধিতা

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে যা দেখানো হয় তার সঙ্গে যা দেখানো হয় না তা তুলনা করতে শেখাতে হবে।

মানুষ প্রায়ই তাদের সামনে রাখা প্রমাণ-উপাদান দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু যা অনুপস্থিত সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যা লুকানো সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যা বিরোধিত সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যাকে প্রশংসকরণ থেকে সুরক্ষিত রাখা হয় সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কী দেখানো হয়েছে?

কী দেখানো হয়নি?

কী অনুপস্থিত?

কী লুকানো?

কী অসমর্থিত?

কী বিরোধিত?

কী সুরক্ষিত?

কী এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে?

কী সরানো হয়েছে?

কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি?

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নির্বাচিত প্রমাণ-উপাদান দিয়ে মানুষকে পরিচালিত করা যেতে পারে।

তাদের একটি ছবির এক অংশ দেখানো যেতে পারে, যখন বাকি অংশ লুকানো থাকে।

তাদের একটি বিবৃতি দেখানো যেতে পারে, যখন আচরণ তার বিরোধিতা করে।

তাদের একটি নথি দেখানো যেতে পারে, যখন সময়রেখা উপেক্ষা করা হয়।

তাদের কর্তৃত্ব দেখানো যেতে পারে, যখন প্রমাণ-উপাদান অনুপস্থিত।

তাদের আত্মবিশ্বাস দেখানো যেতে পারে, যখন সমর্থন অনুপস্থিত।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে নির্বাচিত উপস্থাপনার বাইরে দেখতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে যা দেখানো হয় তার সঙ্গে যা অনুপস্থিত, লুকানো, বিরোধিতা, এড়ানো বা সুরক্ষিত—সেগুলো তুলনা করতে সাহায্য করে।

প্রমাণ-উপাদানের উপস্থাপনা, ভয় এবং আনুগত্য

প্রমাণ-উপাদান কীভাবে উপস্থাপিত হয় তাও প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে প্রশ্ন করতে হবে।

প্রমাণ-উপাদান উপস্থাপনকারী প্রক্রিয়া যত শক্তিশালী, প্রমাণ-উপাদান নিজেকেই প্রশ্ন করা তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানুষকে ভয় দেখানো হতে পারে এবং সেই ভয়ের পরিবেশকেই প্রমাণ-উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে পরিচালিত করা হতে পারে।

ভয় জরুরিতা সৃষ্টি করতে পারে।

ভয় আনুগত্য সৃষ্টি করতে পারে।

ভয় প্রশ্নকরণ থামাতে পারে।

ভয় মানুষকে দুর্বল, অসম্পূর্ণ, নির্বাচিত বা অসমর্থিত প্রমাণ-উপাদান সঠিকভাবে পরীক্ষা করার আগেই গ্রহণ করাতে পারে।

ভয় মানুষকে উপাধি, ব্যবস্থা, বেতনভুক্ত ভূমিকা, সরকারি বিবৃতি, পুনরাবৃত্ত সতর্কতা এবং জনচাপ অনুসরণ করাতে পারে, অথচ যে দাবি করা হচ্ছে প্রমাণ-উপাদান সেটিকে সমর্থন করে কি না তা তারা জিজ্ঞাসা করে না।

কিন্তু ভয় প্রমাণ-উপাদান নয়।

জরুরিতা প্রমাণ-উপাদান নয়।

সরকারি চাপ প্রমাণ-উপাদান নয়।

পুনরাবৃত্ত সতর্কতা প্রমাণ-উপাদান নয়।

অর্থপ্রাপ্ত অনুপালন প্রমাণ-উপাদান নয়।

ব্যাপক পুনরাবৃত্তি প্রমাণ-উপাদান নয়।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে জিজ্ঞাসা করতে হবে—মানুষকে কি প্রমাণ-উপাদান দেখানো হচ্ছে, নাকি প্রমাণ-উপাদান ছাড়াই গ্রহণ করানোর জন্য তৈরি ভয় দেখানো হচ্ছে?

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন প্রমাণ-উপাদান দেখানো হচ্ছে?

এটি কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে?

কোন ভয় এর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে?

কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি করা হচ্ছে?

কোন প্রমাণ-উপাদান অনুপস্থিত?

কোন প্রমাণ-উপাদান বিরোধিত?

কোন প্রমাণ-উপাদানকে প্রশংসার থেকে সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে?

মানুষকে কি বুঝতে সাহায্য করা হচ্ছে?

নাকি মানুষকে অনুপালন করতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে?

এটি আবেগগত প্রভাব, বয়ান বনাম বাস্তবতা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু এটি এখানেও প্রযোজ্য, কারণ প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে প্রশংসা করতে হবে—ভয় কি প্রমাণ-উপাদানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে?

পাল্টা-বয়ান এবং প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে পাল্টা-বয়ানও প্রশংসা করতে হবে।

মানুষ একটি মিথ্যা বয়ান দেখতে, সেটি প্রত্যাখ্যান করতে এবং তারপর প্রথমটির বিরোধিতা করেছে বলে পাল্টা-বয়ানটি গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু বিরোধিতা প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি পাল্টা-বয়ানও তৈরি করা যেতে পারে।

একটি পাল্টা-বয়ানও অর্থায়িত হতে পারে।

একটি পাল্টা-বয়ানকেও প্রসার দেওয়া হতে পারে।

একটি পাল্টা-বয়ানও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

একটি পাল্টা-বয়ানও মানুষকে প্রমাণ-উপাদান ছাড়াই বিশ্বাস করতে পরিচালিত করতে পারে।

মানুষ একটি সৃষ্ট গল্প থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সৃষ্ট গল্পে প্রবেশ করতে পারে।

তাই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে বয়ান এবং পাল্টা-বয়ান—উভয়কেই প্রশ্ন করতে হবে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন প্রমাণ-উপাদান পাল্টা-বয়ানকে সমর্থন করে?

এটি কোথা থেকে এসেছে?

কে এটিকে প্রসার দিয়েছে?

এটি বিশ্বাস করা হলে কে লাভবান হয়?

এটি কি মানুষকে প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করতে সাহায্য করে?

নাকি এটি শুধু মানুষকে একটি বিশ্বাস থেকে আরেকটি বিশ্বাসে স্থানান্তর করে?

এটি কি উৎস ও উৎপত্তিকে প্রশ্ন করে?

এটি কি প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে প্রশ্ন করে?

এটি কি প্রণোদনা ও লাভকে প্রশ্ন করে?

এটি কি সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করে?

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে একটি অসমর্থিত বিশ্বাসের বদলে আরেকটি অসমর্থিত বিশ্বাস গ্রহণ করতে দিতে পারে না।

পথটি একটি বয়ান থেকে আরেকটি বয়ানে যাওয়া নয়।

পথটি হলো অসমর্থিত বিশ্বাস থেকে প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ, দেখা, বোঝা, শেখা এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যাওয়া।

AI, নির্মিত প্রমাণ-উপাদান এবং উৎসের ইতিহাস

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডকে মানুষকে এমন প্রমাণ-উপাদান প্রশ্ন করার জন্যও প্রস্তুত করতে হবে, যা তৈরি, পরিবর্তিত, সংক্ষিপ্ত, নির্বাচিত, নতুনভাবে কাঠামোবদ্ধ বা নির্মিত হতে পারে।

নির্মিত প্রমাণ-উপাদান যত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, উৎস ও উৎপত্তি তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

AI মিথ্যা প্রমাণ-উপাদানকে বাস্তব বলে দেখাতে পারে।

AI মিথ্যা গল্পকে সমর্থিত বলে দেখাতে পারে।

AI মিথ্যা ছবি, কণ্ঠ, নথি, সারসংক্ষেপ এবং ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে দেখাতে পারে।

AI প্রমাণ-উপাদান লুকানো, নতুনভাবে কাঠামোবদ্ধ করা, সংক্ষিপ্ত করা, নির্বাচন করা বা বিকৃত করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাই AI-তৈরি বা AI-উপস্থাপিত তথ্য পরীক্ষা ছাড়া প্রমাণ-উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

এটি সরাসরি উৎস ও উৎপত্তির সঙ্গে আবার যুক্ত হয়।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে:

এই প্রমাণ-উপাদান কোথা থেকে এসেছে?

এটি প্রথম কখন বিদ্যমান ছিল?

কে এটি তৈরি করেছে?

এর কী ইতিহাস আছে?

এটি কি এমন সরঞ্জাম আসার আগে দৃশ্যমান ছিল, যেগুলো এটি তৈরি, পরিবর্তন বা নির্মাণ করতে পারে?

তারপর প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে:

সেই ইতিহাস কি পরীক্ষা করা যায়?

সময়রেখা কি সেটিকে সমর্থন করে?

মূল উৎস কি যাচাই করা যায়?

প্রমাণ-উপাদানকে কি তৈরি, পরিবর্তিত, সংক্ষিপ্ত বা নতুনভাবে কাঠামোবদ্ধ উপাদান থেকে আলাদা করা যায়?

AI দ্বারা কারসাজি সম্ভব হওয়ার আগের স্পষ্ট ইতিহাসসহ প্রমাণ-উপাদান আর এমন প্রমাণ-উপাদান, যা শুধু তৈরি, পরিবর্তন বা নির্মাণের সরঞ্জাম আসার পরে দেখা যায়—এক নয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই প্রমাণ-উপাদান কী তৈরি করেছে?

এটি কি তৈরি করা হয়েছে?

এটি কি পরিবর্তিত হয়েছে?

এটি কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল?

এটি কি নির্বাচিত করা হয়েছিল?

এটিকে কি প্রেক্ষাপট থেকে সরানো হয়েছিল?

মূলটি কি পরীক্ষা করা যায়?

উৎসটি কি যাচাই করা যায়?

সময়রেখা কি যাচাই করা যায়?

আচরণ কি এটিকে সমর্থন করে?

বৃহত্তর প্রমাণ-উপাদানের নথি কি এটিকে সমর্থন করে?

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে প্রশ্ন করতে সাহায্য করবে—তারা কি প্রমাণ-উপাদান দেখছে, নাকি প্রমাণ-উপাদানের মতো দেখায় এমন নির্মিত উপস্থাপনা দেখছে?

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড এবং মানব অগ্রগতি

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড শুধু পৃথক দাবি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার বিষয় নয়।

এটি মানব অগ্রগতির অনুপস্থিত পথের অংশ।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড শুধু প্রমাণ-উপাদানকে প্রশ্ন করার বিষয় নয়।

এটি মানবতাকে উপস্থাপনাকে সত্য বলে ভুল করা থেকে রক্ষা করার বিষয়।

উপস্থাপনাকে সত্য, ভয়কে প্রমাণ-উপাদান, কর্তৃত্বকে সত্য, পুনরাবৃত্ত গল্পকে প্রমাণ-উপাদান বলে ভুল করা এবং অসমর্থিত তথ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরাধিকার হওয়া চলতে থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

এই পথকে পুনরাবৃত্ত হতে থামাতেই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড রয়েছে।

এটি বোঝাপড়ার দিকে যাওয়ার পথকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে গ্রহণ করার আগে ধীর হতে শেখায়।

এটি মানুষকে যা দেখানো হয় তা পরীক্ষা করতে শেখায়।

এটি মানুষকে কী অনুপস্থিত তা লক্ষ্য করতে শেখায়।
এটি মানুষকে কথার সঙ্গে আচরণ তুলনা করতে শেখায়।
এটি মানুষকে সময়ের মধ্য দিয়ে প্রমাণ-উপাদান অনুসরণ করতে শেখায়।
এটি মানুষকে চ্যালেঞ্জের পরের প্রতিক্রিয়া প্রশ্ন করতে শেখায়।
এটি মানুষকে ভয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রশ্ন করতে শেখায়।
এটি মানুষকে পাল্টা-বয়ান প্রশ্ন করতে শেখায়।
এটি মানুষকে নির্মিত বা পরিবর্তিত প্রমাণ-উপাদান প্রশ্ন করতে শেখায়।
এটি মানুষকে সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শেখায়।
এইভাবেই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড উৎস ও উৎপত্তি থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে।
উৎস ও উৎপত্তি মানুষকে তথ্য, ব্যবস্থা, গল্প, উপাধি, আচরণ এবং পুনরাবৃত্ত ধরণ কোথা থেকে এসেছে তা প্রশ্ন করতে সাহায্য করে।
তারপর প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানুষকে পরীক্ষা করতে সাহায্য করে—যা দাবি, দেখানো, পুনরাবৃত্ত, সুরক্ষিত, চ্যালেঞ্জ, লুকানো বা বিরোধিতা হচ্ছে, প্রমাণ-উপাদান কি সেটিকে সমর্থন করে?
এইভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ অসমর্থিত তথ্যের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যায়।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উদ্দেশ্য শুধু প্রমাণ-উপাদানকে প্রশ্ন করা নয়।

উদ্দেশ্য বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই যে প্রমাণ-উপাদান দেখায় সেখান থেকে শেখার মানবতার সক্ষমতা উন্নত করা।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড ছাড়া মানুষ অসমর্থিত তথ্য উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়ে সেটিকে সত্য হিসেবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড থাকলে মানুষ দেখতে শুরু করতে পারে কী সমর্থিত, কী অনুপস্থিত, কী বিরোধিত, কী সুরক্ষিত, কী নির্মিত, কী ভয়ভিত্তিক এবং কী আরও প্রশ্ন করা দরকার।

এই কারণেই প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড মানব অগ্রগতির অনুপস্থিত পথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

অংশ ৩ - প্রণোদনা ও লাভ

প্রণোদনা ও লাভ আসলে কী

অংশ ১ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শুধু বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদে পরিণত হওয়ার বদলে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে হবে।

অংশ ২ প্রতিষ্ঠা করেছে যে যা দাবি, পুনরাবৃত্তি, সুরক্ষিত, উপস্থাপিত বা প্রয়োগ করা হচ্ছে, প্রমাণ-উপাদান সেটিকে সমর্থন করে কি না—মানুষকে তা পরীক্ষা করতে হবে।

অংশ ৩ এখন প্রণোদনা ও লাভে প্রবেশ করে।

প্রণোদনা ও লাভ রয়েছে কারণ মানুষ মানব আচরণ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না যতক্ষণ না তারা বোঝে কোন আচরণ পুরস্কৃত হচ্ছে, সুরক্ষিত হচ্ছে, যার ওপর নির্ভর করা হচ্ছে বা হারানোর ভয় করা হচ্ছে।

মানুষকে প্রায়ই কাজের দিকে তাকাতে শেখানো হয়।

কিন্তু সেই কাজকে কী চালিত করেছে তা প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না।

মানুষকে প্রায়ই ফলাফলের দিকে তাকাতে শেখানো হয়।

কিন্তু সেই ফলাফল তৈরি করা প্রণোদনা প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না।

মানুষকে ব্যবস্থা বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

কিন্তু সেই ব্যবস্থা চলতে থাকলে তারা কী লাভ করে তা প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না।

মানুষকে প্রায়ই ব্যক্তিদের বিচার করতে শেখানো হয়।

কিন্তু ব্যক্তিকে গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলো প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না।

প্রণোদনা ও লাভ মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে শেখায়:

কে লাভ করে?

কে উপকৃত হয়?

কে এর ওপর নির্ভর করে?

কে এটিকে সুরক্ষিত রাখে?

কে এটি হারানোর ভয় করে?

কে এর জন্য পুরস্কৃত হয়?

কে এর জন্য অর্থ পায়?

কে এটিকে চলতে রাখতে অবদান রাখছে?

মানুষ শুধু বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে বাস করে না।

প্রণোদনা-গঠিত আচরণের মাধ্যমে তারা সেটিকে পুনর্নির্মাণেও সাহায্য করে।

মানবতা একই বিশ্ব পুনরাবৃত্তি করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি এটি।

মানুষ বারবার একই বিশ্ব তৈরি করে কারণ তারা মন্দ—এমন নয়।

তারা বারবার একই বিশ্ব তৈরি করে কারণ প্রণোদনা তাদের সেটি পুনর্নির্মাণের জন্য বারবার পুরস্কৃত করে।

মানবতা প্রায়ই পুরোপুরি না বুঝেই একই বিশ্ব পুনর্নির্মাণ করে—তারা কীতে অবদান রাখছে।

পুনরাবৃত্তি বিশ্ব-সমস্যা চলতে থাকার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি এটি।

অর্থ, নির্ভরতা এবং বিশ্ব-পরিবেশ

অর্থ মানব আচরণ গঠনকারী সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি।

অর্থ নির্ভরতা সৃষ্টি করতে পারে।

নির্ভরতা অনুপালন সৃষ্টি করতে পারে।

অনুপালন নীরবতা সৃষ্টি করতে পারে।

নীরবতা ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ সেগুলোর ওপর নির্ভর করে বলে ব্যবস্থা চলতে পারে।

মানুষকে প্রায়ই অর্থকে শুধু পারিশ্রমিক হিসেবে ভাবতে শেখানো হয়।

কিন্তু অর্থ আচরণও গঠন করে।

অর্থ মানুষ কী বলে তা প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী বলে না তা প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী পুনরাবৃত্তি করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী সুরক্ষিত রাখে তা প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী প্রশ্ন করা এড়িয়ে যায় তা প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী প্রয়োগ করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী চলতে দেয় তা প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী স্বাভাবিক করে তোলে তা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কাকে অর্থ দেওয়া হচ্ছে?

তাদের অর্থ কে দেয়?

তাদের কী করার জন্য অর্থ দেওয়া হয়?

তাদের কী প্রশ্ন না করার জন্য অর্থ দেওয়া হয়?

তাদের কী পুনরাবৃত্তি করার জন্য অর্থ দেওয়া হয়?

তাদের কী প্রয়োগ করার জন্য অর্থ দেওয়া হয়?
তাদের কী সুরক্ষিত রাখার জন্য অর্থ দেওয়া হয়?
তারা চ্যালেঞ্জ করলে কী ঘটে?
তারা উন্মোচন করলে কী ঘটে?
অর্থকে প্রতিটি চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না।
নির্ভরতাই যথেষ্ট হতে পারে।
মানুষ কখনও পুরোপুরি না বুঝেই প্রণোদনার উৎপাদে পরিণত হতে পারে।

মানব পুরস্কার, অন্তর্ভুক্তি এবং মানিয়ে চলা

মানুষ শুধু অর্থ দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
মানুষ আরও প্রভাবিত হতে পারে:
গ্রহণযোগ্যতা।
জনপ্রিয়তা।
স্বীকৃতি।
মনোযোগ।
মর্যাদা।
অনুমোদন।
অন্তর্ভুক্তি।
আরাম।
নিরাপত্তা।
সমালোচনা এড়ানো।

প্রত্যাখ্যান এড়ানো।

বর্জন এড়ানো।

মানুষ প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে না:

“এটি কি সত্য?”

তার বদলে তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে:

“অন্য মানুষ কী করছে?”

“মানুষ কি আমাকে অনুমোদন করবে?”

“আমি দ্বিমত করলে কি তবুও অন্তর্ভুক্ত থাকব?”

একা দাঁড়ানোর ভয় বোঝার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অনুমোদন পাওয়া, বর্জন এড়ানো, অন্তর্ভুক্তি বজায় রাখা এবং যে পরিবেশের ওপর তারা নির্ভরশীল বলে মনে করে সেখানে মানিয়ে চলার জন্য নিজেদের আচরণ বদলাতে পারে।

মানুষ ধীরে ধীরে অন্তর্ভুক্তিকে বোঝাপড়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে দিতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি সত্য অনুসরণ করছি?

নাকি আমি মানুষ অনুসরণ করছি?

আমি কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করছি?

নাকি আমি মানিয়ে চলার চেষ্টা করছি?

মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বন্ধ করলে কে লাভবান হয়?

কোন আচরণগুলো নকল করা হচ্ছে?

কোন আচরণগুলো স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে?

মানুষ মানুষকে নকল করে

মানুষ প্রায়ই অন্য মানুষের কাছ থেকে আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

মানুষ নকল করে:

ভাষা।

মতামত।

প্রবণতা।

জীবনধারা।

চেহারা।

মনোভাব।

অভ্যাস।

সামাজিক আচরণ।

অনলাইন আচরণ।

তারা স্বাধীনভাবে সেগুলো বোঝে বলে অপরিহার্য নয়, বরং সেগুলো স্বাভাবিক, জনপ্রিয়, সফল বা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

পর্যাপ্ত মানুষ কোনো আচরণ করছে বলে পুনরাবৃত্ত আচরণ স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

মানিয়ে চলা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

স্বাভাবিকীকরণ পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হতে পারে।

পুনরাবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আচরণে পরিণত হতে পারে।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আচরণ গ্রহণযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত হতে পারে।

আচরণ যত দীর্ঘ সময় পুনরাবৃত্ত হয়, তার পেছনের প্রক্রিয়া তত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

মানুষ প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে, কারণ পুনরাবৃত্তি নিজেই সত্যের চেহারা তৈরি করতে পারে।

পৃষ্ঠতলকেন্দ্রিক পরিবেশ

আধুনিক পরিবেশ মানুষকে বোঝাপড়ার চেয়ে চেহারাকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করতে পারে।

মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে:

তারা দেখতে কেমন।

অনলাইনে তারা কেমন দেখায়।

তারা কতটা সফল বলে দেখায়।

তারা কতটা সুখী বলে দেখায়।

তারা কতটা জনপ্রিয় বলে দেখায়।

অন্যরা তাদের সম্পর্কে কী ভাবে।

মানুষ বাস্তবতা লুকিয়ে নিজেদের আদর্শায়িত সংস্করণ উপস্থাপন করতে পারে।

নকল হাসি প্রকৃত সুস্থতার জায়গা নিতে পারে।

প্রদর্শিত সাফল্য সত্যের জায়গা নিতে পারে।

অনলাইন পরিচয় সত্যিকারের পরিচয়ের জায়গা নিতে পারে।

ছবি বোঝাপড়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ বিচ্ছিন্ন অনুভব করেও সংযুক্ত বলে দেখাতে পারে।

মানুষ অসুখী থেকেও সুখী বলে দেখাতে পারে।

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রাম করেও সফল বলে দেখাতে পারে।

যখন চেহারা সত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন
পৃষ্ঠতলকেন্দ্রিক পরিবেশ বিকশিত হতে পারে।

জনপ্রিয়তা, মর্যাদা এবং তুলনা

মানুষ নিজেকে অন্যদের সঙ্গে মাপতে পারে।

আরও অর্থ।

আরও সম্পদ।

আরও অনুসারী।

আরও মর্যাদা।

আরও মনোযোগ।

আরও স্বীকৃতি।

এটি বোঝাপড়া ছাড়াই তুলনার অন্তহীন চক্র সৃষ্টি করতে পারে।

জনপ্রিয়তা প্রমাণ-উপাদান নয়।

মনোযোগ প্রমাণ-উপাদান নয়।

অনুসারী প্রমাণ-উপাদান নয়।

মর্যাদা প্রমাণ-উপাদান নয়।

ব্যাপকভাবে দেখা হওয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কিছুকে সত্য করে না।

মানুষ দৃশ্যমানতাকে সত্য, জনপ্রিয়তাকে সঠিকতা এবং প্রভাবকে
বিশ্বাসযোগ্যতা বলে ভুল করতে পারে।

ভয়, নীরবতা এবং অন্তর্ভুক্তি

মানুষ প্রশ্ন করা এড়িয়ে যেতে পারে, কারণ প্রশ্নকরণ অন্তর্ভুক্তিকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

মানুষ ভয় পেতে পারে:

সমালোচনা।

উপহাস।

প্রত্যাখ্যান।

বর্জন।

লজ্জা।

একাকিত্ব।

সুযোগ হারানো।

একা দাঁড়ানো।

ভয় নীরবতাকে উৎসাহিত করতে পারে।

নিরবতা পুনরাবৃত্তিকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

স্বাভাবিক করা আচরণ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উত্তরাধিকার হিসেবে পেতে পারে।

মানুষ পুরোপুরি না বুঝেই তারা কীতে অবদান রাখছে—এই চক্র চলতে পারে।

মানুষকে আরও বুঝতে হবে যে প্রণোদনা সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ জানতে পারে যে কোনো কিছু প্রশ্ন করা উচিত, তবু চলতে পারে কারণ প্রণোদনা সেই আচরণকে সুরক্ষিত রাখছে।

শিক্ষা, শিক্ষক এবং বিশ্বের পুনরাবৃত্তি

শিক্ষা প্রণোদনা ও লাভের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণগুলোর একটি।

শিক্ষকেরা প্রায়ই সেই একই শিক্ষাব্যবস্থার উৎপাদ, যার মধ্যে তাদের শেখানো হয়েছে।

তারা এর মধ্যে শিক্ষিত হয়েছে।

তারা এর মধ্যে প্রশিক্ষিত হয়েছে।

তারা এর মধ্যে বেতন পায়।

তাদের এর মধ্যে মূল্যায়ন করা হয়।

তাদের এর মধ্যে ভূমিকা দেওয়া হয়।

তাদের এর মধ্যে শেখানোর প্রত্যাশা করা হয়।

তাদের এর মধ্যে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যাশা করা হয়।

তাদের এর মধ্যে তথ্য মূল্যায়নের প্রত্যাশা করা হয়।

কিন্তু শিশুদের বিশ্ব-পরিবেশকেই প্রশ্ন করার কাঠামোবদ্ধ
প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথ শেখাতে তাদের শেখানো হয় না।

এটি শিক্ষকদের আক্রমণ করার বিষয় নয়।

এটি ব্যবস্থা বোঝার বিষয়।

শিক্ষকেরা একই প্রণোদনা-চালিত পরিবেশের মধ্যে কাজ করছেন বলে
একই বিশ্ব পুনরাবৃত্তিতে অবদান রাখতে পারেন।

শিক্ষা কোনোদিন এমন উদ্দেশ্য না রেখেও বারবার একই বিশ্ব পুনর্নির্মাণ
করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিক্ষা কী পুরস্কৃত করছে?

শিক্ষা কী পুনরাবৃত্তি করছে?

শিক্ষা কী সুরক্ষিত রাখছে?

শিক্ষা কী এড়িয়ে যাচ্ছে?

শিক্ষা কী শেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে?

শিক্ষা বদলালে কী ঘটে?

শিশুরা বিশ্ব-পরিবেশকেই প্রশ্ন করতে শিখলে কী ঘটে?

কেন প্রণোদনা ও লাভ গুরুত্বপূর্ণ

প্রণোদনা ও লাভ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষ কেন একই বিশ্ব পুনরাবৃত্তি করে তা তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না যতক্ষণ না তারা বোঝে সেই পুনরাবৃত্তিকে কী পুরস্কৃত করছে।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে:

কে লাভবান হয়?

কে নির্ভরশীল?

কে সুরক্ষিত রাখে?

কে হারায়?

এই প্রণোদনা কোন আচরণ সৃষ্টি করে?

এই আচরণ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে?

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের নিচে কাজ করা প্রক্রিয়াগুলো দেখতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।

মানুষ তারা কীতে অবদান রাখছে তা না বুঝে আগের মানুষ যা করেছে তা করতেই থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

এইভাবেই মানুষ প্রগোদনা-চালিত ব্যবস্থার উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যায়।

প্রগোদনা ও লাভ

সময়ের সঙ্গে প্রগোদনা

এই অংশের প্রথম ভাগ ব্যাখ্যা করেছে যে মানুষ শুধু বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে বাস করে না।

প্রগোদনা-গঠিত আচরণের মাধ্যমে তারা সেটিকে পুনর্নির্মাণেও সাহায্য করে।

এই অংশ এখন সময়ের সঙ্গে প্রগোদনা কীভাবে চলতে থাকে সেদিকে এগোয়।

মানুষ সবসময় সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রগোদনা প্রকাশ করে না।

সময়ের সঙ্গে আচরণ প্রায়ই সেগুলো উন্মোচন করে।

একজন ব্যক্তি এক কথা বলতে পারেন, কিন্তু বারবার অন্যভাবে আচরণ করতে পারেন।

একটি ব্যবস্থা বলতে পারে এটি একটি উদ্দেশ্যে আছে, কিন্তু বারবার অন্য কিছুকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

একটি সংগঠন নিরপেক্ষতা দাবি করতে পারে, কিন্তু বারবার একই ফলাফল তৈরি করতে পারে।

একটি ভূমিকা কর্তব্য দাবি করতে পারে, অথচ বারবার অনুপালন তৈরি করতে পারে।

একটি বেতনভুক্ত পদ সত্য দাবি করতে পারে, অথচ বারবার সেই ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে পারে যার ওপর সেটি নির্ভর করে।

সময়ের সঙ্গে প্রণোদনা মানুষকে এমন ধরণ দেখতে সাহায্য করে, যা একক মুহূর্ত লুকিয়ে রাখতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

সময়ের সঙ্গে কোন আচরণ পুনরাবৃত্ত হয়েছে?

কোন ফলাফল পুনরাবৃত্ত হয়েছে?

কোন প্রণোদনা সুরক্ষিত থেকেছে?

কোন প্রণোদনা লুকানো থেকেছে?

কে বারবার লাভবান হয়?

কে বারবার ক্ষতি এড়ায়?

কে বারবার অর্থ লাভ করে?

কে বারবার মর্যাদা লাভ করে?

কে বারবার পদ ধরে রাখে?

কে বারবার জবাবদিহি এড়ায়?

কে একই পরিবেশ চলতে রাখতে বারবার অবদান রাখে?

সময়ের সঙ্গে ধরণ এমন প্রণোদনা উন্মোচন করতে পারে, যা শুধু বিবৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এটি সরাসরি প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে আচরণ দাবিটিকে সমর্থন করে কিনা।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে কোন প্রণোদনা সেই আচরণকে গঠন করেছে।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভূমিকা এবং পুনরাবৃত্ত অবদান

ভূমিকার মাধ্যমে প্রণোদনা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেতে পারে।

অন্য কেউ চলে যাওয়া, অবসর নেওয়া, মারা যাওয়া বা প্রতিস্থাপিত হওয়ার পরে একজন ব্যক্তি একটি ভূমিকায় প্রবেশ করতে পারে।

ব্যক্তিটি ভাবতে পারে সে শুধু একটি চাকরি নিচ্ছে।

কিন্তু ভূমিকাটি আগে থেকেই একটি ধরণ বহন করতে পারে।

এটি পুনরাবৃত্ত আচরণ বহন করতে পারে।

এটি পুনরাবৃত্ত নীরবতা বহন করতে পারে।

এটি পুনরাবৃত্ত সুরক্ষা বহন করতে পারে।

এটি পুনরাবৃত্ত প্রয়োগ বহন করতে পারে।

এটি পুনরাবৃত্ত আনুগত্য বহন করতে পারে।

এটি পুনরাবৃত্ত শিক্ষা বহন করতে পারে।

এটি পুনরাবৃত্ত অনুপালন বহন করতে পারে।

ভূমিকায় প্রবেশকারী ব্যক্তি তখন আগের মানুষ যা চালিয়ে গেছে সেটিই চালিয়ে যেতে পারে।

এইভাবেই বিশ্ব-পরিবেশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম পুনরাবৃত্ত হতে পারে।

মূল প্রক্রিয়াটি তৈরি না করেও মানুষ এতে অবদান রাখতে পারে।

তারা একটি ভূমিকা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়ে প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই ব্যক্তি ভূমিকায় আসার আগে এই ভূমিকা কোন আচরণ তৈরি করেছিল?

এই ভূমিকা এখন কোন আচরণ দাবি করে?

এই ব্যক্তি চলে যাওয়ার পরে এই ভূমিকা কোন আচরণ চালিয়ে যাবে?

ভূমিকাটি কী সুরক্ষিত রাখে?

ভূমিকাটি কী পুনরাবৃত্তি করে?

ভূমিকাটি কী নিরুৎসাহিত করে?

ভূমিকাটি মানুষকে কী প্রশ্ন করা থেকে বাধা দেয়?

ভূমিকাটি কীকে স্বাভাবিক করে তোলে?

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষ শুধু আগের মানুষ যা করেছে তাই করেছে বলে বিশ্বাস করেও পুনরাবৃত্ত ক্ষতি, পুনরাবৃত্ত নীরবতা, পুনরাবৃত্ত অনুপালন এবং পুনরাবৃত্ত ব্যবস্থা-সুরক্ষায় অবদান রাখতে পারে।

নীরবতা, সুরক্ষা এবং প্রণোদনা

নীরবতা প্রণোদনার সবচেয়ে শক্তিশালী সূচকগুলোর একটি হতে পারে।

মানুষ প্রায়ই ভাবে নীরবতা মানে কিছুই নয়।

কিন্তু নীরবতা আচরণে পরিণত হতে পারে।

নীরবতা ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা অর্থ সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা কর্তৃত্ব সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা নির্ভরতা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা সুনাম সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা পদ সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা বয়ান সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা অন্যায় সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কে নীরব থাকে?

নীরবতা কী সুরক্ষিত রাখছে?

নীরবতা থেকে কে লাভবান হয়?

নীরবতা শেষ হলে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

কেউ কথা বললে কী ঘটে?

তারা কী ফলাফলের মুখোমুখি হতে পারে?

কোন প্রণোদনা মানুষকে নীরব থাকতে উৎসাহিত করে?

নীরবতা কী চলতে দিয়েছে?

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা তাদের নির্ভরতাকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা তাদের আয়কে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা তাদের সুনামকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা ব্যবস্থার ভেতরে তাদের অবস্থানকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভূমিকাকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ স্বাভাবিকীকরণ তাদের প্রশ্ন না করতে শিখিয়েছে।

তাই নীরবতা এমন আচরণে পরিণত হয়, যাকে প্রশ্ন করতে হবে।

হারানোর ভয়

মানুষ শুধু যা লাভ করে তার কারণে কাজ করে না।

মানুষ যা হারানোর ভয় করে তার কারণেও কাজ করে।

হারানোর ভয় নিজে লাভের মতোই শক্তিশালীভাবে আচরণ গঠন করতে পারে।

মানুষ হারানোর ভয় করতে পারে:

অর্থ।

চাকরি।

মর্যাদা।

পদ।

অন্তর্ভুক্তি।

অনুমোদন।

সুরক্ষা।

কর্তৃত্ব।

প্রভাব।

নিরাপত্তা।

সুনাম।

ভবিষ্যৎ।

হারানোর ভয় প্রশ্ন শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্নকরণ থামিয়ে দিতে পারে।

হারানোর ভয় নীরবতা সৃষ্টি করতে পারে।

হারানোর ভয় অনুসরণ সৃষ্টি করতে পারে।

হারানোর ভয় আনুগত্য সৃষ্টি করতে পারে।

হারানোর ভয় মানুষকে এমন বিষয়ে অংশগ্রহণ করাতে পারে, যার সঙ্গে তারা পুরোপুরি একমত নাও হতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই ব্যক্তি কী হারানোর ভয় করছে?

এই ভূমিকা কী হারানোর ভয় করছে?

এই ব্যবস্থা কী হারানোর ভয় করছে?

মানুষ বিশ্বাস করা বন্ধ করলে কী বদলায়?

মানুষ অনুপালন করা বন্ধ করলে কী বদলায়?

মানুষ প্রশ্ন করা শুরু করলে কী বদলায়?

মানুষ তাদের আগের মানুষের কাজ করা বন্ধ করলে কী বদলায়?

কোনো বল প্রয়োগের প্রয়োজন হওয়ার অনেক আগেই হারানোর ভয় অনুপালন সৃষ্টি করতে পারে।

মানুষকে আরও বুঝতে হবে যে সত্য সবসময় প্রণোদনাকে অতিক্রম করার মতো শক্তিশালী নয়।

মানুষ জানতে পারে যে কোনো কিছু প্রশ্ন করা উচিত, তবু চলতে পারে কারণ হারানোর ভয় সেই আচরণকে সুরক্ষিত রাখছে।

সমষ্টিগত অবদান এবং পুনরাবৃত্ত বিশ্ব

বিশ্ব-পরিবেশ সাধারণত একজন ব্যক্তি বজায় রাখে না।

লক্ষ লক্ষ মানুষ একই প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট অংশ যোগ করে সেটিকে বজায় রাখে।

একজন শেখায়।

একজন প্রয়োগ করে।

একজন পুনরাবৃত্তি করে।

একজন অনুমোদন করে।

একজন লেখে।

একজন নীরব থাকে।

একজন অনুসরণ করে।

একজন সুরক্ষিত রাখে।

আলাদাভাবে এসব আচরণ নিরীহ মনে হতে পারে।

সমষ্টিগতভাবে এগুলো একটি সম্পূর্ণ বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

মানুষ হয়তো শুধু দেখে:

নিজের ভূমিকা।

নিজের কাজ।

নিজের মজুরি।

নিজের নির্দেশনা।

নিজের দায়িত্ব।

নিজের টিকে থাকা।

কিন্তু বিশ্ব-পরিবেশ গঠিত হয় বহু মানুষের একই প্রক্রিয়ার ছোট ছোট অংশ পুনরাবৃত্তির সম্মিলিত অবদান থেকে।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কীতে অবদান রাখছি?

কোন পুনরাবৃত্তি ধরণ আমি চলতে সাহায্য করছি?

আমার আচরণ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে?

লক্ষ লক্ষ মানুষ একই কাজ করতে থাকলে কী ঘটবে?

এটি প্রণোদনা ও লাভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি।

শিক্ষা, শিক্ষক এবং প্রণোদনা

প্রণোদনা ও লাভের মাধ্যমে শিক্ষাকে প্রশ্ন করতে হবে, কারণ শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মকে গঠন করে।

শিক্ষকেরা একই প্রণোদনা-চালিত ব্যবস্থার উৎপাদ।

তারা এর মধ্যে শিক্ষিত হয়েছে।

তারা এর মধ্যে প্রশিক্ষিত হয়েছে।

তারা এর মধ্যে বেতন পায়।

তাদের এর মধ্যে মূল্যায়ন করা হয়।

তাদের এর মধ্যে ভূমিকা দেওয়া হয়।

তাদের এর মধ্যে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যাশা করা হয়।

তাদের এর মধ্যে তথ্য মূল্যায়নের প্রত্যাশা করা হয়।

তাদের এর মধ্যে শিশুদের কাজ করতে সাহায্য করার প্রত্যাশা করা হয়।

কিন্তু বাস্তব বিশ্ব-পরিবেশকে প্রশ্ন করতে শিশুদের শেখানোর কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথ তাদের দেওয়া হয় না।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিক্ষকেরা শিশুদের জন্য তথ্যের উৎস হয়ে ওঠেন।

তারা সেই প্রণোদনা-কাঠামোর অংশও হয়ে ওঠেন, যা শিশুদের কী শেখানো হয়, তারা কী পুনরাবৃত্তি করে, কী জন্য পুরস্কৃত হয় এবং কী প্রশ্ন করা থেকে নিরুৎসাহিত হয়—এসবকে গঠন করে।

এটি শিক্ষকদের আক্রমণ করার বিষয় নয়।

এটি তারা যে প্রণোদনা-চালিত ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করেন সেটিকে বোঝার বিষয়।

তাই কোনোদিন এমন উদ্দেশ্য না রেখেও শিক্ষা বারবার একই বিশ্ব পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিক্ষা কী পুরস্কৃত করছে?

শিক্ষা কী পুনরাবৃত্তি করছে?

শিক্ষা কী সুরক্ষিত রাখছে?

শিক্ষা কী স্বাভাবিক করছে?

শিক্ষা কী নিরুৎসাহিত করছে?

শিক্ষা কী প্রশ্ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে?

শিক্ষকদের কী পৌঁছে দেওয়ার জন্য অর্থ দেওয়া হয়?

শিক্ষকদের কী মূল্যায়ন করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?

শিশুদের কোন ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে?

শিক্ষকেরা ব্যবস্থা নিজেকেই প্রশ্ন করলে কী ঘটে?

শিশুদের বিশ্ব-পরিবেশকেই প্রশ্ন করতে শেখানো হলে কী ঘটে?

শিক্ষার ভেতরের প্রণোদনাগুলো প্রশ্ন করা না হলে শিক্ষা সঠিকভাবে উন্নত হতে পারে না।

শিক্ষকদের যদি একই ব্যবস্থা পুনরাবৃত্তি করা ভূমিকার জন্য অর্থ দেওয়া, প্রশিক্ষিত, মূল্যায়িত এবং স্থাপিত করা হয়, তাহলে শিক্ষা এমন মানুষ তৈরি করতেই পারে যারা বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার বদলে তার মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত।

ব্যবস্থা, প্রণোদনা এবং পুনরাবৃত্তি ফলাফল

ব্যবস্থা দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে, কারণ প্রণোদনা তার মধ্যে গাঁথা থাকে।

মানুষ স্বাধীন বলে বিশ্বাস করে ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু ব্যবস্থা নির্ভরতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আচরণ গঠন করতে পারে।

প্রণোদনা যত দীর্ঘ সময় অপ্রশ্লিত থাকে, তত স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে।

ব্যবস্থা নীরবতাকে পুরস্কৃত করতে পারে।

ব্যবস্থা অনুপালনকে পুরস্কৃত করতে পারে।

ব্যবস্থা বিশ্বস্ততাকে পুরস্কৃত করতে পারে।

ব্যবস্থা পুনরাবৃত্তিকে পুরস্কৃত করতে পারে।

ব্যবস্থা প্রয়োগকে পুরস্কৃত করতে পারে।

ব্যবস্থা নিজেকেই সুরক্ষিত রাখাকে পুরস্কৃত করতে পারে।

ব্যবস্থা প্রশ্নকরণকে শাস্তি দিতে পারে।

ব্যবস্থা উন্মোচনকে শাস্তি দিতে পারে।

ব্যবস্থা সত্যকে শাস্তি দিতে পারে।

ব্যবস্থা অস্বীকৃতিকে শাস্তি দিতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

ব্যবস্থাটি কোন আচরণ পুরস্কৃত করে?

ব্যবস্থাটি কোন আচরণ নিরুৎসাহিত করে?

ব্যবস্থাটি কোন আচরণ শাস্তি দেয়?

ব্যবস্থাটি কোন আচরণ সুরক্ষিত রাখে?

ব্যবস্থাটি বারবার কোন ফলাফল তৈরি করে?

কোন পুনরাবৃত্ত সমস্যা বারবার দেখা দেয়?

কোন প্রণোদনা সেই ফলাফল তৈরি করছে?

মানুষ প্রায়ই প্রণোদনা প্রশ্ন না করেই ফলাফল ঠিক করার চেষ্টা করে।

প্রণোদনা অপরিবর্তিত থাকলে আচরণও প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে।

আচরণ অপরিবর্তিত থাকলে ফলাফলও প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে।

তাই মানবতা একই বিশ্ব পুনরাবৃত্ত করতে পারে, অথচ বিশ্বাস করতে পারে
যে তারা সেটিকে উন্নত করার চেষ্টা করছে।

প্রণোদনা এবং মানব অগ্রগতি

প্রণোদনা ও লাভ মানব অগ্রগতির অনুপস্থিত পথের অংশ।

প্রণোদনা অদৃশ্য থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ তারা কীতে অবদান রাখছে তা না বুঝে আগের মানুষের কাজ করতেই থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

অন্তর্ভুক্তি সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

জনপ্রিয়তা বোঝাপড়ার জায়গা নিলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

পৃষ্ঠতলকেন্দ্রিক পরিবেশ সত্যিকারের পরিচয়ের জায়গা নিলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

বর্জনের ভয় প্রশ্রয় থামলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

স্বাভাবিকীকরণ পুনরাবৃত্তিকে গ্রহণযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

ব্যবস্থা বোঝাপড়ার বদলে পুনরাবৃত্তিকে পুরস্কৃত করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

শিক্ষা যদি শিশুদের বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে কিন্তু সেটিকে সঠিকভাবে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না শেখায়, তাহলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ তাদের ক্ষতি করে এমন কিছুকে শুধু তার ওপর নির্ভর করে বলে রক্ষা করতে থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে:

কে উপকৃত হয়?

কে নির্ভর করে?

কে সুরক্ষিত রাখে?

কে হারায়?

কে অর্থ পায়?

কে নীরব থাকে?

কে অনুসরণ করে?

কে স্বাভাবিক করে তোলে?

এই প্রণোদনা কোন আচরণ সৃষ্টি করে?

এই আচরণ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে?

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের নিচে কাজ করা প্রক্রিয়াগুলো দেখতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।

প্রণোদনা দৃশ্যমান হলে আচরণ দৃশ্যমান হয়।

আচরণ দৃশ্যমান হলে অবদান দৃশ্যমান হয়।

অবদান দৃশ্যমান হলে বোঝাপড়া সম্ভব হয়।

বোঝাপড়া সম্ভব হলে মানবতা একই বিশ্ব পুনরাবৃত্ত করা থামাতে শুরু করতে পারে।

অংশ ৪ - চরিত্র ও সামঞ্জস্য

চরিত্র ও সামঞ্জস্য আসলে কী

অংশ ১ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শুধু বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদে পরিণত হওয়ার বদলে বিশ্ব-পরিবেশকে দেখতে শিখতে হবে।

অংশ ২ প্রতিষ্ঠা করেছে যে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না—মানুষকে তা পরীক্ষা করতে হবে।

অংশ ৩ প্রতিষ্ঠা করেছে যে কোন প্রণোদনা আচরণকে পুরস্কৃত, সুরক্ষিত এবং পুনরাবৃত্ত করছে—মানুষকে তা বুঝতে হবে।

অংশ ৪ এখন চরিত্র ও সামঞ্জস্যে প্রবেশ করে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য রয়েছে কারণ মানুষ ব্যক্তি, ব্যবস্থা, সংগঠন, পরিবেশ বা বিশ্বকেই সঠিকভাবে বুঝতে পারে না যতক্ষণ না তারা বোঝে সময়ের সঙ্গে কোন আচরণ বারবার দেখানো হচ্ছে।

মানুষকে প্রায়ই কথার দিকে কান দিতে শেখানো হয়।

কিন্তু আচরণ সঠিকভাবে অধ্যয়ন করতে শেখানো হয় না।

মানুষকে উপাধি বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

কিন্তু সামঞ্জস্য সঠিকভাবে পরীক্ষা করতে শেখানো হয় না।

মানুষকে প্রায়ই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

কিন্তু ধারণা সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না।

মানুষকে প্রায়ই বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত বিচার করতে শেখানো হয়।

কিন্তু পুনরাবৃত্ত আচরণ থেকে শিখতে শেখানো হয় না।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে শেখায়:

কোন আচরণ বারবার দেখানো হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার পুরস্কৃত হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার সুরক্ষিত হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে?

কোন আচরণ সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে?

কোন আচরণ পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলে যায়?

কোন আচরণ বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে?

চরিত্র একটি মুহূর্ত নয়।

চরিত্র হলো সময়ের সঙ্গে বারবার দেখানো আচরণ।

সামঞ্জস্য একটি বিবৃতি নয়।

সামঞ্জস্য হলো সময়ের সঙ্গে কথা, আচরণ এবং ফলাফলের মধ্যে পুনরাবৃত্ত মিল।

চরিত্র মানবতার সবচেয়ে বড় শেখার সরঞ্জামগুলোর একটি, কারণ পুনরাবৃত্ত আচরণ এমন কিছু উন্মোচন করে যা কথা, ভাবমূর্তি, সুনাম এবং উপস্থাপনা প্রায়ই লুকিয়ে রাখে।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুনরাবৃত্ত আচরণ প্রায়ই বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রকাশ করে।

কী দেখানো হচ্ছে

বিশ্ব-পরিবেশ ইতোমধ্যেই মানবতাকে দেখাচ্ছে এটি কীভাবে কাজ করে।

সমস্যা সবসময় এই নয় যে কিছুই দেখানো হচ্ছে না।

সমস্যা হলো মানুষকে যা দেখানো হচ্ছে তা কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং সেখান থেকে শিখতে হয়—তা সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

মানুষ মিথ্যা দেখতে পারে।

মানুষ বৈপরীত্য দেখতে পারে।

মানুষ নীরবতা দেখতে পারে।

মানুষ নির্ভরতা দেখতে পারে।

মানুষ ভয় দেখতে পারে।

মানুষ অর্থকে আচরণ গঠন করতে দেখতে পারে।

মানুষ ব্যবস্থাকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে দেখতে পারে।

মানুষ গণমাধ্যমকে বয়ান পুনরাবৃত্তি করতে দেখতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্বকে প্রমাণ-উপাদান এড়িয়ে যেতে দেখতে পারে।

মানুষ অন্য মানুষকে অনুসরণ করতে দেখতে পারে।

মানুষ পুনরাবৃত্তি ধরণ চলতে দেখতে পারে।

কিন্তু সঠিক প্রশ্নকরণ কাঠামো ছাড়া মানুষ তবুও ভুল বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে পারে।

মানুষ প্রায়ই ভুল বোঝাপড়ায় পৌঁছায়, কারণ যা দেখানো হচ্ছে তা কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং সেখান থেকে শিখতে হয় তা তাদের সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

মানুষ যা দেখানো হচ্ছে তা দেখতে পারে, তবু তার অর্থ বুঝতে পারে না।

তারা আচরণ দেখতে পারে এবং শুধু ব্যক্তির ওপর মনোযোগ দিতে পারে।

তারা বৈপরীত্য দেখতে পারে এবং রাগেই থেমে যেতে পারে।

তারা মিথ্যা দেখতে পারে এবং দোষারোপেই থেমে যেতে পারে।

তারা ব্যবস্থা দেখতে পারে এবং পৃষ্ঠতলের ব্যাখ্যাতেই থেমে যেতে পারে।

তারা পুনরাবৃত্ত সমস্যা দেখতে পারে, কিন্তু সেগুলো তৈরি করা
প্রক্রিয়াগুলো এখনও বুঝতে নাও পারে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য মানুষকে পুনরাবৃত্ত আচরণের মাধ্যমে যা দেখানো হচ্ছে
সেটিকে প্রশ্ন করতে শেখায়।

এটি মানুষকে শুধু জিজ্ঞাসা করতে বলে না:

কী ঘটেছে?

বরং আরও জিজ্ঞাসা করতে বলে:

এটি কী দেখাচ্ছে?

কোন আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে?

কোন ধরণ উন্মোচিত হচ্ছে?

কোন বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে?

এটি বিশ্ব-পরিবেশ সম্পর্কে কী শেখায়?

মানবতা এ থেকে কী শিখতে পারে?

বিশ্বই প্রকৃত বিদ্যালয়, কারণ বিশ্ব-পরিবেশ ক্রমাগত আচরণ, বৈপরীত্য,
পুনরাবৃত্তি, প্রণোদনা, নীরবতা, নির্ভরতা, কর্তৃত্ব, ভয় এবং ফলাফল
দেখাচ্ছে।

মানুষ যা দেখতে পারে না, তা থেকে শিখতে পারে না।

কিন্তু মানুষকে যা কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হয়নি, সেখান
থেকেও তারা শিখতে পারে না।

কথা, আচরণ এবং ধরণ

মানুষ প্রায়ই মানুষ কী বলে তা বিচার করে।

কিন্তু আচরণ কথা যা লুকায় তা প্রকাশ করতে পারে।

কথা মহড়া দিয়ে বলা যেতে পারে।

কথা নির্বাচিত হতে পারে।

কথা পুনরাবৃত্ত হতে পারে।

কথা সুরক্ষিত থাকতে পারে।

কথা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

দীর্ঘ সময় ধরে আচরণ লুকানো প্রায়ই আরও কঠিন।

তথ্য মানুষকে কী ঘটেছে তা বলতে পারে।

আচরণ মানুষকে কেন ঘটেছে তা শেখাতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কথা কি আচরণের সঙ্গে মেলে?

কাজ কি দাবির সঙ্গে মেলে?

ফলাফল কি প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলে?

আচরণ কি সময়ের সঙ্গে একই থাকে?

কে দেখছে তার ওপর আচরণ কি বদলে যায়?

কে লাভবান হচ্ছে তার ওপর আচরণ কি বদলে যায়?

পুনরাবৃত্ত আচরণ এমন বৈপরীত্য উন্মোচন করতে পারে, যা বিচ্ছিন্ন বিবৃতি পারে না।

ধরণ প্রায়ই প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে।
সামঞ্জস্য প্রায়ই সুনামের চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে।
আচরণ প্রায়ই উপাধির চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে।
তাই মানুষকে বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের বদলে ধরণ অধ্যয়ন করতে শিখতে হবে।

আচরণ কখনও বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না

আচরণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না।
মানুষ মানুষকে প্রভাবিত করে।
ব্যবস্থা মানুষকে প্রভাবিত করে।
মানুষ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।
প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের প্রভাবিত করে।
শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়।
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।
তারপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে।
প্রতিটি পুনরাবৃত্ত আচরণের ফলাফল ব্যক্তির বাইরে গিয়ে পড়ে।
একটি পুনরাবৃত্ত আচরণ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।
স্বাভাবিকীকরণ উত্তরাধিকারে পরিণত হতে পারে।
উত্তরাধিকার গ্রহণযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত হতে পারে।
তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:
এই আচরণ কী সৃষ্টি করেছে?
কে এই আচরণ থেকে শিখছে?

কে এই আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে?

এই আচরণ ভবিষ্যতে কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করবে?

চরিত্র ও সামঞ্জস্য মানুষকে ব্যক্তির বাইরে চিন্তা করতে এবং বৃহত্তর পরিবেশ থেকে শিখতে শুরু করতে শেখায়।

সুনামের ওপর চরিত্র

মানুষকে প্রায়ই সুনাম বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

কিন্তু সুনাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চরিত্র নয়।

সুনাম তৈরি করা যায়।

সুনাম সুরক্ষিত রাখা যায়।

সুনাম পুনরাবৃত্ত করা যায়।

সুনাম প্রচার করা যায়।

সুনাম উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া যায়।

চরিত্র আলাদা।

চরিত্র আচরণের মাধ্যমে বারবার দেখানো হয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন আচরণ বারবার দেখানো হচ্ছে?

চাপ এলে কী ঘটে?

কেউ দেখছে না এমন সময় কী ঘটে?

কিছু লাভ করার সুযোগ এলে কী ঘটে?

কিছু হারানোর সম্ভাবনা এলে কী ঘটে?

সত্য যখন প্রণোদনার সঙ্গে সংঘর্ষে আসে তখন কী ঘটে?
প্রণোদনা জড়িত হলে চরিত্র প্রায়ই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
এই কারণেই চরিত্র ও সামঞ্জস্য সরাসরি প্রণোদনা ও লাভের সঙ্গে যুক্ত।

সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য

একটি ঘটনা থেকে সামঞ্জস্য বিচার করা যায় না।
সামঞ্জস্য সময়ের সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে।
মানুষ বলতে পারে তারা সত্যকে মূল্য দেয়।
মানুষ বলতে পারে তারা শেখাকে মূল্য দেয়।
মানুষ বলতে পারে তারা ন্যায্যতাকে মূল্য দেয়।
মানুষ বলতে পারে তারা প্রশংসাকে মূল্য দেয়।
কিন্তু সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে—আচরণ কি বারবার সেই দাবিগুলোকে
সমর্থন করে?
মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:
সময়ের সঙ্গে কোন আচরণ দেখানো হয়েছে?
কোন ধরণগুলো পুনরাবৃত্ত হয়েছে?
কোন বৈপরীত্যগুলো দেখা দিয়েছে?
কোন আচরণগুলো অপরিবর্তিত থেকেছে?
পরিস্থিতি বদলালে কোন আচরণগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়?
সামঞ্জস্য প্রায়ই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ-উপাদানের পথগুলোর একটি
হয়ে ওঠে, কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষ বারবার কী করে তা দেখিয়ে দেয়।

এটি সরাসরি প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে আচরণ যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে আচরণ সময়ের সঙ্গে বারবার সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে কি না।

ভাবমূর্তি বনাম চরিত্র

মানুষ ভাবমূর্তি পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

ভাবমূর্তি হলো মানুষ অন্যদের কী দেখতে দিতে চায়।

চরিত্র হলো আচরণ বারবার কী দেখায়।

ভাবমূর্তি তৈরি করা যায়।

ভাবমূর্তি সুরক্ষিত রাখা যায়।

ভাবমূর্তি প্রদর্শন করা যায়।

ভাবমূর্তি প্রচার করা যায়।

ভাবমূর্তি পুরস্কৃত করা যায়।

কিন্তু ভাবমূর্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চরিত্র নয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি ভাবমূর্তি দেখছি?

নাকি আমি আচরণ দেখছি?

আমি কি উপস্থাপনা দেখছি?

নাকি আমি সামঞ্জস্য দেখছি?

কোন আচরণ বারবার দেখানো হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার লুকানো হচ্ছে?

চাপ সরিয়ে নেওয়া হলে কোন আচরণ দেখা দেয়?

চাপ যোগ করা হলে কোন আচরণ দেখা দেয়?

মানুষ বছরের পর বছর একটি ভাবমূর্তি সুরক্ষিত রাখতে পারে, অথচ তাদের আচরণ বারবার ভিন্ন কিছু প্রকাশ করে।

মানুষ, ব্যবস্থা এবং বিশ্ব-পরিবেশ

চরিত্র ও সামঞ্জস্য শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এটি বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করা সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটি প্রযোজ্য:

মানুষ।

শিক্ষক।

বাবা-মা।

স্কুল।

সরকার।

গণমাধ্যম।

প্রতিষ্ঠান।

ব্যবস্থা।

সংগঠন।

সম্প্রদায়।

পরিবেশ।

মানুষ প্রায়ই এসব কী বলে তা পরীক্ষা করে।

কিন্তু এসব বারবার কী করে তা তারা সঠিকভাবে পরীক্ষা করে না।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন আচরণ বারবার দেখানো হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার সুরক্ষিত হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার পুরস্কৃত হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার স্বাভাবিক করা হচ্ছে?

কোন আচরণ বারবার উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া হচ্ছে?

কোন আচরণকে মানবতার সামনে শেখার বিষয় হিসেবে দেখানো হচ্ছে?

চরিত্র ও সামঞ্জস্য সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

শিক্ষা, শিক্ষক এবং চরিত্র

শিক্ষাকেও চরিত্র ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে হবে।

শিক্ষকেরা শিশুদের জন্য তথ্যের উৎস হয়ে ওঠেন।

শিশুরা শুধু তথ্য থেকে শেখে না।

তারা আচরণ থেকেও শেখে।

শিশুরা পর্যবেক্ষণ করে:

প্রাপ্তবয়স্করা কী করে।

শিক্ষকেরা কী করেন।

ব্যবস্থা কী পুরস্কৃত করে।

ব্যবস্থা কী এড়িয়ে যায়।

ব্যবস্থা কী সুরক্ষিত রাখে।

ব্যবস্থা কী পুনরাবৃত্তি করে।

ব্যবস্থা কীকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখায়।

এটি শিক্ষকদের আক্রমণ করার বিষয় নয়।

এটি তারা যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করেন সেটিকে বোঝার বিষয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিশুরা বারবার কোন আচরণ দেখছে?

শিশুরা কোন আচরণের জন্য বারবার পুরস্কৃত হচ্ছে?

শিশুদের কোন আচরণ প্রশংসা থেকে বারবার নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে?

শিশুদের কি বিশ্ব-পরিবেশ পুনরাবৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে?

নাকি শিশুদের সেখান থেকে শেখার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে?

শিশুদের আচরণ, বৈপরীত্য, প্রণোদনা, নীরবতা এবং পুনরাবৃত্তি ধরণ
কীভাবে প্রশংসা করতে হয় তা শেখানো না হলে তারা তাদের সামনে যা দেখানো
হচ্ছে তা না বুঝেই একই বিশ্ব-পরিবেশ উত্তরাধিকার হিসেবে পেতে পারে।

কেন চরিত্র ও সামঞ্জস্য গুরুত্বপূর্ণ

চরিত্র ও সামঞ্জস্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষ পুনরাবৃত্তি আচরণ না বোঝা পর্যন্ত
বিশ্ব-পরিবেশকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

উদ্দেশ্য রাগ, দোষারোপ, ভয় বা অন্তর্হীন বিরোধিতার মধ্যে আটকে যাওয়া
নয়।

উদ্দেশ্য বিশ্ব-পরিবেশ ইতোমধ্যেই যা দেখাচ্ছে সেখান থেকে শেখা।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই একটি শিক্ষার পরিবেশে পরিণত হয়।

আচরণ শিক্ষায় পরিণত হয়।

বৈপরীত্য শিক্ষায় পরিণত হয়।

পুনরাবৃত্তি শিক্ষায় পরিণত হয়।

পরিবেশ নিজেই শিক্ষক হয়ে ওঠে।

মানব চেতনা অগ্রসর হয় যখন মানুষ যা দেখানো হচ্ছে তাতে প্রতিক্রিয়া দেখানো বন্ধ করে এবং যা দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে শিখতে শুরু করে।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে কোন বিষয় আচরণটিকে পুরস্কৃত করছে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে:

আচরণ কি বারবার যে দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

আচরণ কী দেখাচ্ছে?

বৈপরীত্য কী শেখাচ্ছে?

পুনরাবৃত্তি ধরণ কী উন্মোচন করছে?

যা দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে মানবতা কী শিখতে পারে?

এইভাবেই মানুষ বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের বাইরে যেতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ ধরণ চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বৈপরীত্য চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ সামঞ্জস্য চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ ইতোমধ্যেই যা দেখাচ্ছে সেখান থেকে শিখতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যায়।

সময়ের সঙ্গে চরিত্র

এই অংশের প্রথম ভাগ ব্যাখ্যা করেছে যে চরিত্র ও সামঞ্জস্য বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের বিষয় নয়।

এটি সময়ের সঙ্গে পুনরাবৃত্ত আচরণ বোঝার বিষয়।

এই অংশ এখন সময়ের সঙ্গে চরিত্র ও সামঞ্জস্য কীভাবে কাজ করে সেদিকে এগোয়।

মানুষ সবসময় সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরিত্র প্রকাশ করে না।

সময়ের সঙ্গে আচরণ প্রায়ই সেটি উন্মোচন করে।

একজন ব্যক্তি এক কথা বলতে পারেন, কিন্তু বারবার অন্য কিছু করতে পারেন।

একটি ব্যবস্থা একটি উদ্দেশ্য দাবি করতে পারে, কিন্তু বারবার ভিন্ন ফলাফল তৈরি করতে পারে।

একটি সংগঠন নিরপেক্ষতা দাবি করতে পারে, কিন্তু বারবার কিছু আচরণকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

একটি প্রতিষ্ঠান ন্যায্যতা দাবি করতে পারে, কিন্তু বারবার কঠিন প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে।

একটি ভূমিকা কর্তব্য দাবি করতে পারে, কিন্তু বারবার অনুপালন তৈরি করতে পারে।

সময়ের সঙ্গে চরিত্র মানুষকে এমন ধরণ দেখতে সাহায্য করে, যা বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত লুকিয়ে রাখতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন আচরণ বারবার দেখানো হয়েছে?

কোন ফলাফল বারবার তৈরি হয়েছে?

কোন ধরণ বারবার দেখা দিচ্ছে?

কোন বৈপরীত্য বারবার দেখা দিচ্ছে?

কোন আচরণ অপরিবর্তিত থাকে?

পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন আচরণ বদলে যায়?

কে দেখছে তার ওপর কোন আচরণ বদলে যায়?

সময়ের সঙ্গে ধরণ প্রায়ই শুধু বিবৃতির চেয়ে চরিত্র আরও নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে।

বৈপরীত্য এবং মানব আচরণ

বৈপরীত্য চরিত্র বোঝার সবচেয়ে শক্তিশালী পথগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ বলতে পারে তারা সত্যকে মূল্য দেয়, অথচ কঠিন সত্য এড়িয়ে যেতে পারে।

মানুষ বলতে পারে তারা প্রশ্নকরণকে মূল্য দেয়, অথচ প্রশ্ন নিরুৎসাহিত করতে পারে।

মানুষ বলতে পারে তারা শেখাকে মূল্য দেয়, অথচ পুনরাবৃত্তিকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ বলতে পারে তারা ন্যায্যতাকে মূল্য দেয়, অথচ বারবার অন্যায় ফলাফল তৈরি করতে পারে।

মানুষ বলতে পারে তারা স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে মূল্য দেয়, অথচ অনুরূপতাকে পুরস্কৃত করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোথায় কথা এবং আচরণ আলাদা হয়ে যায়?

কোন বৈপরীত্য বারবার দেখা দেয়?

বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও কোন ধরণ চলতে থাকে?

বৈপরীত্য চলতে থাকলে কে লাভবান হয়?

কোন প্রণোদনা বৈপরীত্যকে সুরক্ষিত রাখছে?

বৈপরীত্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারাপ উদ্দেশ্যের প্রমাণ নয়।

কিন্তু পুনরাবৃত্ত বৈপরীত্যকে প্রশ্ন করতে হবে।

পুনরাবৃত্ত বৈপরীত্য পৃষ্ঠতলের নিচে কাজ করা প্রক্রিয়াগুলো উন্মোচন করতে পারে।

বিশ্ব-পরিবেশ ইতোমধ্যেই মানবতাকে দেখাচ্ছে

বিশ্ব-পরিবেশ ইতোমধ্যেই মানবতাকে দেখাচ্ছে এটি কীভাবে কাজ করে।

সমস্যা সবসময় এই নয় যে কিছুই দেখানো হচ্ছে না।

সমস্যা হলো যা দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা মানবতাকে সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

মানুষ বৈপরীত্য দেখতে পারে এবং দোষারোপেই থেমে যেতে পারে।

মানুষ মিথ্যা দেখতে পারে এবং রাগেই থেমে যেতে পারে।

মানুষ ব্যবস্থা দেখতে পারে এবং পৃষ্ঠতলের ব্যাখ্যাতেই থেমে যেতে পারে।

মানুষ পুনরাবৃত্ত সমস্যা দেখতে পারে এবং হতাশাতেই থেমে যেতে পারে।

মানুষ পুনরাবৃত্ত আচরণ দেখতে পারে এবং আবেগগত প্রতিক্রিয়াতেই থেমে যেতে পারে।

মানুষ দৃশ্যমান ঘটনা দেখতে পারে, তবু সেগুলো তৈরি করা প্রক্রিয়া বুঝতে নাও পারে।

মানুষ প্রায়ই ভুল বোঝাপড়ায় পৌঁছায়, কারণ তাদের এখনও যথেষ্ট জ্ঞান, বোঝাপড়া বা প্রশ্নকরণ সক্ষমতা নেই।

মানুষ দেখতে পারে:

একটি ঘটনা।

একজন ব্যক্তি।

একটি ব্যবস্থা।

একটি মিথ্যা।

একটি বৈপরীত্য।

একটি ফলাফল।

তারপর সেখানেই থেমে যেতে পারে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য মানুষকে এগিয়ে যেতে শেখায়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এটি কোন আচরণ উন্মোচন করছে?

এটি কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে?

এটি কোন পুনরাবৃত্ত ধরণ দেখাচ্ছে?

এটি কোন বৈপরীত্য প্রদর্শন করছে?

মানবতা এ থেকে কী শিখতে পারে?

উদ্দেশ্য অন্তহীন প্রশ্নকরণ নয়।

উদ্দেশ্য বোঝাপড়া।

প্রতিক্রিয়া বনাম শেখা

মানব অগ্রগতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাগুলোর একটি হলো মানুষ প্রায়ই যা দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে শেখার বদলে তাতে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

প্রতিক্রিয়া অগ্রগতি থামাতে পারে।

মানুষ রেগে যায়।

মানুষ ভীত হয়ে পড়ে।

মানুষ পক্ষ বেছে নেয়।

মানুষ অবস্থান রক্ষা করে।

মানুষ অবস্থানে আক্রমণ করে।

মানুষ বয়ানের মধ্যে আটকা পড়ে।

মানুষ যে বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তা না বুঝেই প্রতিক্রিয়ায় বিপুল শক্তি ব্যয় করতে পারে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য মানুষকে প্রতিক্রিয়ার বাইরে যেতে শেখায়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এটি কী দেখাচ্ছে?

এটি কী শেখাচ্ছে?

কোন আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে?

কোন পুনরাবৃত্ত ধরণ উন্মোচিত হচ্ছে?

কোন প্রক্রিয়া কাজ করছে?

মানবতা এ থেকে কী শিখতে পারে?

গন্তব্য প্রতিক্রিয়া নয়।

গন্তব্য বোঝাপড়া।

নির্বাচিত চরিত্র এবং নির্বাচিত চিন্তা

মানুষ সবসময় সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আচরণ করে না।

মানুষ ভিন্নভাবে আচরণ করতে পারে এর ওপর নির্ভর করে:

অর্থ।

মর্যাদা।

শ্রোতা।

কর্তৃত্ব।

অনুমোদন।

জনপ্রিয়তা।

ভয়।

লাভ।

ক্ষতি।

মানুষ একটি পরিবেশে সত্যনিষ্ঠ বলে দেখাতে পারে এবং অন্য পরিবেশে সত্য এড়িয়ে যেতে পারে।

মানুষ একটি বিষয় প্রশ্ন করতে পারে, অথচ অন্যটি সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ একটি ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করতে পারে, অথচ অন্যটি রক্ষা করতে পারে।

মানুষ নীতিগুলো নির্বাচিতভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই আচরণ কি সর্বত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে?

নাকি এটি শুধু কিছু পরিস্থিতিতে দেখা দেয়?

প্রণোদনা উপস্থিত হলে কী বদলায়?

চাপ উপস্থিত হলে কী বদলায়?

মূল্যবান কিছু ঝুঁকিতে পড়লে কী বদলায়?

প্রণোদনা এবং চাপ মুখোমুখি হলে চরিত্র প্রায়ই সবচেয়ে দৃশ্যমান হয়।

নীরবতা, অংশগ্রহণ এবং পুনরাবৃত্ত আচরণ

চরিত্র শুধু কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না।

চরিত্র নীরবতার মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে।

নীরবতা আচরণে পরিণত হতে পারে।

নীরবতা সুরক্ষায় পরিণত হতে পারে।

নীরবতা অংশগ্রহণে পরিণত হতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কে নীরব থাকে?

কী সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে?

কোন পুনরাবৃত্ত আচরণ চলতে দেওয়া হচ্ছে?

কোন সত্য এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে?

কোন বৈপরীত্য উপেক্ষা করা হচ্ছে?

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা তাদের নির্ভরতাকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা তাদের পদকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা অন্তর্ভুক্তিকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ কথা বলা অনুমোদনকে হুমকির মুখে ফেলে।

তাই মানুষ বারবার কী না করার সিদ্ধান্ত নেয় সেটিও চরিত্রের অংশ।

আচরণ, প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

আচরণ কখনও বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না।

মানুষ মানুষকে প্রভাবিত করে।

ব্যবস্থা মানুষকে প্রভাবিত করে।

মানুষ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের প্রভাবিত করে।

শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

তারপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে।

প্রতিটি পুনরাবৃত্ত আচরণের ফলাফল ব্যক্তির বাইরে গিয়ে পড়ে।

মানুষ ভাবতে পারে তারা শুধু একটি ছোট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ পুনরাবৃত্ত আচরণ একটি সম্পূর্ণ বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কোন আচরণে অবদান রাখছি?

আমি কোন আচরণকে স্বাভাবিক করতে সাহায্য করছি?

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে?

এই আচরণ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করবে?

শিক্ষা, শিক্ষক এবং চরিত্র

শিক্ষাকেও চরিত্র ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হবে।

শিশুরা শুধু তথ্য উত্তরাধিকার হিসেবে পায় না।

শিশুরা আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

শিশুরা পর্যবেক্ষণ করে:

প্রাপ্তবয়স্করা কীভাবে আচরণ করে।

শিক্ষকেরা কীভাবে আচরণ করেন।

কর্তৃত্ব কীভাবে আচরণ করে।

ব্যবস্থা কীভাবে আচরণ করে।

মানুষ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

মানুষ কীভাবে নীরব থাকে।

মানুষ কীভাবে প্রশ্ন করে।

মানুষ কীভাবে প্রশ্ন করা এড়িয়ে যায়।

শিশুরা ধীরে ধীরে সেই আচরণগুলো নিজেরাও উত্তরাধিকার হিসেবে পেতে পারে।

এটি শিক্ষকদের আক্রমণ করার বিষয় নয়।

এটি তাদের গঠনকারী পরিবেশকে বোঝার বিষয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিশুরা বারবার কোন আচরণ দেখছে?

শিশুরা বারবার কোন আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পাচ্ছে?

শিশুরা বারবার কোন আচরণের জন্য পুরস্কৃত হচ্ছে?

শিশুদের বারবার কোন আচরণ প্রশ্ন করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে?

পুনরাবৃত্ত আচরণ অদৃশ্য থাকলে শিক্ষা সঠিকভাবে উন্নত হতে পারে না।

মানব চেতনা এবং বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখা

মানব অগ্রগতির সবচেয়ে বড় অনুপস্থিত পথগুলোর একটি হলো যা
ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান সেখান থেকে শেখা।

মানবতাকে ক্রমাগত দেখানো হচ্ছে:

বৈপরীত্য।

নির্ভরতা।

নীরবতা।

কর্তৃত্ব।

ভয়।

অনুসরণ।

স্বাভাবিকীকরণ।

প্রণোদনা।

পুনরাবৃত্তি।

আচরণ।

কিন্তু মানবতাকে এসব প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা সঠিকভাবে
শেখানো হয়নি।

মানুষ প্রায়ই শেখানো হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, অথচ তারা ইতোমধ্যেই
বিদ্যমান সবচেয়ে বড় শেখার পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই শিক্ষা।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই প্রমাণ-উপাদান।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই শেখার সুযোগ।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই শিক্ষক।

মানব চেতনা অগ্রসর হয় যখন মানুষ যা দেখানো হচ্ছে তাতে প্রতিক্রিয়া দেখানো বন্ধ করে এবং যা দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে শিখতে শুরু করে।

তাই মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এটি কী দেখাচ্ছে?

এটি কী শেখাচ্ছে?

মানবতা এ থেকে কী শিখতে পারে?

কোন পুনরাবৃত্ত ধরণ উন্মোচিত হচ্ছে?

কোন আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে?

কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মিত হচ্ছে?

মানুষ যখন এসব প্রশ্ন করতে শেখে, তখন তারা প্রতিক্রিয়ার বাইরে গিয়ে বোঝাপড়ার দিকে যেতে শুরু করে।

চরিত্র এবং মানব অগ্রগতি

চরিত্র ও সামঞ্জস্য মানব অগ্রগতির অনুপস্থিত পথের অংশ।

পুনরাবৃত্ত বৈপরীত্য অদৃশ্য থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ এক কথা বলে বারবার অন্য কিছু করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

ভাবমূর্তি আচরণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

সুনাম সামঞ্জস্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

দ্বৈত মানদণ্ড স্বাভাবিক থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

প্রণোদনা বারবার নীতিকে অতিক্রম করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

পুনরাবৃত্ত আচরণ পরীক্ষা ছাড়াই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

শিশুরা আচরণ উত্তরাধিকার হিসেবে পেলেও কীভাবে সেটিকে প্রশ্ন করতে হয় তা না শিখলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ যা দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে শেখার বদলে তাতে প্রতিক্রিয়া দেখালে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে কী আচরণকে পুরস্কৃত এবং সুরক্ষিত করেছে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে:

আচরণ কি বারবার যে দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

আচরণ কী দেখাচ্ছে?

বৈপরীত্য কী শেখাচ্ছে?

পুনরাবৃত্ত ধরণ কী উন্মোচন করছে?

যা দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে মানবতা কী শিখতে পারে?

এইভাবেই মানুষ ধরণ চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বৈপরীত্য চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ সামঞ্জস্য চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ ইতোমধ্যেই যা দেখাচ্ছে সেখান থেকে শিখতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যায়।

অংশ ৫ - প্রশ্ন করার অনুমতি

প্রশ্ন করার অনুমতি আসলে কী

অংশ ১ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শুধু বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদে পরিণত হওয়ার বদলে বিশ্ব-পরিবেশকে দেখতে শিখতে হবে।

অংশ ২ প্রতিষ্ঠা করেছে যে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না—মানুষকে তা পরীক্ষা করতে হবে।

অংশ ৩ প্রতিষ্ঠা করেছে যে কোন প্রণোদনা আচরণকে পুরস্কৃত, সুরক্ষিত এবং পুনরাবৃত্ত করছে—মানুষকে তা বুঝতে হবে।

অংশ ৪ প্রতিষ্ঠা করেছে যে পুনরাবৃত্ত আচরণ মানবতাকে ইতোমধ্যেই যা দেখাচ্ছে সেখান থেকে মানুষকে শিখতে হবে।

অংশ ৫ এখন প্রশ্ন করার অনুমতিতে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন করার অনুমতি রয়েছে কারণ মানুষ এমন পরিবেশ দ্বারা গঠিত হয়, যা তাদের গ্রহণ, অনুসরণ, পুনরাবৃত্তি, আনুগত্য এবং নীরবতা শেখায়, কিন্তু এগুলোকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখায় না।

মানুষকে কী ভাবতে হবে তা শেখানো হয়, কিন্তু চিন্তাকেই কীভাবে সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হয় না।

মানুষকে কী বিশ্বাস করতে হবে তা শেখানো হয়, কিন্তু সেই বিশ্বাস কীভাবে গঠিত হয়েছে তা শেখানো হয় না।

মানুষকে কী পুনরাবৃত্তি করতে হবে তা শেখানো হয়, কিন্তু যা পুনরাবৃত্ত হচ্ছে সেটিকে কীভাবে পরীক্ষা করতে হয় তা শেখানো হয় না।

মানুষকে কাকে বিশ্বাস করতে হবে তা শেখানো হয়, কিন্তু বিশ্বাসকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হয় না।

মানুষকে কোন কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে হবে তা শেখানো হয়, কিন্তু কর্তৃত্বকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হয় না।

মানুষকে ব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে কাজ করতে হয় তা শেখানো হয়, কিন্তু ব্যবস্থাকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হয় না।

এটি মানব অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি সৃষ্টি করে।

মানুষ অনুভব করতে শুরু করতে পারে যে প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি প্রয়োজন।

কর্তৃত্বের অনুমতি।

ব্যবস্থার অনুমতি।

শিক্ষকের অনুমতি।

বাবা-মায়ের অনুমতি।

নিয়োগকর্তার অনুমতি।

সরকারের অনুমতি।

গণমাধ্যমের অনুমতি।

বিশেষজ্ঞের অনুমতি।

দলের অনুমতি।

জনপ্রিয়তার অনুমতি।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অনুমতি।

তাদের চারপাশের বিশ্ব-পরিবেশের অনুমতি।

প্রশ্ন করার অনুমতি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে শেখায়:

আমি কি এটি প্রশ্ন করতে পারি?

কে আমাকে শিখিয়েছে যে আমার অনুমতি দরকার?

আমি প্রশ্ন করলে কী ঘটবে বলে আমি ভয় করি?

আমি প্রশ্ন না করলে কে লাভবান হয়?

প্রশ্নকরণ নিরুৎসাহিত হলে কোন আচরণ সুরক্ষিত থাকে?

মানুষ প্রশ্ন করার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মিত হয়?

প্রশ্ন করার অনুমতি শুধু প্রশ্ন করার বিষয় নয়।

এটি বোঝার বিষয়—মানুষ প্রথমেই কেন নিজেকে প্রশ্ন করা থেকে থামায়।

প্রশ্ন করার অনুমতি মানুষকে অনুমতিকেও প্রশ্ন করতে শেখায়।

শর্তায়ন এবং আজীবনের অনুমতি-কাঠামো

মানুষকে প্রায়ই সারাজীবন অনুমতি চাইতে শর্তায়িত করা হয়।

শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের অনুমতি চাইতে পারে।

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের অনুমতি চাইতে পারে।

কর্মীরা নিয়োগকর্তাদের অনুমতি চাইতে পারে।

মানুষ ব্যবস্থার অনুমতি চাইতে পারে।

মানুষ দলের অনুমতি চাইতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্বের অনুমতি চাইতে পারে।

মানুষ সমাজেরই অনুমতি চাইতে পারে।

সময়ের সঙ্গে এই আচরণ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ ধীরে ধীরে নিজের পর্যবেক্ষণের ওপর আস্তা রাখা বন্ধ করতে পারে।

তারা ধীরে ধীরে নিজের শেখার সক্ষমতার ওপর আস্থা রাখা বন্ধ করতে পারে।

তারা ধীরে ধীরে যা দেখানো হচ্ছে সেটিকে প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

মানুষ অনুমতি চাইতে এত অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে যে তারা আর বুঝতেই পারে না তারা সেটি করছে।

অনুমতি-কাঠামো শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

মানুষ আর বুঝতে নাও পারে যে তারা সেগুলোর মধ্যে কাজ করছে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কে আমাকে অনুমতি চাইতে শিখিয়েছে?

আমি কখন অনুমতি চাইতে শুরু করেছি?

আমি কোন অনুমতি-কাঠামো উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি?

আমি কি নিজের শেখার সক্ষমতার ওপর আস্থা রাখি?

নাকি শেখার আগে আমি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছি?

শেখার অনুমতির অপেক্ষা

মানুষ প্রায়ই শেখানো হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, অথচ তারা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান সবচেয়ে বড় শেখার পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্ব-পরিবেশ ইতোমধ্যেই আচরণ, বৈপরীত্য, পুনরাবৃত্তি, নির্ভরতা, নীরবতা, কর্তৃত্ব, প্রণোদনা, ভয়, ফলাফল এবং পুনরাবৃত্ত ধরণ দেখাচ্ছে।

তবু মানুষ কী গুরুত্বপূর্ণ তা বলার জন্য অন্য কারও অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা কর্তৃত্বের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা গণমাধ্যম সেটি দেখানোর অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা শিক্ষকদের শেখানোর অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা দলগুলোর গ্রহণ করার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা পরীক্ষা করার আগে জনপ্রিয়তার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা শেখার আগে অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে পারে।

মানবতা প্রায়ই এমন একটি বিশ্ব থেকে শেখার অনুমতির অপেক্ষায় থাকে,
যা ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান।

এর অর্থ মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে বাস করতে পারে, কিন্তু সেখান থেকে
শিখতে পারে না।

তারা যা দেখানো হচ্ছে তা দেখতে পারে, তবু সেটিকে প্রশ্ন না করতে পারে।

তারা বৈপরীত্য দেখতে পারে, তবু অন্য কারও ব্যাখ্যার অপেক্ষায় থাকতে
পারে।

তারা পুনরাবৃত্ত আচরণ দেখতে পারে, তবু অন্য কারও অনুমোদনের
অপেক্ষায় থাকতে পারে যে সেটিকে প্রশ্ন করা উচিত।

তারা ব্যবস্থাকে একই ধরণে পুনরাবৃত্ত করতে দেখতে পারে, তবু অন্য কেউ
বলবে এটি গুরুত্বপূর্ণ—এই অপেক্ষায় থাকতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখছি?

নাকি সেখান থেকে শেখার অনুমতির অপেক্ষায় আছি?

আমি কি যা দেখানো হচ্ছে সেটিকে প্রশ্ন করছি?

নাকি অন্য কেউ আগে প্রশ্ন করবে—এই অপেক্ষায় আছি?

আমি কি নিজের মন ব্যবহার করছি?

নাকি অন্য কোনো উৎস ঠিক করবে কোন বিষয় আমার মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য—এই অপেক্ষায় আছি?

বিশ্বই প্রকৃত বিদ্যালয়।

কিন্তু মানুষ যদি সেটিকে প্রশ্ন করার অনুমতির অপেক্ষায় থাকে, তাহলে তারা বিশ্ব থেকে শিখতে পারে না।

কর্তৃত্ব, অনুমোদন এবং অন্যের হাতে দেওয়া চিন্তা

মানুষকে কর্তৃত্ব বিশ্বাস করতে শেখানো হয়, কিন্তু কর্তৃত্বকে সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে শেখানো হয় না।

তাদের উপাধি বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের ভূমিকা বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের পদ বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের ব্যবস্থা বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের সরকারি বিবৃতি বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের অনুমোদিত উৎস বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

তাদের যা গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয় সেটি বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

এটি অন্যের হাতে দেওয়া চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যের হাতে দেওয়া চিন্তা ঘটে যখন মানুষ অন্য ব্যক্তি, ভূমিকা, ব্যবস্থা, উৎস, দল বা কর্তৃত্বকে ঠিক করতে দেয়—তারা কী প্রশ্ন, বিশ্বাস, গ্রহণ, পুনরাবৃত্তি বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করছে, অথচ তারা এখনও অন্যদের তৈরি সীমার মধ্যে চিন্তা করছে।

তারা একটি বিষয় প্রশ্ন করতে পারে, অথচ বৃহত্তর কাঠামোটিকে প্রশ্ন না করেই রেখে দিতে পারে।

তারা একটি কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে আরেকটি গ্রহণ করতে পারে।

তারা একটি বয়ান ছেড়ে আরেকটিতে প্রবেশ করতে পারে।

তারা এমন একটি সিদ্ধান্তে থেমে যেতে পারে, কারণ সেটি আগে থেকেই বিশ্বাস করা কারও দ্বারা অনুমোদিত।

প্রশ্ন করার অনুমতি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে শেখায়:

আমি কি নিজের জন্য চিন্তা করছি?

নাকি অন্য কোনো উৎসকে আমার হয়ে চিন্তা করতে দিচ্ছি?

আমি কি কাঠামোটিকেই প্রশ্ন করছি?

নাকি আমাকে দেওয়া কাঠামোর ভেতরেই শুধু প্রশ্ন করছি?

আমি কি প্রমাণ-উপাদানের ওপর আস্তা রাখছি?

নাকি অনুমোদনের ওপর আস্তা রাখছি?

আমি কি বোঝাপড়া অনুসরণ করছি?

নাকি কর্তৃত্ব অনুসরণ করছি?

মানুষ প্রশ্নকরণ অন্যদের হাতে তুলে দিলে স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকাশ করতে পারে না।

ভয়, অন্তর্ভুক্তি এবং মানিয়ে চলা

মানুষ প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করা থেকে থামায়, কারণ প্রশ্নকরণ অন্তর্ভুক্তিকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

তারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় করতে পারে।

তারা সমালোচিত হওয়ার ভয় করতে পারে।

তারা উপহাসের ভয় করতে পারে।

তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় করতে পারে।

তারা অনুমোদন হারানোর ভয় করতে পারে।

তারা মর্যাদা হারানোর ভয় করতে পারে।

তারা কাজ হারানোর ভয় করতে পারে।

তারা সম্পর্ক হারানোর ভয় করতে পারে।

তারা একা দাঁড়ানোর ভয় করতে পারে।

অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নকরণের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

অনুমোদন সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

ভয় বোঝাপড়ার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ মানিয়ে চলতে চায় বলে নীরব থাকতে পারে।

মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায় বলে অন্যরা যা পুনরাবৃত্তি করে তা পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

মানুষ বর্জনের ভয় করে বলে অন্যরা যা রক্ষা করে তা রক্ষা করতে পারে।

মানুষ আলাদা বলে দেখাতে চায় না বলে প্রশ্ন করা এড়িয়ে যেতে পারে।

মানুষ তারা কী অনুসরণ করছে তা বোঝার আগেই অন্যদের আচরণ অনুসরণ করতে পারে।

এটি সরাসরি প্রণোদনা ও লাভের সঙ্গে যুক্ত।

মানুষ শুধু কোনো কিছু সত্য বলে বিশ্বাস করে বলে প্রশ্ন করা এড়িয়ে যায় না।

তারা প্রশ্ন করা এড়িয়ে যেতে পারে, কারণ প্রশ্নকরণ তাদের নির্ভরতা, অন্তর্ভুক্তি বা যা হারানোর ভয় করে সেটিকে হুমকির মুখে ফেলে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি এটি প্রশ্ন করলে কী হারানোর ভয় করছি?

আমি কি বুঝেছি বলে নীরব আছি?

নাকি বর্জনের ভয়ে নীরব আছি?

আমি কি পরীক্ষা করেছি বলে একমত হচ্ছি?

নাকি অন্তর্ভুক্ত থাকতে চাই বলে একমত হচ্ছি?

আমি কি এটি সত্য বলে পুনরাবৃত্তি করছি?

নাকি অন্যরা পুনরাবৃত্তি করেছে বলে আমিও করছি?

প্রশ্ন করার অনুমতি মানুষকে সত্যকে অন্তর্ভুক্তি থেকে আলাদা করতে শেখায়।

অনুসরণ, অনুরূপতা এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা

মানব পরিবেশ প্রায়ই অনুসরণকে পুরস্কৃত করে।

মানুষ একমত হওয়ার জন্য পুরস্কৃত হতে পারে।

মানুষ পুনরাবৃত্তির জন্য পুরস্কৃত হতে পারে।

মানুষ অনুপালনের জন্য পুরস্কৃত হতে পারে।

মানুষ গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকার জন্য পুরস্কৃত হতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা গ্রহণ করে সেটিকে প্রশ্ন না করার জন্য পুরস্কৃত হতে পারে।

অনুরূপতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

স্বাভাবিকীকরণ উত্তরাধিকারে পরিণত হতে পারে।

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আচরণ গ্রহণযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত হতে পারে।

তারপর মানুষ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে সত্য বলে ভুল করতে পারে।

তারা বিশ্বাস করতে পারে কোনো কিছু সঠিক, কারণ অনেক মানুষ সেটি গ্রহণ করে।

তারা বিশ্বাস করতে পারে কোনো কিছু নিরাপদ, কারণ অনেক মানুষ সেটি অনুসরণ করে।

তারা বিশ্বাস করতে পারে কোনো কিছু প্রশংসা করা ভাল, কারণ খুব কম মানুষ সেটিকে প্রশংসা করে।

তারা বিশ্বাস করতে পারে কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সেটিকে অনুমোদন, প্রসার, মর্যাদা বা জনপ্রিয়তা দেওয়া হয়নি।

মানুষ আলাদা হওয়ার ভয়ও করতে পারে।

তারা আলাদা দাঁড়ানোর ভয় করতে পারে।

তারা মানিয়ে না চলার ভয় করতে পারে।

তারা ভুল বলে দেখানোর ভয় করতে পারে।

তারা একা হওয়ার ভয় করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি বুঝি বলে অনুসরণ করছি?

নাকি অন্যরা অনুসরণ করে বলে অনুসরণ করছি?

আমি কি প্রমাণ-উপাদান সমর্থন করে বলে গ্রহণ করছি?

নাকি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে গ্রহণ করছি?

আমি কি পরীক্ষা করেছি বলে প্রশংসা করা এড়িয়ে যাচ্ছি?

নাকি সেটিকে প্রশংসা করলে আমাকে আলাদা দাঁড় করাতে বলে?

অনুসরণ বোঝাপড়া নয়।

অনুরূপতা সত্য নয়।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ-উপাদান নয়।

অনুমতি-কাঠামো পুনরাবৃত্ত বিশ্ব-সমস্যা চলতে দেওয়া সবচেয়ে বড়
প্রক্রিয়াগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন করার অনুমতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষ কী প্রশ্ন করা যাবে তা ঠিক
করতে সামাজিক অনুমোদনের ওপর নির্ভর করলে স্বাধীন চিন্তক হতে পারে
না।

শিশু, শিক্ষা এবং প্রশ্ন করার সক্ষমতা হারানো

শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করে।

শিশুরা প্রায়ই কেন জানতে চায়।

তারা জিজ্ঞাসা করে কেন কিছু ঘটে।

তারা জিজ্ঞাসা করে মানুষ কেন নির্দিষ্টভাবে আচরণ করে।

তারা জিজ্ঞাসা করে নিয়ম কেন আছে।

তারা জিজ্ঞাসা করে প্রাপ্তবয়স্করা কেন এক কথা বলে আর অন্য কাজ করে।

তারা জিজ্ঞাসা করে, কারণ তারা বুঝতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু বিশ্ব-পরিবেশ ধীরে ধীরে শিশুদের প্রশ্নকরণ থেকে দূরে প্রশিক্ষিত
করতে পারে।

শিশুদের চুপ থাকতে শেখানো হতে পারে।

শিশুদের গ্রহণ করতে শেখানো হতে পারে।

শিশুদের পুনরাবৃত্তি করতে শেখানো হতে পারে।

শিশুদের আনুগত্য করতে শেখানো হতে পারে।

শিশুদের কেন জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করতে শেখানো হতে পারে।

শিশুদের শেখানো হতে পারে যে প্রশ্ন করা অভদ্রতা।

শিশুদের শেখানো হতে পারে যে কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করা ভুল।

শিশুদের শেখানো হতে পারে যে আরও ভালো প্রশ্নের চেয়ে সঠিক উত্তর বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের শেখানো হতে পারে যে বোঝাপড়ার চেয়ে অনুমোদন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এমনকি শুধু গ্রহণযোগ্য সীমাকে চ্যালেঞ্জ করা প্রশ্ন করার কারণে শিশুদের কঠিন, বিঘ্নসৃষ্টিকারী, সমস্যাজনক বা ঝামেলাকারী বলে চিহ্নিত করা হতে পারে।

শিক্ষা প্রায়ই প্রশ্নকরণের চেয়ে উত্তরকে বেশি পুরস্কৃত করে।

এটি প্রায়ই পরীক্ষার চেয়ে পুনরাবৃত্তিকে বেশি পুরস্কৃত করে।

এটি প্রায়ই স্বাধীন চিন্তাভাবনার চেয়ে আনুগত্যকে বেশি পুরস্কৃত করে।

এটি প্রায়ই শিশুদের বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে, কিন্তু সেটিকে কীভাবে সঠিকভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখায় না।

এই কারণেই প্রশ্ন করার অনুমতি শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুরা প্রশ্ন করার সক্ষমতা হারালে তারা বিশ্ব-পরিবেশ উত্তরাধিকার হিসেবে পেতে পারে, কিন্তু কী সেটিকে গঠন করছে তা না বুঝেই।

শিশুদের নিরাপদ ও সঠিকভাবে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো না হলে তারা যে পুনরাবৃত্ত ধরণের মধ্যে জন্মেছে তারই উৎপাদে পরিণত হতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিশুদের কি কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো হচ্ছে?

নাকি তাদের শুধু কীভাবে উত্তর দিতে হয় তা শেখানো হচ্ছে?

শিশুদের কি কীভাবে পরীক্ষা করতে হয় তা শেখানো হচ্ছে?

নাকি তাদের শুধু কীভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তা শেখানো হচ্ছে?

শিশুদের কি বিশ্ব-পরিবেশ থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা শেখানো হচ্ছে?

নাকি তাদের শুধু তার মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে?

শিশুদের প্রশ্ন করার অনুমতি প্রয়োজন, কারণ প্রশ্নকরণ দেখা, বোঝা, শেখা এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যাওয়ার পথগুলোর একটি।

কেন প্রশ্ন করার অনুমতি গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন করার অনুমতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে বিশ্বকে প্রশ্ন করার অনুমতি আছে বলে মানুষ মনে করে না, সেই বিশ্ব থেকে তারা শিখতে পারে না।

অদৃশ্য অনুমতি-কাঠামো এমন মনস্তাত্ত্বিক সীমায় পরিণত হতে পারে, যা মানুষ দেখা বন্ধ করে।

মানুষ শারীরিকভাবে স্বাধীন হতে পারে, অথচ মানসিকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সীমার মধ্যে কাজ করতে পারে।

মানুষ সারাজীবন এমন সমস্যার সমাধানে অন্য কারও অপেক্ষায় থাকতে পারে, যেগুলোতে তারা নিজেরাই অবদান রাখছে।

তারা নেতাদের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা কর্তৃত্বের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা অন্য কারও কাজ করার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে মানবতা স্বাধীন চিন্তক হতে পারে না।

বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে কী আচরণকে পুরস্কৃত এবং সুরক্ষিত করছে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে আচরণ বারবার যে দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে মেলে কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে:

কে বা কী মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছে যে প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি দরকার?

মানুষ প্রশ্ন করলে কী ঘটে?

মানুষ প্রশ্ন না করলে কী ঘটে?

প্রশ্নকরণ নিরুৎসাহিত হলে কোন আচরণ সুরক্ষিত থাকে?

মানুষ প্রশ্ন করার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মিত হয়?

এইভাবেই মানুষ নিজের চিন্তার চারপাশের অদৃশ্য সীমা দেখতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ অন্যের হাতে দেওয়া চিন্তাকে চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ ভয়ভিত্তিক নীরবতা চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ অনুরূপতাকে চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ সামাজিক অনুমোদনকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ গ্রহণ থেকে প্রশ্নকরণের দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ প্রশ্নকরণ থেকে দেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যায়।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণমূলক নীরবতা এবং ভেতরের অনুমতি

এই অংশের প্রথম ভাগ ব্যাখ্যা করেছে যে মানুষ অনুভব করতে শুরু করতে পারে—প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি প্রয়োজন।

এই অংশ এখন বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করা সবচেয়ে বড় অদৃশ্য প্রক্রিয়াগুলোর একটির দিকে যায়।

অন্য কেউ থামানোর আগেই মানুষ প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করা থেকে থামায়।

তারা নিজেকে সেন্সর করে।

তারা নিজেকে নীরব করে।

তারা নিজেদের পর্যবেক্ষণ খারিজ করে দেয়।

তারা বৈপরীত্য উপেক্ষা করে।

তারা কঠিন প্রশ্ন এড়ায়।

তারা কৌতূহল দমন করে।

তারা নিজেদের কথা বলা থেকে থামায়।

মানুষ ভাবতে পারে:

এটি আমার প্রশ্ন করা উচিত নয়।

ওটি আমার বলা উচিত নয়।

আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।

এটি আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

ওটিকে আমার চ্যালেঞ্জ করা উচিত নয়।

আমার আলাদা দাঁড়ানো উচিত নয়।

মানুষ ধীরে ধীরে নিজের শেখার পথে নিজেই বাধা হয়ে উঠতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি নিজেকে কেন থামাচ্ছি?

আমি কী ভয় করছি?

কে আমাকে প্রশ্নকরণকে ভয় করতে শিখিয়েছে?

আমি কোন ফলাফল কল্পনা করছি?

আমি কি সত্যকে সুরক্ষিত রাখছি?

নাকি আরাম, অনুমোদন, অন্তর্ভুক্তি বা নির্ভরতাকে সুরক্ষিত রাখছি?

প্রশ্ন করার অনুমতি মানুষকে এমন অভ্যন্তরীণ বাধা চিনতে শেখায়, যা শেখা শুরু হওয়ার আগেই শেখাকে থামিয়ে দেয়।

প্রশ্ন করার অনুমতি মানুষকে অনুমতিকেও প্রশ্ন করতে শেখায়।

অদৃশ্য অনুমতি-কাঠামো

অনুমতি-কাঠামো শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

মানুষ আর বুঝতে নাও পারে যে তারা সেগুলোর মধ্যে কাজ করছে।

মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে তারা স্বাধীন চিন্তক, অথচ তারা এখনও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সীমার মধ্যে কাজ করছে।

মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে তারা প্রশ্ন করছে, অথচ তারা এখনও প্রশ্নের অনুমোদিত ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে।

মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে তারা স্বাধীন, অথচ তারা এখনও অন্যদের অনুমোদন চাইছে।

মানুষ শারীরিকভাবে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে, অথচ মনস্তাত্ত্বিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

কেউ শারীরিকভাবে থামাচ্ছে বলে নয়, বরং অদৃশ্য অনুমতি-কাঠামো স্বাভাবিক হয়ে গেছে বলে।

মানুষ অনুমতি চাইতে এত অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে যে তারা আর বুঝতেই পারে না তারা সেটি করছে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কী প্রশ্ন করতে পারি?

এই সীমা কে ঠিক করেছে?

আমি কখনও কী প্রশ্ন করিনি?

আমাকে কী প্রশ্ন না করতে শেখানো হয়েছে?

কী প্রশ্ন করতে অস্বস্তিকর লাগে?

আমি সেটিকে প্রশ্ন করলে কী ঘটবে বলে ভয় করি?

অদৃশ্য অনুমতি-কাঠামো এমন মনস্তাত্ত্বিক সীমায় পরিণত হতে পারে, যা মানুষ দেখা বন্ধ করে।

দলগত আচরণ এবং সমষ্টিগত অনুমতি

মানুষ সামাজিক শিক্ষার্থী।

মানুষ প্রায়ই অন্যদের আচরণ থেকে শেখে।

মানুষ দলকে দেখে।

মানুষ দলকে নকল করে।

মানুষ দলের পুনরাবৃত্তি করে।

মানুষ দলকে অনুসরণ করে।

মানুষ দলকে রক্ষা করে।

মানুষ দলের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা চায়।

তাই দল সমষ্টিগত অনুমতি-কাঠামো সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যরা প্রশ্ন করলে মানুষ প্রশ্ন করতে নিরাপদ বোধ করতে পারে।

অন্যরা নীরব থাকলে মানুষও নীরব থাকতে পারে।

অন্যরা অনুসরণ করলে মানুষও অনুসরণ করতে পারে।

অন্যরা পুনরাবৃত্তি করলে মানুষও পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

কেউ অন্য কেউ প্রশ্ন করছে না বলে মানুষ প্রশ্ন করা এড়িয়ে যেতে পারে।

সমষ্টিগত আচরণ ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই দল কোন আচরণ পুরস্কৃত করছে?

এই দল কোন আচরণ নিরুৎসাহিত করছে?

এই দল কোন আচরণ স্বাভাবিক করছে?

এই দল কোন আচরণ সুরক্ষিত রাখছে?

আমি কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করছি?
নাকি দলের আচরণ নকল করছি?
দল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বোঝাপড়া সৃষ্টি করে না।
দল পুনরাবৃত্তিও পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

নীরবতা, আনুগত্য এবং অংশগ্রহণ

নীরবতা বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করা সবচেয়ে শক্তিশালী
অনুমতি-প্রক্রিয়াগুলোর একটি।
মানুষ প্রায়ই ভাবে নীরবতা মানে কিছুই নয়।
কিন্তু নীরবতা অংশগ্রহণে পরিণত হতে পারে।
নীরবতা সুরক্ষায় পরিণত হতে পারে।
নীরবতা অবদানে পরিণত হতে পারে।
মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ তারা ফলাফলের ভয় করে।
মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ তারা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে।
মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ তারা আলাদা দাঁড়ানোর ভয় করে।
মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ তারা নীরবতাকে স্বাভাবিক আচরণ
হিসেবে উত্তরাধিকার পেয়েছে।
মানুষ নীরব থাকতে পারে, কারণ তারা শিখেছে আনুগত্য পুরস্কৃত হয়।
মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:
নীরবতা থেকে কে লাভবান হয়?
কোন আচরণ সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে?
কোন বৈপরীত্য চলতে দেওয়া হচ্ছে?

কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মিত হচ্ছে?

মানুষকে বুঝতে হবে যে আনুগত্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বোঝাপড়া নয়।

আনুগত্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

অংশগ্রহণ সবসময় সক্রিয় নয়।

মানুষ কখনও পরীক্ষা না করা আচরণ চালিয়ে গিয়েও অবদান রাখতে পারে।

অনুমতি-কাঠামো পুনরাবৃত্ত বিশ্ব-সমস্যা চলতে দেওয়া সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

পৃষ্ঠতলতা, ভাবমূর্তি এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা

মানুষ প্রায়ই বোঝাপড়া বিকাশের আগে ভাবমূর্তি পরিচালনা করতে শেখে।

মানুষ সফল বলে দেখাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ সুখী বলে দেখাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ জ্ঞানী বলে দেখাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ গ্রহণযোগ্য বলে দেখাতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

সামাজিক পরিবেশ উপস্থাপনাকে পুরস্কৃত করতে পারে।

মানুষ অন্যদের কথা নকল করতে পারে।

মানুষ অন্যদের আচরণ নকল করতে পারে।

মানুষ অন্যদের চেহারা নকল করতে পারে।

মানুষ যা জনপ্রিয় বলে বিশ্বাস করে তা নকল করতে পারে।

মানুষ আসলে কেমন অনুভব করে তা লুকিয়ে রাখতে পারে।

মানুষ এমন জীবন উপস্থাপন করতে পারে, যা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না।

মানুষ সত্যের বদলে ভাবমূর্তি সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ আসলে কেমন অনুভব করে তা লুকিয়ে বছরের পর বছর সুখী হওয়ার ভান করতে পারে।

মানুষ এমন একটি ভাবমূর্তি বজায় রাখতে গিয়ে আটকা পড়তে পারে, যেখানে তারা আর নিজেদেরই চিনতে পারে না।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কী সুরক্ষিত রাখতে চেষ্টা করছি?

আমি কি বাস্তবতা দেখাচ্ছি?

নাকি একটি ভাবমূর্তি দেখাচ্ছি?

আমি কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করছি?

নাকি যা সফল বলে দেখায় সেটি নকল করছি?

আমি কি বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখছি?

নাকি তার মধ্যে কীভাবে মানিয়ে চলতে হয় সেটি শিখছি?

পৃষ্ঠতলতা মানুষকে প্রশ্ন করা থেকে থামানো আরেকটি প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ বহু বছর ধরে গড়ে তোলা একটি ভাবমূর্তি হারানোর ভয় করতে পারে।

আলাদা হওয়ার অনুমতি

প্রশ্নকরণের সবচেয়ে বড় অদৃশ্য বাধাগুলোর একটি হলো আলাদা হওয়ার ভয়।

মানুষ আলাদা দাঁড়ানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ দ্বিমতের ভয় করতে পারে।

মানুষ ভুল বলে দেখানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ বিচারিত হওয়ার ভয় করতে পারে।

মানুষ একা হওয়ার ভয় করতে পারে।

মানুষ গ্রহণযোগ্যতা হারানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ অন্তর্ভুক্তি হারানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ বাইরের মানুষ হয়ে যাওয়ার ভয় করতে পারে।

এটি মানিয়ে চলার জন্য বিপুল চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

মানুষ শেষ পর্যন্ত শিখতে পারে যে বোঝার চেয়ে মানিয়ে চলা নিরাপদ।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি বুঝতে চেষ্টা করছি?

নাকি মানিয়ে চলতে চেষ্টা করছি?

আমি কি সত্যকে সুরক্ষিত রাখছি?

নাকি অন্তর্ভুক্তিকে সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কি বোঝাপড়া অনুসরণ করছি?

নাকি গ্রহণযোগ্যতা অনুসরণ করছি?

মানব অগ্রগতি প্রায়ই শুরু হয় যখন মানুষ আলাদা হওয়ার ভয় করা বন্ধ করে।

সমস্যা সমাধানে অন্যদের অপেক্ষা

মানুষ প্রায়ই এমন সমস্যার সমাধানে অন্য কারও অপেক্ষায় থাকে,
যেগুলোতে তারা নিজেরাই অবদান রাখছে।

তারা নেতাদের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা কর্তৃত্বের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

তারা অন্য কারও কাজ করার অপেক্ষায় থাকতে পারে।

কিন্তু বিশ্ব-পরিবেশ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির অবদানে সম্মিলিতভাবে পুনর্নির্মিত হয়।

একজন শেখায়।

একজন পুনরাবৃত্তি করে।

একজন প্রয়োগ করে।

একজন অনুমোদন করে।

একজন সুরক্ষিত রাখে।

একজন নীরব থাকে।

একজন অনুসরণ করে।

আলাদাভাবে এসব আচরণ ছোট মনে হতে পারে।

সমষ্টিগতভাবে এগুলো একটি সম্পূর্ণ বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কীতে অবদান রাখছি?

আমি কী পুনর্নির্মাণে সাহায্য করছি?

আমি কোন আচরণ পুনরাবৃত্তি করছি?

আমি কোন আচরণ সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কোন আচরণ স্বাভাবিক করছি?

মানবতা পুনরাবৃত্ত সমস্যা সমাধান করতে পারে না, যদি তারা অন্য কারও সমাধানের অপেক্ষায় থাকে।

মানব চেতনা এবং প্রশ্ন করার অনুমতি

মানব চেতনা অগ্রসর হয় যখন মানুষ শেখার অনুমতির অপেক্ষা করা বন্ধ করে।

মানুষ প্রায়ই শেখানো হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, অথচ তারা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান সবচেয়ে বড় শেখার পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই শিক্ষা।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই প্রমাণ-উপাদান।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই শেখার সুযোগ।

বিশ্ব-পরিবেশ নিজেই শিক্ষক।

যা ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান সেখান থেকে শেখার জন্য মানুষের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

তাদের সেটিকে বোঝার সরঞ্জাম প্রয়োজন।

মানবতা প্রায়ই এমন একটি বিশ্ব থেকে শেখার অনুমতির অপেক্ষায় থাকে, যা ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান।

এই কারণেই প্রশ্ন করার অনুমতি গুরুত্বপূর্ণ।

এটি শেখাকে থামানো অদৃশ্য বাধাগুলো সরায়।

প্রশ্ন করার অনুমতি এবং মানব অগ্রগতি

প্রশ্ন করার অনুমতি মানব অগ্রগতির অনুপস্থিত পথের অংশ।

মানুষ প্রশ্ন করার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

অন্যের হাতে দেওয়া চিন্তা স্বাধীন চিন্তাভাবনার জায়গা নিলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

অন্তর্ভুক্তি সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

ভয় বোঝাপড়ার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আচরণ নিয়ন্ত্রণ করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

পৃষ্ঠতলতা স্বাভাবিক হয়ে উঠলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

শিশুরা প্রশ্ন করার সক্ষমতা হারিয়ে এমন প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হলে যারা শেখার আগে অনুমতি চায়, মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ শেখা শুরু হওয়ার আগেই নিজেকে শেখা থেকে থামালে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে মানবতা স্বাধীন চিন্তক হতে পারে না।

বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে কী আচরণকে পুরস্কৃত এবং সুরক্ষিত করছে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে পুনরাবৃত্ত আচরণ যে দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে মেলে কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে:

কে বা কী অনুমতি নিয়ন্ত্রণ করছে?

কী মানুষকে প্রশ্ন করা থেকে থামায়?

প্রশ্নকরণ নিরুৎসাহিত হলে কোন আচরণ সুরক্ষিত থাকে?

মানুষ অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মিত হয়?

মানুষ শেখার অনুমতির অপেক্ষা বন্ধ করলে কী ঘটে?

এইভাবেই মানুষ নিজের চিন্তার চারপাশের অদৃশ্য বাধা চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ আত্ম-নিয়ন্ত্রণমূলক নীরবতা চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ দলগত আচরণ চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ ভয়ভিত্তিক নীরবতা চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ পৃষ্ঠতলতা চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ গ্রহণ থেকে প্রশ্নকরণের দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ প্রশ্নকরণ থেকে দেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।

এইভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হওয়া থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যায়।

অংশ ৬ - আবেগগত প্রভাব

আবেগগত প্রভাব আসলে কী

অংশ ১ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শুধু বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদে পরিণত হওয়ার বদলে বিশ্ব-পরিবেশকে দেখতে শিখতে হবে।

অংশ ২ প্রতিষ্ঠা করেছে যে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না—মানুষকে তা পরীক্ষা করতে হবে।

অংশ ৩ প্রতিষ্ঠা করেছে যে কোন প্রণোদনা আচরণকে পুরস্কৃত, সুরক্ষিত এবং পুনরাবৃত্ত করছে—মানুষকে তা বুঝতে হবে।

অংশ ৪ প্রতিষ্ঠা করেছে যে পুনরাবৃত্ত আচরণ মানবতাকে ইতোমধ্যেই যা দেখাচ্ছে সেখান থেকে মানুষকে শিখতে হবে।

অংশ ৫ প্রতিষ্ঠা করেছে যে শেখা শুরু হওয়ার আগেই মানুষ কেন নিজেকে প্রশ্ন করা থেকে থামাতে পারে তা বুঝতে হবে।

অংশ ৬ এখন আবেগগত প্রভাবে প্রবেশ করে।

আবেগগত প্রভাব রয়েছে কারণ বোঝাপড়া বিকাশের আগেই আবেগ কীভাবে মনকে গঠন করতে পারে তা না বোঝা পর্যন্ত মানুষ মানব আচরণ, বিশ্বাস, আস্থা, নীরবতা, প্রতিক্রিয়া, পুনরাবৃত্তি বা শেখাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন চিন্তক হওয়ার আগে আবেগপ্রবণ সত্তা।

মানুষ বুঝবার আগে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।

মানুষ পরীক্ষা করার আগে ভয় পেতে পারে।

মানুষ প্রশ্ন করার আগে রক্ষা করতে পারে।

মানুষ প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগে বিশ্বাস করতে পারে।

মানুষ শেখার আগে পক্ষ বেছে নিতে পারে।

কী সেই আবেগগত বন্ধন গঠন করেছে তা বোঝার আগেই মানুষ আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে পড়তে পারে।

এটি মানব অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি সৃষ্টি করে।

আবেগ মানুষ কী গ্রহণ করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী প্রত্যাখ্যান করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কাকে বিশ্বাস করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী ভয় করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী রক্ষা করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী এড়িয়ে যায় তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী বিষয়ে নীরব থাকে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী পুনরাবৃত্তি করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী প্রশ্ন করতে অস্বীকার করে তা প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগগত প্রভাব মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে শেখায়:

কোন আবেগ সক্রিয় করা হচ্ছে?

কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি করা হচ্ছে?

কোন ভয় উদ্দীপিত করা হচ্ছে?

কোন রাগ ব্যবহার করা হচ্ছে?

কোন আবেগগত বন্ধন সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে?

কোন বিশ্বাস রক্ষা করা হচ্ছে?

এই আবেগ কোন আচরণ তৈরি করছে?

এই আবেগগত প্রতিক্রিয়া কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে?

আবেগগত প্রভাব মানবতা থেকে আবেগ সরানোর বিষয় নয়।

এটি বোঝাপড়া বিকাশের আগে আবেগ মানবতাকে কীভাবে গঠন করে তা শেখার বিষয়।

আবেগ শত্রু নয়

আবেগ শত্রু নয়।

আবেগ মানুষ হওয়ার অংশ।

আবেগ দেখাতে পারে যে কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ।

আবেগ মানুষকে বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করতে পারে।

আবেগ আঘাত প্রকাশ করতে পারে।

আবেগ যত্ন প্রকাশ করতে পারে।

আবেগ ভয় প্রকাশ করতে পারে।

আবেগ আবেগগত বন্ধন প্রকাশ করতে পারে।

আবেগ মানুষ কী মূল্য দেয় তা প্রকাশ করতে পারে।

কিন্তু আবেগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

ভয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

রাগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

ক্ষোভ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

উচ্ছ্বাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

দুঃখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

সুখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

জরুরিতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

আত্মবিশ্বাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য নয়।

মানুষ খুব প্রবলভাবে কিছু অনুভব করেও যা দেখানো হচ্ছে সেটি ভুল বুঝতে পারে।

মানুষ নিশ্চিত বোধ করেও ভুল হতে পারে।

মানুষ ভয় পেতে পারে, তবু কী সেই ভয় সৃষ্টি করেছে তা না বুঝতে পারে।

মানুষ রাগ করতে পারে, তবু সেই রাগের নিচে কোন প্রক্রিয়া কাজ করেছে তা না বুঝতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কী অনুভব করছি?

আমি কেন এটি অনুভব করছি?

এই আবেগ কী সৃষ্টি করেছে?

আমি যা অনুভব করছি সেটিকে কোন প্রমাণ-উপাদান সমর্থন করে?

এই আবেগ আমাকে কোন আচরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

এই আবেগ কি আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে?

নাকি এই আবেগ আমাকে শেখা থেকে থামাচ্ছে?

আবেগকে প্রশ্ন করতে হবে, অন্ধভাবে মানতে নয়।

আবেগগত উপস্থাপনা প্রমাণ-উপাদান নয়

আবেগগত উপস্থাপনা প্রমাণ-উপাদান নয়।

কেউ কোমলভাবে কথা বলছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কেউ আবেগপূর্ণভাবে কথা বলছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কেউ রাগের সঙ্গে কথা বলছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কেউ আন্তরিক শোনাচ্ছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কেউ আত্মবিশ্বাসী শোনাচ্ছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কেউ শান্ত শোনাচ্ছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কেউ যত্নশীল শোনাচ্ছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কারও একটি উপাধি আছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

কাউকে বিশেষজ্ঞ বলা হচ্ছে—এটি প্রমাণ-উপাদান নয়।

যে দাবি করা হচ্ছে প্রমাণ-উপাদান সেটিকে সমর্থন করে কি না তা পরীক্ষা করার আগেই মানুষ আবেগগত উপস্থাপনা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

কেউ নরম স্বরে কথা বলেও বিভ্রান্ত করতে পারে।

কেউ সদয় শোনিয়েও প্রতারণা করতে পারে।

কেউ আবেগপূর্ণ শোনিয়েও ভুল হতে পারে।

কেউ রাগান্বিত শোনিয়েও কারসাজি করতে পারে।

কেউ আন্তরিক শোনিয়েও অভিনয় করতে পারে।

কেউ আত্মবিশ্বাসী শোনিয়েও প্রমাণ-উপাদানহীন হতে পারে।

সত্য পরীক্ষা হওয়ার আগেই কেউ আস্তা সৃষ্টি করতে একটি উপাধি ব্যবহার করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি প্রমাণ-উপাদানের ওপর আস্থা রাখছি?

নাকি উপস্থাপনার ওপর আস্থা রাখছি?

আমি কি সত্য শুনছি?

নাকি আবেগে সাড়া দিচ্ছি?

আমাকে কি প্রমাণ-উপাদান দেখানো হচ্ছে?

নাকি গ্রহণ করানোর জন্য আমাকে আবেগগতভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে?

এটি সরাসরি প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে—প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই মানুষকে গ্রহণ করাতে আবেগ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না।

আবেগগত অভিনয় এবং মিথ্যা চরিত্র-ভাবমূর্তি

সময়ের সঙ্গে আবেগগত অভিনয় একটি মিথ্যা চরিত্র-ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বারবার সদয়তার অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বারবার আন্তরিকতার অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বারবার আত্মবিশ্বাসের অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বারবার শান্ততার অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বারবার উদ্বেগের অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বারবার কর্তৃত্বের অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বারবার বিশেষজ্ঞতার অভিনয় করতে পারে।

সময়ের সঙ্গে পুনরাবৃত্ত আবেগগত অভিনয় এমন একটি জনসম্মুখের ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারে, যেটিকে মানুষ চরিত্র বলে ভুল করে।

এটি সরাসরি চরিত্র ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে যুক্ত।

চরিত্র কোনো ব্যক্তি আবেগগতভাবে কী অভিনয় করে তা নয়।

চরিত্র হলো সময়ের সঙ্গে আচরণ বারবার কী দেখায়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন আচরণ এই আবেগগত উপস্থাপনাকে সমর্থন করে?

কোন সামঞ্জস্য এই ভাবমূর্তিকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এই আস্থাকে সমর্থন করে?

কোন প্রণোদনা এই অভিনয়কে গঠন করতে পারে?

এই আবেগগত ভাবমূর্তি প্রশ্ন করা হলে কী ঘটে?

আবেগগত অভিনয়কে প্রশ্ন করতে হবে, কারণ একটি মিথ্যা চরিত্র-ভাবমূর্তি মানুষকে পরীক্ষা করার আগেই আস্থা রাখতে পারে।

বোঝার আগেই প্রতিক্রিয়া

মানব শেখার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাগুলোর একটি হলো মানুষ প্রায়ই বোঝার আগেই প্রতিক্রিয়া দেখায়।

প্রতিক্রিয়া দ্রুত ঘটতে পারে।

বোঝাপড়ার জন্য কাজ করতে হয়।

প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক মনে হতে পারে।

বোঝাপড়ার জন্য প্রশ্নকরণ প্রয়োজন।

প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত বলে মনে হতে পারে।

বোঝাপড়ার জন্য পরীক্ষা প্রয়োজন।

প্রতিক্রিয়া মানুষকে মনে করাতে পারে যে তারা ইতোমধ্যেই জানে।

বোঝাপড়ার জন্য মানুষকে ধীর হতে এবং শিখতে হয়।

মানুষ কিছু দেখে সঙ্গে সঙ্গে রেগে যেতে পারে।

তারা কিছু শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়তে পারে।

তারা কিছু পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পক্ষ বেছে নিতে পারে।

তারা কিছু দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটি অবস্থান রক্ষা করতে পারে।

তারা কিছু অভিজ্ঞতা করে সঙ্গে সঙ্গে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া বোঝাপড়া নয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি?

নাকি আমি শিখছি?

আমি কি রক্ষা করছি?

নাকি পরীক্ষা করছি?

আমি কি পক্ষ বেছে নিচ্ছি?

নাকি বুঝতে চেষ্টা করছি?

আমি কি আবেগে প্রভাবিত হচ্ছি?

নাকি স্পষ্টভাবে দেখছি?

গন্তব্য প্রতিক্রিয়া নয়।

গন্তব্য বোঝাপড়া।

আবেগগত প্রক্রিয়া হিসেবে ভয়

ভয় বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে কাজ করা সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগগত প্রক্রিয়াগুলোর একটি।

ভয় প্রশ্নকরণ থামাতে পারে।

ভয় কথা বলা থামাতে পারে।

ভয় উন্মোচন থামাতে পারে।

ভয় শেখা থামাতে পারে।

ভয় সত্য থামাতে পারে।

ভয় স্বাধীন চিন্তাভাবনা থামাতে পারে।

ভয় অনুপালন সৃষ্টি করতে পারে।

ভয় নীরবতা সৃষ্টি করতে পারে।

ভয় আনুগত্য সৃষ্টি করতে পারে।

ভয় পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্বকে ভয় করতে পারে।

মানুষ ব্যবস্থাকে ভয় করতে পারে।

মানুষ অর্থ হারানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ কাজ হারানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ অন্তর্ভুক্তি হারানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ অনুমোদন হারানোর ভয় করতে পারে।

মানুষ ভুল হওয়ার ভয় করতে পারে।

মানুষ একা হওয়ার ভয় করতে পারে।

মানুষ আলাদা দাঁড়ানোর ভয় করতে পারে।

ভয় প্রশ্নকরণের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

ভয় প্রমাণ-উপাদানের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

ভয় সামঞ্জস্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

ভয় সত্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন ভয় কাজ করছে?

এই ভয় থেকে কে লাভবান হয়?

এই ভয় কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

এই ভয় আমাকে কী প্রশ্ন করা থেকে থামাচ্ছে?

এই ভয় আমাকে কী শেখা থেকে থামাচ্ছে?

এই ভয় কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করছে?

ভয়কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া উচিত নয়।

ভয়কে প্রশ্ন করতে হবে।

রাগ, ক্ষোভ এবং আবেগগত বন্দিত্ব

রাগ দেখাতে পারে যে কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু রাগ শেখাও থামাতে পারে।

ক্ষোভ মানুষকে শক্তিশালী অনুভব করাতে পারে, অথচ বোঝাপড়া প্রতিরোধ করতে পারে।

মানুষ রাগের দ্বারা আবেগগতভাবে বন্দী হয়ে পড়তে পারে।

তারা পরীক্ষা করার আগে আক্রমণ করতে পারে।

তারা বোঝার আগে দোষ দিতে পারে।

তারা প্রশ্ন করার আগে পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

তারা শেখার আগে রক্ষা করতে পারে।

তারা আবেগগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আটকা পড়তে পারে।

মানুষকে বোঝার বদলে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে রাখতে বয়ান, ব্যবস্থা, দল, গণমাধ্যম এবং সামাজিক পরিবেশও রাগ ব্যবহার করতে পারে।

মানুষ রাগকে সত্য বলেও ভুল করতে পারে।

কেউ রাগান্বিত শোনায় বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কেউ আবেগপূর্ণ বলে দেখায় বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কেউ আবেগের শক্তি দিয়ে কথা বলে বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কিন্তু রাগ প্রমাণ-উপাদান নয়।

আবেগপূর্ণতা প্রমাণ-উপাদান নয়।

আবেগের শক্তি প্রমাণ-উপাদান নয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই রাগ কী দেখাচ্ছে?

এই রাগ কী লুকাচ্ছে?

এই রাগ আমাকে কী করতে ঠেলে দিচ্ছে?

এই রাগ থেকে কে লাভবান হয়?

এই ক্ষোভ কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?
এই রাগ কি আমাকে শিখতে সাহায্য করছে?
নাকি এটি আমাকে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আটকে রাখছে?
রাগ শেখার শেষ হয়ে উঠতে পারে না।
রাগ এমন কিছু হতে হবে, যা থেকে মানুষ শেখে।

নির্মিত আস্থা এবং আবেগগত প্রতারণা

আস্থা আবেগগতভাবে নির্মিত হতে পারে।
প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই মানুষকে আস্থা রাখতে প্রভাবিত করা যেতে পারে।
একজন ব্যক্তি সদয় বলে দেখায় বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তি শান্ত বলে দেখায় বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তি আন্তরিক বলে দেখায় বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসী বলে দেখায় বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তি যত্নশীল বলে দেখায় বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তি পেশাদার বলে দেখায় বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তি একটি উপাধি ব্যবহার করে বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।
একজন ব্যক্তি আবেগঘন গল্প বলে বলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কিন্তু চেহারা প্রমাণ-উপাদান নয়।

সদয়তা প্রমাণ-উপাদান নয়।

শান্ততা প্রমাণ-উপাদান নয়।

আন্তরিকতা প্রমাণ-উপাদান নয়।

আত্মবিশ্বাস প্রমাণ-উপাদান নয়।

পেশাদার চেহারা প্রমাণ-উপাদান নয়।

বিশেষজ্ঞ মর্যাদা প্রমাণ-উপাদান নয়।

একটি আবেগঘন গল্প নিজে প্রমাণ-উপাদান নয়।

মানুষ আবেগগত অভিনয় দ্বারা প্রতারিত হতে পারে।

একজন ব্যক্তি সদয়তার অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি আন্তরিকতার অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসের অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি উদ্বেগের অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি কর্তৃত্বের অভিনয় করতে পারে।

একজন ব্যক্তি বিশেষজ্ঞতার অভিনয় করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন প্রমাণ-উপাদান এই আত্মাকে সমর্থন করে?

কোন আচরণ এই আত্মাকে সমর্থন করে?

কোন সামঞ্জস্য এই আত্মাকে সমর্থন করে?

কোন প্রণোদনা এই উপস্থাপনাকে গঠন করতে পারে?

আমাকে কি বুঝতে সাহায্য করা হচ্ছে?

নাকি বিশ্বাস করানোর জন্য আমাকে আবেগে প্রভাবিত করা হচ্ছে?

নির্মিত আস্থাকে প্রশ্ন করতে হবে, কারণ আবেগগত প্রতারণা প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই মানুষকে বিশ্বাস করাতে পারে।

বিশ্বাসের সঙ্গে আবেগগত বন্ধন

মানুষ বিশ্বাসের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে পড়তে পারে।

তারা বয়ানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তারা দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তারা পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তারা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তারা কর্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তারা মিথ্যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তারা যা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

একবার আবেগগত বন্ধন তৈরি হলে প্রশ্নকরণ আক্রমণের মতো অনুভূত হতে পারে।

বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার মতো অনুভূত হতে পারে।

দলকে প্রশ্ন করা বিশ্বাসঘাতকতার মতো অনুভূত হতে পারে।

ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করা বিপদের মতো অনুভূত হতে পারে।

বয়ানকে প্রশ্ন করা ক্ষতির মতো অনুভূত হতে পারে।

এটি মানুষকে শেখা থেকে থামাতে পারে।

মানুষ এমন বিশ্বাস রক্ষা করতে পারে যা তারা কখনও পরীক্ষা করেনি, কারণ সেই বিশ্বাস তারা নিজেদের কে মনে করে তার অংশ হয়ে গেছে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি সত্য রক্ষা করছি?

নাকি আবেগগত বন্ধন রক্ষা করছি?

আমি কি প্রমাণ-উপাদান সুরক্ষিত রাখছি?

নাকি পরিচয় সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কি এটি পরীক্ষা করছি?

নাকি আবেগগতভাবে এটিকে সুরক্ষিত রাখছি?

এই বিশ্বাস ভুল হলে কী ঘটবে?

আমি এটিকে প্রশ্ন করলে কী হারাব?

আবেগগত বন্ধন স্বাধীন চিন্তাভাবনার সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

সামাজিক পরিবেশ এবং আবেগগত প্রভাব

আধুনিক পরিবেশ ক্রমাগত আবেগ সক্রিয় করতে পারে।

মানুষকে ভয় দেখানো হয়।

মানুষকে ক্ষোভ দেখানো হয়।

মানুষকে সংঘাত দেখানো হয়।

মানুষকে তুলনা দেখানো হয়।

মানুষকে জনপ্রিয়তা দেখানো হয়।

মানুষকে মর্যাদা দেখানো হয়।

মানুষকে ঈর্ষা দেখানো হয়।

মানুষকে হিংসা দেখানো হয়।

মানুষকে জরুরিতা দেখানো হয়।

মানুষকে পৃষ্ঠতলতা দেখানো হয়।

এসব আবেগগত পরিবেশ আচরণ গঠন করতে পারে।

এগুলো মানুষকে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।

এগুলো মানুষকে তুলনা করতে পারে।

এগুলো মানুষকে নকল করতে পারে।

এগুলো মানুষকে রক্ষা করতে পারে।

এগুলো মানুষকে নিজেকে অপ্রতুল মনে করাতে পারে।

এগুলো মানুষকে অনুমোদন খুঁজতে পারে।

এগুলো মানুষকে বর্জনের ভয় করাতে পারে।

এগুলো মানুষকে দৃশ্যমানতাকে গুরুত্ব বলে ভুল করতে পারে।

এগুলো মানুষকে আবেগগত অভিনয়কে সত্য বলেও ভুল করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই পরিবেশ কোন আবেগ সৃষ্টি করছে?

এই পরিবেশ কোন আচরণ পুরস্কৃত করছে?

কোন তুলনা উৎসাহিত করা হচ্ছে?

কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি করা হচ্ছে?

কোন আবেগগত উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে?

কোন বোঝাপড়া প্রতিরোধ করা হচ্ছে?

সামাজিক পরিবেশ আবেগগত শ্রেণিকক্ষে পরিণত হতে পারে।

কিন্তু মানুষকে আবেগগত প্রভাব কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো না হলে সেই শ্রেণিকক্ষ বোঝাপড়ার বদলে প্রতিক্রিয়া শেখাতে পারে।

শিক্ষা, শিশু এবং আবেগগত প্রভাব

শিক্ষাকেও শিশুদের আবেগগত প্রভাব প্রশ্ন করতে শেখাতে হবে।

শিশুদের শুধু তথ্যের প্রয়োজন নেই।

শিশুদের বুঝতে হবে তাদের মন কীভাবে গঠিত হতে পারে।

আবেগ কীভাবে আস্থা, ভয়, বিশ্বাস, প্রতিক্রিয়া, নীরবতা, অন্তর্ভুক্তি এবং আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে তা তাদের বুঝতে হবে।

শিশুদের ভীত করে তোলা হতে পারে।

শিশুদের রাগান্বিত করে তোলা হতে পারে।

শিশুদের লজ্জিত করে তোলা হতে পারে।

শিশুদের বিব্রত করে তোলা হতে পারে।

শিশুদের বর্জিত বোধ করানো হতে পারে।

প্রশ্ন করার জন্য শিশুদের ভুল বলে বোধ করানো হতে পারে।

শিশুরা নীরব থাকতে শিখতে পারে, কারণ আবেগ তাদের শিখিয়েছে প্রশ্ন করা অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

শিশুরা আবেগগত উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করতেও শিখতে পারে।

কেউ সদয় শোনায় বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কেউ আত্মবিশ্বাসী শোনায় বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কেউ আবেগপূর্ণ শোনায় বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কেউ একটি উপাধি বহন করে বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

কাউকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় বলে তারা তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

এটি শিশুদের থেকে আবেগ সরানোর বিষয় নয়।

এটি শিশুদের আবেগ বুঝতে সাহায্য করার বিষয়।

শিশুদের শেখা উচিত যে কোনো ব্যক্তি সদয়, রাগান্বিত, আত্মবিশ্বাসী, আন্তরিক, বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃত্বপূর্ণ বলে দেখালেও প্রমাণ-উপাদান, আচরণ, সামঞ্জস্য এবং প্রণোদনাকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন দূর হয় না।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে আবেগ কীভাবে আচরণ গঠন করে?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে ভয় কীভাবে প্রশ্নকরণ থামাতে পারে?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে রাগ কীভাবে শেখা থামাতে পারে?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে অন্তর্ভুক্তি কীভাবে বিশ্বাস গঠন করতে পারে?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে লজ্জা কীভাবে নীরবতা সৃষ্টি করতে পারে?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে আবেগগত উপস্থাপনা কীভাবে প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই আস্থা সৃষ্টি করতে পারে?

শিশুদের কি নিরাপদভাবে আবেগগত প্রভাব প্রশ্ন করতে শেখানো হচ্ছে?

শিশুদের আবেগগত প্রভাব কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো না হলে তারা যে আবেগগত পরিবেশকে বোঝে না তার উৎপাদে পরিণত হতে পারে।

কেন আবেগগত প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ

আবেগ বারবার বোঝাপড়াকে অতিক্রম করলে মানবতা বিশ্ব-পরিবেশ থেকে সঠিকভাবে শিখতে পারে না—এই কারণেই আবেগগত প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে প্রমাণ-উপাদান যে দাবি করা হচ্ছে সেটিকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে কী আচরণকে পুরস্কৃত এবং সুরক্ষিত করছে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে পুনরাবৃত্ত আচরণ যে দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে মেলে কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে কে বা কী অনুমতি নিয়ন্ত্রণ করছে।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে:

কোন আবেগ এটিকে গঠন করছে?

কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি করা হচ্ছে?

কোন ভয় ব্যবহার করা হচ্ছে?

কোন রাগ ব্যবহার করা হচ্ছে?

কোন আস্থা নির্মিত হচ্ছে?

কোন আবেগগত বন্ধন সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে?

এই আবেগ কোন আচরণ তৈরি করছে?

এই আবেগ কোন বোঝাপড়াকে প্রতিরোধ করছে?

এইভাবেই মানুষ আবেগগত প্রভাব চিনতে শুরু করে।

এইভাবেই মানুষ প্রতিক্রিয়া চিনতে শুরু করে।
এইভাবেই মানুষ আবেগগত বন্ধন চিনতে শুরু করে।
এইভাবেই মানুষ নির্মিত আস্থা চিনতে শুরু করে।
এইভাবেই মানুষ আবেগগত প্রতারণা চিনতে শুরু করে।
এইভাবেই মানুষ ভয়ভিত্তিক আচরণ চিনতে শুরু করে।
এইভাবেই মানুষ প্রতিক্রিয়া থেকে প্রশ্নকরণের দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ প্রশ্নকরণ থেকে দেখার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ বোঝাপড়া থেকে শেখার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকে যায়।
এইভাবেই মানুষ আবেগগত পরিবেশের উপাদান হওয়া থেকে
বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হওয়ার দিকে যায়।

সময়ের সঙ্গে আবেগগত প্রভাব

এই অংশের প্রথম ভাগ ব্যাখ্যা করেছে যে আবেগ শত্রু নয়, কিন্তু আবেগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্যও নয়।

এটি আরও ব্যাখ্যা করেছে যে আবেগগত উপস্থাপনা প্রমাণ-উপাদান নয়, প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগে আস্থা আবেগগতভাবে নির্মিত হতে পারে এবং পুনরাবৃত্ত আবেগগত অভিনয় সময়ের সঙ্গে একটি মিথ্যা চরিত্র-ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারে।

এই অংশ এখন সময়ের সঙ্গে আবেগগত প্রভাব কীভাবে কাজ করে সেদিকে এগোয়।

আবেগগত প্রভাব শুধু একটি মুহূর্তে ঘটে না।

এটি পুনরাবৃত্ত হতে পারে।

এটি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

এটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেতে পারে।

এটি বিশ্ব-পরিবেশের অংশ হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ বোঝার আগে বারবার প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।

মানুষ পরীক্ষা করার আগে বারবার ভয় পেতে পারে।

মানুষ প্রশ্ন করার আগে বারবার রক্ষা করতে পারে।

মানুষ প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগে বারবার বিশ্বাসকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ শেখার আগে বারবার আবেগ অনুসরণ করতে পারে।

মানুষ প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগে বারবার উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করতে পারে।

সময়ের সঙ্গে আবেগগত প্রতিক্রিয়া ধরণে পরিণত হতে পারে।

আবেগগত ধরণ আচরণে পরিণত হতে পারে।

আচরণ বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

সময়ের সঙ্গে কোন আবেগগত প্রতিক্রিয়া পুনরাবৃত্ত হয়েছে?

কোন ভয় পুনরাবৃত্ত হয়েছে?

কোন রাগ পুনরাবৃত্ত হয়েছে?

কোন আবেগগত বন্ধন সুরক্ষিত থেকেছে?

কোন আবেগগত উপস্থাপনাকে বারবার বিশ্বাস করা হয়েছে?

কোন আবেগগত অভিনয় বারবার আস্তা সৃষ্টি করেছে?

কোন আবেগগত ধরণ বারবার দেখা দিচ্ছে?

এই আবেগ বারবার কোন আচরণ তৈরি করেছে?

এই আবেগগত ধরণ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করেছে?

সময়ের সঙ্গে আবেগগত প্রভাব মানুষকে দেখতে সাহায্য করে যে প্রতিক্রিয়া সবসময় বিচ্ছিন্ন নয়।

সেগুলো পুনরাবৃত্ত মানব আচরণে পরিণত হতে পারে।

আবেগগত শর্তায়ন

মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ দ্বারা আবেগগতভাবে শর্তায়িত হতে পারে।

তাদের কিছু প্রশ্নকে ভয় করতে শর্তায়িত করা হতে পারে।

প্রশ্ন করার জন্য লজ্জা বোধ করতে তাদের শর্তায়িত করা হতে পারে।

আলাদা দাঁড়ানোর জন্য অপরাধবোধ করতে তাদের শর্তায়িত করা হতে পারে।

বোঝার আগে রাগ করতে তাদের শর্তায়িত করা হতে পারে।

পরীক্ষার আগে বিশ্বস্ততা বোধ করতে তাদের শর্তায়িত করা হতে পারে।

বিশ্বাস প্রশ্ন করা হলে হুমকি অনুভব করতে তাদের শর্তায়িত করা হতে পারে।

মানিয়ে চললে নিরাপদ বোধ করতে তাদের শর্তায়িত করা হতে পারে।

তাদের আবেগগত উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করতেও শর্তায়িত করা হতে পারে।

তারা আত্মবিশ্বাসকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

তারা আবেগপূর্ণতাকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

তারা কোমলতাকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

তারা সদয়তাকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

তারা উপাধিকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

তারা বিশেষজ্ঞ-উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

তারা আবেগঘন গল্পকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

তারা আন্তরিক বলে দেখায় এমন মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখতে পারে।

এই আবেগগত শর্তায়ন জীবনের শুরুতেই শুরু হতে পারে।

শিশুরা কী অনুমোদন সৃষ্টি করে তা শিখতে পারে।

শিশুরা কী প্রত্যাখ্যান সৃষ্টি করে তা শিখতে পারে।

শিশুরা কী বিব্রততা সৃষ্টি করে তা শিখতে পারে।

শিশুরা কী শাস্তি সৃষ্টি করে তা শিখতে পারে।

শিশুরা কী অন্তর্ভুক্তি সৃষ্টি করে তা শিখতে পারে।

শিশুরা কোন আবেগগত উপস্থাপনা আস্থা অর্জন করে তা শিখতে পারে।

তারপর শিশুরা এমন প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হতে পারে, যারা কখনও প্রশ্ন না করা আবেগগত ধারণা বহন করে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কোন আবেগগত প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি?

কোন আবেগগত প্রতিক্রিয়া আমাকে শেখানো হয়েছে?

কোন আবেগগত প্রতিক্রিয়া পুরস্কৃত হয়েছে?

কোন আবেগগত প্রতিক্রিয়া শাস্তি পেয়েছে?

কোন আবেগগত উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করতে আমাকে শেখানো হয়েছে?

কোন বিষয় আমাকে আবেগগতভাবে প্রতিরক্ষামূলক করে?

কোন প্রশ্ন আমাকে অস্বস্তি দেয়?

কোন আবেগ আমাকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করা থেকে থামায়?

আবেগগত শর্তায়ন মানব আচরণ গঠনকারী লুকানো প্রক্রিয়াগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

ভয়, কর্তৃত্ব এবং আনুগত্য

ভয় কর্তৃত্বের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করার ভয় করতে পারে।

মানুষ ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করার ভয় করতে পারে।

মানুষ শিক্ষকদের সঙ্গে দ্বিমত করার ভয় করতে পারে।

মানুষ সরকারকে প্রশ্ন করার ভয় করতে পারে।

মানুষ গণমাধ্যমকে প্রশ্ন করার ভয় করতে পারে।

মানুষ বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন করার ভয় করতে পারে।

মানুষ নিয়োগকর্তাদের প্রশ্ন করার ভয় করতে পারে।

মানুষ ফলাফলের ভয় করতে পারে।

তারপর বোঝাপড়া বিকাশের আগেই ভয় আনুগত্য সৃষ্টি করতে পারে।

মানুষ বুঝে বলে আনুগত্য করতে পারে।

কিন্তু আনুগত্য না করলে কী ঘটবে তা ভয় করেও মানুষ আনুগত্য করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি বুঝি বলে আনুগত্য করছি?

নাকি আমি ভয় পাই বলে আনুগত্য করছি?

আমি কি প্রমাণ-উপাদান সমর্থন করে বলে গ্রহণ করছি?

নাকি কর্তৃত্ব ভয় সৃষ্টি করে বলে গ্রহণ করছি?

আমি কি একমত বলে নীরব আছি?

নাকি ফলাফলের ভয়ে নীরব আছি?

ভয়ভিত্তিক আনুগত্য পুনরাবৃত্ত বিশ্ব-সমস্যাকে চলতে রাখতে পারে, কারণ সত্য পরীক্ষা করার আগেই মানুষ প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

আবেগগত বন্ধন এবং পরিচয়

মানুষ তারা নিজেদের কে মনে করে তার সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে পড়তে পারে।

তারা নিজেদের পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তাদের দল।

তাদের ভূমিকা।

তাদের মর্যাদা।

তাদের বিশ্বাস।

তাদের মতামত।

তাদের ইতিহাস।

তাদের ভাবমূর্তি।

তাদের সুনাম।

তাদের কর্তৃত্ব।

তাদের ব্যবস্থা।

পরিচয় বিশ্বাসের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে গেলে প্রশ্নকরণ ব্যক্তিগত মনে হতে পারে।

একটি প্রশ্ন আক্রমণের মতো মনে হতে পারে।

প্রমাণ-উপাদান ছমকির মতো মনে হতে পারে।

বৈপরীত্য অপমানের মতো মনে হতে পারে।

সংশোধন প্রত্যাখ্যানের মতো মনে হতে পারে।

শেখা ক্ষতির মতো মনে হতে পারে।

তারপর মানুষ সত্য খোঁজার বদলে পরিচয় রক্ষা করতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমার কোন অংশ ছমকির মুখে বলে মনে হচ্ছে?

আমি কোন পরিচয় সুরক্ষিত রাখছি?

কোন বিশ্বাস প্রশ্ন করা খুব কষ্টকর মনে হয়?

আমি আমার বোঝাপড়া বদলালে কী হারাব?

আমি কি সত্য সুরক্ষিত রাখছি?

নাকি আমি যাকে নিজেকে মনে করি সেটিকে সুরক্ষিত রাখছি?

মানব অগ্রগতির জন্য মানুষকে এমনভাবে শিখতে সক্ষম হতে হবে, যাতে প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে ব্যক্তিগত ধ্বংস বলে বিবেচনা না করে।

আবেগগত কারসাজি এবং উপস্থাপনা

তথ্য কীভাবে গ্রহণ করা হয় তা গঠন করতে আবেগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য ভয়ের সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

জরুরিতার সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ক্ষোভের সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

লজ্জার সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

অপরাধবোধের সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

গর্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ছমকির সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সদয়তার সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

শান্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আন্তরিকতার সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞ পরিচয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

পেশাদার মর্যাদার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

এই উপস্থাপনা প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ ভয় পায় বলে গ্রহণ করতে পারে।

মানুষ রেগে যায় বলে পুনরাবৃত্তি করতে পারে।
মানুষ বিশ্বস্ত বোধ করে বলে রক্ষা করতে পারে।
তারা অপরাধবোধ করে বলে অনুপালন করতে পারে।
তারা লজ্জা পায় বলে নীরব থাকতে পারে।
কেউ সদয় শোনায় বলে তারা বিশ্বাস করতে পারে।
কেউ আন্তরিক শোনায় বলে তারা বিশ্বাস করতে পারে।
কেউ আত্মবিশ্বাসী শোনায় বলে তারা বিশ্বাস করতে পারে।
কেউ শান্ত শোনায় বলে তারা বিশ্বাস করতে পারে।
কেউ পেশাদার শোনায় বলে তারা বিশ্বাস করতে পারে।
কাউকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় বলে তারা বিশ্বাস করতে পারে।
মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:
এই তথ্যের সঙ্গে কোন আবেগ যুক্ত?
আবেগ কি বোঝাপড়ায় সাহায্য করতে ব্যবহার করা হচ্ছে?
নাকি প্রশ্নকরণ থামাতে ব্যবহার করা হচ্ছে?
প্রমাণ-উপাদান কি দেখানো হচ্ছে?
নাকি প্রমাণ-উপাদানের বদলে আবেগগত চাপ ব্যবহার করা হচ্ছে?
আস্থা কি প্রমাণ-উপাদানের মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে?
নাকি উপস্থাপনার মাধ্যমে আস্থা নির্মিত হচ্ছে?
এটি সরাসরি প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

ভয় প্রমাণ-উপাদান নয় ।

ক্ষোভ প্রমাণ-উপাদান নয় ।

জরুরিতা প্রমাণ-উপাদান নয় ।

আবেগগত চাপ প্রমাণ-উপাদান নয় ।

সদয়তা প্রমাণ-উপাদান নয় ।

আন্তরিকতা প্রমাণ-উপাদান নয় ।

আত্মবিশ্বাস প্রমাণ-উপাদান নয় ।

বিশেষজ্ঞ-উপস্থাপনা প্রমাণ-উপাদান নয় ।

আবেগঘন গল্প এবং সৃষ্ট বিশ্বাস

গল্প আবেগগত বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে ।

একটি গল্প মানুষকে সহানুভূতি অনুভব করাতে পারে ।

একটি গল্প মানুষকে রাগ অনুভব করাতে পারে ।

একটি গল্প মানুষকে ভয় অনুভব করাতে পারে ।

একটি গল্প মানুষকে বিশ্বস্ততা অনুভব করাতে পারে ।

একটি গল্প মানুষকে অপরাধবোধ অনুভব করাতে পারে ।

একটি গল্প মানুষকে দায়িত্ব অনুভব করাতে পারে ।

একটি গল্প মানুষকে পক্ষ বেছে নিতে পারে ।

একটি গল্প পরীক্ষা করার আগে মানুষকে গ্রহণ করতে পারে ।

গল্প সত্য হতে পারে ।

গল্প নির্বাচিতও হতে পারে ।

গল্প গঠন করা যেতে পারে।

গল্প অভিনয় করা যেতে পারে।

গল্প পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

গল্প আবেগগত প্রতিক্রিয়া পরিচালনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই গল্প কোন আবেগ সৃষ্টি করছে?

কোন প্রমাণ-উপাদান গল্পটিকে সমর্থন করে?

কোন প্রমাণ-উপাদান অনুপস্থিত?

কোন দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচন করা হচ্ছে?

এই গল্প কোন আচরণ তৈরি করছে?

মানুষ এই গল্প বিশ্বাস করলে কে লাভবান হয়?

এই গল্প কি মানুষকে বুঝতে সাহায্য করছে?

নাকি এই গল্প মানুষকে আবেগগতভাবে পরিচালিত করছে?

আবেগঘন গল্পকে প্রশ্ন করতে হবে, কারণ এগুলো পরীক্ষা করার আগে মানুষকে অনুভব করাতে পারে।

আবেগ, বয়ান এবং পক্ষ বেছে নেওয়া

আবেগগত প্রভাব বয়ানের সঙ্গেও যুক্ত।

মানুষ আবেগগতভাবে গল্পের মধ্যে টেনে নেওয়া হতে পারে।

তাদের পক্ষ বেছে নিতে উৎসাহিত করা হতে পারে।

তাদের এক দলকে রক্ষা এবং অন্য দলকে আক্রমণ করতে উৎসাহিত করা হতে পারে।

প্রক্রিয়া বোঝার আগেই তাদের নায়ক ও খলনায়ক দেখতে উৎসাহিত করা হতে পারে।

প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই তাদের আবেগগত প্রতিক্রিয়া দেখাতে উৎসাহিত করা হতে পারে।

বয়ান আবেগের সঙ্গে যুক্ত হলে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ বয়ানটি রক্ষা করতে পারে, কারণ সেটি তাদের অন্তর্ভুক্তি দেয়।

তারা সেটি রক্ষা করতে পারে, কারণ সেটি তাদের পরিচয় দেয়।

তারা সেটি রক্ষা করতে পারে, কারণ সেটি তাদের নিশ্চয়তা দেয়।

তারা সেটি রক্ষা করতে পারে, কারণ সেটি তাদের একটি শত্রু দেয়।

কিন্তু পক্ষ বেছে নেওয়া আর বোঝা একই বিষয় নয়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমাকে কোন গল্পের মধ্যে টেনে নেওয়া হচ্ছে?

এই গল্প কোন আবেগ সৃষ্টি করছে?

মানুষ পক্ষ বেছে নিলে কে লাভবান হয়?

কোন প্রমাণ-উপাদান উপেক্ষা করা হচ্ছে?

কোন প্রক্রিয়া লুকানো হচ্ছে?

কোন বোঝাপড়া প্রতিরোধ করা হচ্ছে?

আবেগ যদি মানুষকে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে সাহায্য করার বদলে বয়ানের মধ্যে আটকে রাখে, তাহলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

আবেগগত প্রভাব, নীরবতা এবং আত্মরক্ষা

আবেগ নীরবতা সৃষ্টি করতে পারে।

মানুষ ভয় পায় বলে নীরব থাকতে পারে।

মানুষ লজ্জা পায় বলে নীরব থাকতে পারে।

মানুষ বিব্রত বোধ করে বলে নীরব থাকতে পারে।

মানুষ অপরাধবোধ করে বলে নীরব থাকতে পারে।

মানুষ প্রত্যাখ্যানের ভয় করে বলে নীরব থাকতে পারে।

মানুষ ভুল হওয়ার ভয় করে বলে নীরব থাকতে পারে।

মানুষ একা দাঁড়ানোর ভয় করে বলে নীরব থাকতে পারে।

তারপর নীরবতা পুনরাবৃত্তিকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা বয়ান সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা নির্ভরতা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা অন্যায় সুরক্ষিত রাখতে পারে।

নীরবতা বিশ্ব-পরিবেশ চলতে থাকাকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন আবেগ নীরবতা সৃষ্টি করছে?

এই নীরবতা কী সুরক্ষিত রাখছে?

নীরবতা শেষ হলে কী ঘটবে?

আবেগ মানুষকে কোন সত্য বলতে বাধ্য দিচ্ছে?

নীরবতা কোন পুনরাবৃত্ত ধরণ চলতে সাহায্য করছে?

আবেগগত নীরবতা অংশগ্রহণের একটি শক্তিশালী রূপ হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষা, শিশু এবং আবেগগত নিরাপত্তা

শিশুদের সঠিকভাবে প্রশ্ন করার জন্য আবেগগত নিরাপত্তা প্রয়োজন।

শিশুদের প্রশ্ন করতে ভয় দেখানো হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন করার জন্য শিশুদের লজ্জা দেওয়া হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন করার জন্য শিশুদের উপহাস করা হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন করার জন্য শিশুদের কঠিন বলে চিহ্নিত করা হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন করার জন্য শিশুদের ঝামেলাকারী হিসেবে দেখা হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন করার জন্য শিশুদের আবেগগতভাবে শাস্তি দেওয়া হলে তারা শিখতে পারে যে বোঝার চেয়ে নীরবতা নিরাপদ।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রশ্নকরণ শেখার দিকে যাওয়ার পথগুলোর একটি।

শিশুদের শিখতে হবে যে প্রশ্ন নিরাপদভাবে পরীক্ষা করা যায়।

তাদের শিখতে হবে যে আবেগ বোঝা যায়।

তাদের শিখতে হবে যে অস্বস্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো প্রশ্নকে ভুল করে না।

তাদের শিখতে হবে যে ভয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানে নয় যে তাদের থামতে হবে।

তাদের শিখতে হবে যে রাগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানে নয় যে তারা বুঝেছে।

তাদের আরও শিখতে হবে যে আবেগগত উপস্থাপনা বিভ্রান্ত করতে পারে।

তাদের শিখতে হবে সদয়তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

তাদের শিখতে হবে আত্মবিশ্বাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

তাদের শিখতে হবে আন্তরিকতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

তাদের শিখতে হবে বিশেষজ্ঞ-উপস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ-উপাদান নয়।

শিশুদের শেখা উচিত যে কোনো ব্যক্তি সদয়, রাগান্বিত, আত্মবিশ্বাসী, আন্তরিক, বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃত্বপূর্ণ বলে দেখালেও প্রমাণ-উপাদান, আচরণ, সামঞ্জস্য এবং প্রণোদনাকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন দূর হয় না।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

শিশুরা কি প্রশ্ন করার জন্য আবেগগতভাবে নিরাপদ?

শিশুদের কি আবেগগত প্রতিক্রিয়া বুঝতে শেখানো হচ্ছে?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে যে প্রশ্ন শেখার অংশ?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে যে অস্বস্তি পরীক্ষা করা যায়?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে আবেগ কীভাবে বিশ্বাস, নীরবতা এবং আচরণ গঠন করতে পারে?

শিশুদের কি শেখানো হচ্ছে আবেগগত উপস্থাপনা কীভাবে প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই আস্থা সৃষ্টি করতে পারে?

শিশুদের আবেগগতভাবে প্রশ্নকরণ থেকে দূরে প্রশিক্ষিত করা হলে শিক্ষা সঠিকভাবে উন্নত হতে পারে না।

আবেগগত প্রভাব এবং মানব চেতনা

মানব চেতনা অগ্রসর হয় যখন মানুষ আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বদলে
আবেগকে বুঝতে শেখে।

এর অর্থ মানুষ আবেগহীন হয়ে যায়—এমন নয়।

এর অর্থ আবেগ শেখার অংশ হয়ে ওঠে।

ভয় প্রকাশ করার বিষয় হয়ে ওঠে।

রাগ বোঝার বিষয় হয়ে ওঠে।

আবেগগত বন্ধন পরীক্ষা করার বিষয় হয়ে ওঠে।

লজ্জা শনাক্ত করার বিষয় হয়ে ওঠে।

নীরবতা শেখার বিষয় হয়ে ওঠে।

প্রতিক্রিয়া অতিক্রম করার বিষয় হয়ে ওঠে।

আবেগগত উপস্থাপনা প্রকাশ করার বিষয় হয়ে ওঠে।

নির্মিত আস্থা পরীক্ষা করার বিষয় হয়ে ওঠে।

আবেগঘন গল্প পরীক্ষা করার বিষয় হয়ে ওঠে।

মানুষকে আবেগ ধ্বংস করতে হয় না।

তাদের আবেগগত প্রভাব বুঝতে হয়।

বিশ্ব-পরিবেশ ক্রমাগত আবেগগত প্রভাব দেখায়।

এটি ভয় দেখায়।

এটি রাগ দেখায়।

এটি ক্ষোভ দেখায়।

এটি অন্তর্ভুক্তি দেখায়।

এটি লজ্জা দেখায়।

এটি তুলনা দেখায়।

এটি আবেগগত বন্ধন দেখায়।

এটি নীরবতা দেখায়।

এটি প্রতিক্রিয়া দেখায়।

এটি আবেগগত অভিনয় দেখায়।

এটি নির্মিত আস্থা দেখায়।

এটি আবেগগত প্রতারণা দেখায়।

মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কোন আবেগগত প্রভাব দেখানো হচ্ছে?

কোন আবেগগত উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে?

মানবতা এ থেকে কী শিখতে পারে?

আবেগ কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

আবেগ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করছে?

আবেগগত প্রভাব দৃশ্যমান হলে আচরণ দৃশ্যমান হয়।

আচরণ দৃশ্যমান হলে বোঝাপড়া সম্ভব হয়।

বোঝাপড়া সম্ভব হলে শেখা এগিয়ে যেতে পারে।

আবেগগত প্রভাব এবং মানব অগ্রগতি

আবেগগত প্রভাব মানব অগ্রগতির অনুপস্থিতি পথের অংশ।

আবেগ বারবার বোঝাপড়াকে অতিক্রম করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

ভয় প্রস্কারণ থামলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

রাগ শেখার জায়গা নিলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

ক্ষোভ পরীক্ষার জায়গা নিলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

আবেগগত বন্ধন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশ্বাসকে সুরক্ষিত রাখলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

লজ্জা নীরবতা সৃষ্টি করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

আবেগগত চাপ প্রমাণ-উপাদানের জায়গা নিলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

আবেগগত উপস্থাপনা প্রমাণ-উপাদান পরীক্ষা করার আগেই আস্থা সৃষ্টি করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

বোঝাপড়া বিকাশের আগেই আবেগঘন গল্প বিশ্বাস সৃষ্টি করলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

শিশুদের আবেগগতভাবে প্রস্কারণ থেকে দূরে প্রশিক্ষিত করা হলে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার বদলে তাতে প্রতিক্রিয়া দেখালে মানবতা অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে কোনো কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে, কোনটি আচরণকে পুরস্কৃত ও সুরক্ষিত করছে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে, পুনরাবৃত্ত আচরণ যা দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে, কে বা কী অনুমতি নিয়ন্ত্রণ করছে।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে:

কোন আবেগ এটি গঠন করছে?

কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে?

কোন ভয় ব্যবহার করা হচ্ছে?

কোন আবেগগত সংযুক্তি সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে?

কোন নীরবতা সৃষ্টি করা হচ্ছে?

কোন আবেগগত উপস্থাপনাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে?

কোন বিশ্বাস তৈরি করা হচ্ছে?

কোন আবেগগত গল্প ব্যবহার করা হচ্ছে?

এই আবেগ কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

এই আবেগ কোন বোঝাপড়াকে বাধা দিচ্ছে?

এই আবেগ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

এভাবেই মানুষ আবেগগত প্রভাব চিনতে শুরু করে।

এভাবেই মানুষ আবেগগত শর্তায়ন চিনতে শুরু করে।

এভাবেই মানুষ আবেগগত কারসাজি চিনতে শুরু করে।

এভাবেই মানুষ আবেগগত উপস্থাপনা চিনতে শুরু করে।

এভাবেই মানুষ তৈরি করা বিশ্বাস চিনতে শুরু করে।
এভাবেই মানুষ আবেগগত গল্প চিনতে শুরু করে।
এভাবেই মানুষ আবেগগত নীরবতা চিনতে শুরু করে।
এভাবেই মানুষ প্রতিক্রিয়া থেকে প্রশ্নকরণে এগোয়।
এভাবেই মানুষ প্রশ্নকরণ থেকে দেখায় এগোয়।
এভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝায় এগোয়।
এভাবেই মানুষ বোঝা থেকে শেখায় এগোয়।
এভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনায় এগোয়।
এভাবেই মানুষ আবেগগত পরিবেশের উৎপাদ হয়ে থাকা থেকে
বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে।

অংশ 7 - বয়ান বনাম বাস্তবতা

বয়ান বনাম বাস্তবতা আসলে কী

অংশ 1 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শুধু বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হয়ে না থেকে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে হবে।

অংশ 2 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে পরীক্ষা করতে হবে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি, পুনরাবৃত্তি, সুরক্ষা, উপস্থাপন বা প্রয়োগ করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

অংশ 3 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানবজাতি বারবার একই বিশ্ব পুনর্গঠন করে, কারণ প্রণোদনা মানুষকে বারবার সেটিই পুনর্গঠন করার জন্য পুরস্কৃত করে।

অংশ 4 প্রতিষ্ঠা করেছে যে পুনরাবৃত্ত আচরণ প্রায়ই কথার চেয়ে বেশি প্রকাশ করে।

অংশ 5 প্রতিষ্ঠা করেছে যে শেখা শুরু হওয়ার আগেই মানুষকে প্রায়ই প্রশ্ন করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

অংশ 6 প্রতিষ্ঠা করেছে যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠার আগেই আবেগ আস্তা, বিশ্বাস, ভয়, প্রতিক্রিয়া, নীরবতা ও আচরণ গঠন করতে পারে।

অংশ 7 এখন বয়ান বনাম বাস্তবতায় প্রবেশ করছে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা আছে কারণ মানুষকে বয়ান দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তবতা কীভাবে পরীক্ষা করতে হয় তা সঠিকভাবে শেখানো হয় না।

মানুষ বয়ানের মধ্যে জন্মায়।

মানুষকে বয়ান শেখানো হয়।

মানুষকে বয়ান দেখানো হয়।

মানুষ বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

মানুষ বয়ান রক্ষা করে।

মানুষ বয়ানের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়।

শেষ পর্যন্ত মানুষ বয়ানকেই বাস্তবতা বলে ভুল করতে পারে।

বয়ান মানবজাতিকে গঠনকারী সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি।

একটি বয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।

একটি বয়ান একটি গল্প।

একটি বয়ান একটি ব্যাখ্যা।

একটি বয়ান ঘটনাবলির একটি সংস্করণ।

একটি বয়ান এমন একটি কাঠামো যা মানুষকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়।

একটি বয়ান সত্য হতে পারে।

একটি বয়ান আংশিক সত্য হতে পারে।

একটি বয়ান অসম্পূর্ণ হতে পারে।

একটি বয়ান কারসাজি করা হতে পারে।

একটি বয়ান বেছে নেওয়া হতে পারে।

একটি বয়ান তৈরি করা হতে পারে।

একটি বয়ান সুরক্ষিত রাখা হতে পারে।

একটি বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমাকে কোন গল্প দেখানো হচ্ছে?

এই গল্প কে তৈরি করেছে?

এই গল্প কে পুনরাবৃত্তি করছে?

এই গল্প কে সুরক্ষিত রাখছে?

এই গল্প বিশ্বাস করা হলে কে লাভবান হয়?

কোন প্রমাণ-উপাদান এই গল্পকে সমর্থন করে?

কোন বাস্তবতা এই গল্পকে সমর্থন করে?

কী বাদ দেওয়া হয়েছে?

কী যোগ করা হয়েছে?

কী লুকানো হচ্ছে?

বয়ান বনাম বাস্তবতা মানুষকে যা উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং যা বাস্তবে দেখানো হচ্ছে—এ দুটিকে আলাদা করতে শেখায়।

বাস্তবতা স্বাধীনভাবে বিদ্যমান

মানুষ এ সম্পর্কে যা-ই বিশ্বাস করুক, বাস্তবতা স্বাধীনভাবে বিদ্যমান।

বাস্তবতার সম্মতির প্রয়োজন নেই।

বাস্তবতার জনপ্রিয়তার প্রয়োজন নেই।

বাস্তবতার উপাধির প্রয়োজন নেই।

বাস্তবতার কর্তৃত্বের প্রয়োজন নেই।

বাস্তবতার আবেগের প্রয়োজন নেই।

বাস্তবতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

মানুষ তা স্বীকার করুক বা না করুক, বাস্তবতা বিদ্যমান থাকে।

মানুষ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে।

মানুষ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারে।

মানুষ আবেগগতভাবে বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

মানুষ বাস্তবতার বিরুদ্ধে বয়ান রক্ষা করতে পারে।

মানুষ সমষ্টিগতভাবে বাস্তবতা এড়িয়ে যেতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতা বিদ্যমান থাকে।

এটি মানবজাতির শেখার সবচেয়ে বড় পাঠগুলোর একটি।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি বাস্তবতা থেকে শিখছি?

নাকি আমি একটি বয়ান রক্ষা করছি?

যা দেখানো হচ্ছে আমি কি তা দেখছি?

নাকি আমি যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তা সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কি বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখছি?

নাকি বিশ্ব-পরিবেশ সম্পর্কে একটি গল্প থেকে শিখছি?

মানবজাতি বয়ানের ভেতরে বাস করতে পারে

মানব শেখার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাগুলোর একটি হলো মানুষ সারাজীবন এমন বয়ানের ভেতরে কাটাতে পারে যা তারা কখনো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করেনি।

মানুষ গল্প উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

মানুষ উপাধি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

মানুষ ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

মানুষ বিশ্বাস উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে ।

মানুষ ব্যাখ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে ।

মানুষ ভয় উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে ।

মানুষ আচরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে ।

মানুষ পুনরাবৃত্ত ধরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে ।

শেষ পর্যন্ত মানুষ সেগুলোর কোনোটিরই মূল উৎস না বুঝে সবকিছুকেই রক্ষা করতে পারে ।

এরপর মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ানকে বাস্তবতা বলে ভুল করতে পারে ।

প্রশ্ন না করলে মানুষ সারাজীবন ধরে তাদের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে তৈরি করা জিনিস রক্ষা করে যেতে পারে ।

মানবজাতি মানবজাতিকেই শেখাচ্ছে

মানবজাতি মূলত মানবজাতির কাছ থেকেই শিক্ষা পাচ্ছে ।

মানুষ ব্যবস্থা তৈরি করে ।

মানুষ বয়ান তৈরি করে ।

মানুষ গল্প তৈরি করে ।

মানুষ উপাধি তৈরি করে ।

মানুষ ভূমিকা তৈরি করে ।

মানুষ ব্যাখ্যা তৈরি করে ।

এরপর মানুষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগের প্রজন্ম যা তৈরি করেছে তা শেখায় ।

এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ানকেই বাস্তবতা বলে ভুল করতে পারে।

আগের প্রজন্ম যা গ্রহণ করেছিল, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা কখনো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা না করেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

এটি একই বিশ্ব পুনরাবৃত্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি।

মানবজাতি বয়ান তৈরি করতে পারে, বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে, বয়ান রক্ষা করতে পারে, এবং পরে সেই বয়ানকেই বাস্তবতা বলে ভুল করতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

মূলত এটি কে তৈরি করেছিল?

কে এটি পরেরদের কাছে দিয়েছে?

কে এখনও এটি শেখাচ্ছে?

কে এখনও এটি সুরক্ষিত রাখছে?

কে এখনও এটি থেকে লাভবান হচ্ছে?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

মানুষ বয়ানকে প্রশ্ন করতে শেখার আগেই যতক্ষণ তা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে থাকবে, ততক্ষণ মানবজাতি সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারবে না।

সৃষ্ট গল্প, সৃষ্ট উপাধি এবং সৃষ্ট কর্তৃত্ব

বয়ান নিজে থেকে উপস্থিত হয় না।

মানুষ সেগুলো তৈরি করে।

গল্প তৈরি করা যায়।

উপাধি তৈরি করা যায়।

কর্তৃত্ব তৈরি করা যায়।

পদ তৈরি করা যায়।

ভূমিকা তৈরি করা যায়।

ব্যবস্থা তৈরি করা যায়।

বিশ্বাস তৈরি করা যায়।

এরপর সবকিছুর সঙ্গে ব্যয়ান যুক্ত করা যায়।

এরপর মানুষ সেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

মানুষ সেগুলো পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

মানুষ সেগুলো রক্ষা করতে পারে।

মানুষ সেগুলোর সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেগুলোকে বাস্তবতা হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই উপাধি কে তৈরি করেছে?

এই কর্তৃত্ব কে তৈরি করেছে?

এই ভূমিকা কে তৈরি করেছে?

এই গল্প কে তৈরি করেছে?

এটিকে বৈধতা কে দিয়েছে?

এটিকে কে সুরক্ষিত রাখে?

এটি চলতে থাকলে কে লাভবান হয়?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

একটি উপাধির অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।
কর্তৃত্বের অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।
একটি ভূমিকার অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।
একটি গল্পের অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।
একটি ব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।
বাস্তবতাকে সবসময় বয়ান থেকে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

অর্থ, পুনরাবৃত্তি এবং বয়ানকে শক্তিশালী করা

অর্থ যুক্ত হলে বয়ান অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।
মানুষকে বয়ান তৈরি করার জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
মানুষকে বয়ান পুনরাবৃত্তির জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
মানুষকে বয়ান শেখানোর জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
মানুষকে বয়ান প্রয়োগ করানোর জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
মানুষকে বয়ান সুরক্ষিত রাখার জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
মানুষকে বয়ান লেখার জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
মানুষকে বয়ান বিতরণের জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
মানুষকে বয়ান রক্ষার জন্য অর্থ দেওয়া যেতে পারে।
এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পুনরাবৃত্ত বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।
এর অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই নয় যে প্রতিটি বয়ান মিথ্যা।
এর অর্থ হলো প্রক্রিয়াটিকে প্রশ্ন করতে হবে।
তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:
এই বয়ানে অর্থ দিচ্ছে কে?

এটি পুনরাবৃত্তি করছে কে?

এটি শেখাচ্ছে কে?

এটি সুরক্ষিত রাখছে কে?

এটি থেকে লাভবান হচ্ছে কে?

এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হলে কী ঘটে?

এটি উন্মোচিত হলে কী ঘটে?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

শেষ পর্যন্ত বয়ান এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে যে মানুষ সেটিকে আর বয়ান হিসেবেই চিনতে পারে না।

বিশ্বাসের ব্যবস্থা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গ্রহণযোগ্যতা

মানুষকে এমন বিষয় বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করা হতে পারে যা তারা স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করতে পারে না।

এরপর তারা সেই বিশ্বাস রক্ষা করতে পারে।

তারা সেই বিশ্বাসের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হতে পারে।

তারা সেই বিশ্বাস পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

তারা সেই বিশ্বাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই বিশ্বাসের উৎস ও উৎপত্তি কখনো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা না করেই সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই বিশ্বাস কে তৈরি করেছে?

এই বিশ্বাস থেকে কে লাভবান হয়?

কোন প্রমাণ-উপাদান এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে?

কোন বাস্তবতা এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে?

এটিকে প্রশ্ন করা হলে কী ঘটে?

মানুষ এটি বিশ্বাস করা বন্ধ করলে কী ঘটে?

বিশ্বাস নিজে বাস্তবতা নয়।

বাস্তবতাকে সবসময় স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

বিশ্ব-পরিবেশ মানবজাতিকে ক্রমাগত দেখাচ্ছে বয়ান কীভাবে কাজ করে

বিশ্ব-পরিবেশ মানবজাতিকে ক্রমাগত দেখাচ্ছে বয়ান কীভাবে কাজ করে।

মানুষকে কেবল যা দেখানো হচ্ছে তা থেকে কীভাবে শিখতে হয়, তা সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

বিশ্বই প্রকৃত বিদ্যালয়।

মানবজাতিকে ক্রমাগত দেখানো হচ্ছে:

পুনরাবৃত্তি।

সুরক্ষা।

উপাধি।

কর্তৃত্ব।

অন্তর্ভুক্তি।

ভয়।

নির্ভরতা।

নীরবতা।

প্রণোদনা ।

আবেগ ।

অভিনয় ।

বয়ান ।

মানুষ প্রায়ই এসব প্রতিক্রিয়া থেকে শেখার বদলে এগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় ।

সমস্যা এই নয় যে কিছুই দৃশ্যমান নয় ।

সমস্যা হলো মানুষকে দৃশ্যমান বিষয়কে কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং তা থেকে শিখতে হয়—তা সঠিকভাবে শেখানো হয়নি ।

বয়ান বাস্তবতার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে

মানবজাতির মুখোমুখি সবচেয়ে বড় বিপদগুলোর একটি হলো বয়ান বাস্তবতার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে ।

বাস্তবতা দৃশ্যমান হতে পারে ।

বাস্তবতা নথিবদ্ধ হতে পারে ।

বাস্তবতা বারবার দেখানো হতে পারে ।

বাস্তবতা বিরোধ প্রকাশ করতে পারে ।

বাস্তবতা পুনরাবৃত্ত ধরণ প্রকাশ করতে পারে ।

বাস্তবতা মানব আচরণ প্রকাশ করতে পারে ।

তবু মানুষ তার বদলে বয়ান রক্ষা করতে পারে ।

মানুষ যা দেখানো হয় তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে ।

মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছে তা সুরক্ষিত রাখতে পারে ।

মানুষ গল্পের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হতে পারে।

মানুষ ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্ব রক্ষা করতে পারে।

মানুষ পুনরাবৃত্ত ব্যাখ্যা রক্ষা করতে পারে।

মানুষ যার ওপর নির্ভর করে তা রক্ষা করতে পারে।

মানুষ যা তাদের নিরাপদ বোধ করায় তা রক্ষা করতে পারে।

মানুষ অন্য সবাই যা রক্ষা করছে তা রক্ষা করতে পারে।

বাস্তবতা বারবার ভিন্ন কিছু দেখালেও মানুষ বয়ান রক্ষা করতে পারে।

বয়ান নিজেই বিশ্ব-পরিবেশ হয়ে উঠতে পারে

একটি বয়ান যত দীর্ঘ সময় থাকে, তত বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

যত বেশি স্বাভাবিক হয়, তত কম প্রশ্ন করা হয়।

যত কম প্রশ্ন করা হয়, তত বেশি সুরক্ষিত হয়।

যত বেশি সুরক্ষিত হয়, তত বেশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শেষ পর্যন্ত বয়ানটি নিজেই বিশ্ব-পরিবেশের অংশ হয়ে উঠতে পারে।

শিশুরা সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্করা সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিক্ষকেরা সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারেন।

ব্যবস্থাগুলো সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানগুলো সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

সমাজগুলো সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষ ভুলে যেতে পারে যে এটি কখনো তৈরি করা হয়েছিল।

এরপর বয়ানটি বাস্তবতা হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

মানবজাতি সম্মিলিতভাবে একটি মিথ্যা বাস্তবতা তৈরি করতে পারে এবং তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেটি রক্ষা করে কাটাতে পারে।

এটি মানবজাতির একই বিশ্ব বারবার পুনর্গঠন করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি।

বয়ান বনাম বাস্তবতা কেন গুরুত্বপূর্ণ

বয়ান বনাম বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বয়ানকে বাস্তবতা বলে গুলিয়ে ফেললে মানবজাতি বিশ্ব-পরিবেশ থেকে সঠিকভাবে শিখতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে, কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে, এটি চলতে থাকলে কে লাভবান হয়।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে, আচরণ যা দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে, কী প্রশ্নকরণ থামায়।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, কোন আবেগ গ্রহণযোগ্যতাকে গঠন করেছে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা এখন জিজ্ঞাসা করে:

কোন গল্প উপস্থাপন করা হচ্ছে?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

কোন বাস্তবতা এর বিরোধিতা করে?

এটি কে তৈরি করেছে?

এটিকে কে সুরক্ষিত রাখে?

এটি কে পুনরাবৃত্তি করে?

এটি কে উত্তরাধিকারসূত্রে পায়?

এটি থেকে কে লাভবান হয়?

এই বয়ান কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

এভাবেই মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ান রক্ষা করা থেকে বাস্তবতা থেকেই শেখার দিকে এগোতে শুরু করে।

এভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ বোঝা থেকে শেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ানের উৎপাদ হয়ে থাকা থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে।

মানুষ বাস্তবতা থেকেই শেখার পরিবর্তে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ান রক্ষা করে যেতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

সময়ের সঙ্গে বয়ান

এই অংশের প্রথম অংশ ব্যাখ্যা করেছে যে বয়ান তৈরি, পুনরাবৃত্তি, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, সুরক্ষিত এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা বলে ভুল করা যেতে পারে।

এটি আরও ব্যাখ্যা করেছে যে বিশ্বাস, জনপ্রিয়তা, উপাধি, কর্তৃত্ব, আবেগ
এবং পুনরাবৃত্তি থেকে স্বাধীনভাবে বাস্তবতা বিদ্যমান।

এই অংশ এখন সময়ের সঙ্গে বয়ান কীভাবে চলতে থাকে, সেদিকে
এগোচ্ছে।

বয়ান সাধারণত এক রাতেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে না।

সেগুলো প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে ওঠে।

একটি গল্প তৈরি করা যেতে পারে।

গল্পটি পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

গল্পটি লিখে রাখা যেতে পারে।

গল্পটি বিতরণ করা যেতে পারে।

গল্পটি সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে।

গল্পটি শেখানো যেতে পারে।

গল্পটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেতে পারে।

গল্পটির সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হওয়া যেতে পারে।

এরপর গল্পটি গৃহীত বাস্তবতা হয়ে উঠতে পারে।

সময়ের সঙ্গে মানুষ ভুলে যেতে পারে যে এটি কখনো বয়ান ছিল।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই বয়ান কতদিন ধরে আছে?

কে এটি পুনরাবৃত্তি করেছে?

কে এটি সুরক্ষিত রেখেছে?

কে এটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে?

কে এটি থেকে লাভবান হয়েছে?

কোন প্রমাণ-উপাদান এটিকে সমর্থন করে?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

কোন বিরোধ রয়েছে?

সময়ের সঙ্গে কী বদলেছে?

কী সুরক্ষিতই থেকে গেছে?

সময়ের সঙ্গে বয়ান দেখাতে পারে, মানবজাতি কীভাবে বারবার একই বিশ্ব পুনর্গঠন করে।

মানবজাতি সম্মিলিতভাবে একটি মিথ্যা বাস্তবতা তৈরি করতে পারে

মানবজাতি সম্মিলিতভাবে এমন একটি মিথ্যা বাস্তবতা তৈরি করতে পারে, যেটিকে পরে মানবজাতি নিজেই বাস্তবতা বলে ভুল করে।

মানুষ হয়তো পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে পায় না।

তারা হয়তো শুধু দেখে:

নিজেদের ভূমিকা।

নিজেদের কাজ।

নিজেদের বিশ্বাস।

নিজেদের নির্দেশনা।

নিজেদের অবদান।

নিজেদের টিকে থাকা।

কিন্তু বিশ্ব-পরিবেশ প্রায়ই গড়ে ওঠে এমন কোটি কোটি মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে, যারা এমন বয়ানে অংশ নিচ্ছে যা তারা তৈরি করেনি।

একজন লেখে।

একজন শেখায় ।

একজন পুনরাবৃত্তি করে ।

একজন প্রয়োগ করায় ।

একজন সুরক্ষিত রাখে ।

একজন অর্থায়ন করে ।

একজন প্রকাশ করে ।

একজন বিশ্বাস করে ।

একজন নীরব থাকে ।

আলাদাভাবে এসব আচরণ ছোট মনে হতে পারে ।

সম্মিলিতভাবে এগুলো একটি সম্পূর্ণ বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠন করতে পারে ।

এরপর মানবজাতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানবজাতি নিজে যা তৈরি করেছে তা রক্ষা করে কাটাতে পারে ।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কোন বয়ানে অবদান রাখছি?

আমি কোন বয়ান পুনরাবৃত্তিতে সাহায্য করছি?

আমি কোন বয়ান সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করছি?

আমি কোন বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করতে সাহায্য করছি?

আমার অবদান কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

এটি বয়ান বনাম বাস্তবতার ভেতরের সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি ।

বয়ান মানব আচরণ গঠন করতে পারে

বয়ান শুধু মানুষ কী ভাবে তা-ই গঠন করে না ।

বয়ান মানুষ কী করে তাও গঠন করতে পারে।

বয়ান বিশ্বাস গঠন করতে পারে।

বয়ান ভয় গঠন করতে পারে।

বয়ান অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি গঠন করতে পারে।

বয়ান নীরবতা গঠন করতে পারে।

বয়ান আনুগত্য গঠন করতে পারে।

বয়ান নির্ভরতা গঠন করতে পারে।

বয়ান আবেগগত সংযুক্তি গঠন করতে পারে।

বয়ান পরিচয় গঠন করতে পারে।

বয়ান আচরণকেই গঠন করতে পারে।

মানুষ হয়তো বুঝতেই পারে না যে তাদের গঠন করা হচ্ছে।

তারা ভাবতে পারে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করছে।

কিন্তু তাদের আচরণ ইতিমধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই বয়ান কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

এই বয়ান কোন আবেগ সৃষ্টি করছে?

এই বয়ান কোন ভয় সৃষ্টি করছে?

এই বয়ান কোন নীরবতা সৃষ্টি করছে?

এই বয়ান কোন নির্ভরতা সৃষ্টি করছে?

এই বয়ান কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

বয়ান বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যখন মানুষ আর বুঝতে পারে না যে বয়ান তাদের গঠন করছে।

মানিয়ে চলা, অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক বয়ান

মানুষ সামাজিক সত্তা।

অনেক মানুষ গ্রহণযোগ্যতা চায়।

অনেক মানুষ অন্তর্ভুক্তি চায়।

অনেক মানুষ অনুমোদন চায়।

অনেক মানুষ মানিয়ে চলতে চায়।

এটি বয়ানকে শক্তিশালী করার সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা বলে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যেভাবে আচরণ করে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যেভাবে পোশাক পরে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যেভাবে কথা বলে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা প্রচার করে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা রক্ষা করে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা বিশ্বাস করে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা ভয় পায় তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা প্রত্যাখ্যান করে তা অনুকরণ করতে পারে।

মানুষ অন্যরা যা উদ্ঘাপন করে তা অনুকরণ করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষ কিছু সত্য কি না তা জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করে তার বদলে জিজ্ঞাসা করতে পারে, এটি কি তাকে অন্তর্ভুক্ত হতে সাহায্য করে।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি শিখছি?

নাকি আমি মানিয়ে চলছি?

আমি কি প্রশ্ন করছি?

নাকি আমি অনুকরণ করছি?

আমি কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করছি?

নাকি আমি দলের অনুসরণ করছি?

আমি কি বাস্তবতা থেকে শিখছি?

নাকি আমি কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হয় তা শিখছি?

মানুষকে যদি এটি কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখানো না হয়, তবে অন্তর্ভুক্তি সত্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

আধুনিক বয়ান-পরিবেশ

আধুনিক পরিবেশ দ্রুত বয়ান তৈরি ও ছড়িয়ে দিতে পারে।

মানুষকে জীবনযাপনের ধরন দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে মতামত দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে প্রতিক্রিয়া দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে ক্ষোভ দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে জনপ্রিয়তা দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে সাফল্য দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে মর্যাদা দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে বাহ্যিক রূপ দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে আবেগগত গল্প দেখানো যেতে পারে।

মানুষকে এমন জীবনের সংস্করণ দেখানো যেতে পারে যা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না।

এরপর মানুষ যা বারবার দেখানো হয় তা অনুকরণ করতে পারে।

তারা শব্দ অনুকরণ করতে পারে।

তারা ব্যক্তিত্ব অনুকরণ করতে পারে।

তারা জীবনযাপনের ধরন অনুকরণ করতে পারে।

তারা বাহ্যিক রূপ অনুকরণ করতে পারে।

তারা আচরণ অনুকরণ করতে পারে।

যা জনপ্রিয় দেখায় তারা তা অনুকরণ করতে পারে।

যা সফল দেখায় তারা তা অনুকরণ করতে পারে।

তারা সুখের অভিনয় করতে পারে।

তারা অন্তর্ভুক্তির অভিনয় করতে পারে।

তারা নিখুঁততার অভিনয় করতে পারে।

তারা গুরুত্বের অভিনয় করতে পারে।

তাই আধুনিক বয়ান-পরিবেশ এমন একটি মিথ্যা বাস্তবতা তৈরি করতে পারে যা মানুষ সম্মিলিতভাবে অনুকরণ করে।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই পরিবেশ কোন বয়ান তৈরি করছে?

এই পরিবেশ কোন আচরণকে পুরস্কৃত করছে?

এই পরিবেশ কোন অভিনয়কে উৎসাহিত করছে?

কোন বাস্তবতা লুকানো হচ্ছে?

কোন বাস্তবতা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে?

কোন বোঝাপড়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে?

আধুনিক বয়ান-পরিবেশ মানুষকে বাস্তবতার বদলে অভিনয়ের ভেতরে বাস করাতে পারে।

সামাজিক অভিনয় এবং একটি বয়ানের ভেতরে বাস করা

মানুষ নিজেদেরই বিভিন্ন সংস্করণ অভিনয় করতেও শুরু করতে পারে।

তারা সুখের অভিনয় করতে পারে।

তারা সাফল্যের অভিনয় করতে পারে।

তারা আত্মবিশ্বাসের অভিনয় করতে পারে।

তারা গুরুত্বের অভিনয় করতে পারে।

তারা মর্যাদার অভিনয় করতে পারে।

তারা নিখুঁততার অভিনয় করতে পারে।

তারা অন্তর্ভুক্তির অভিনয় করতে পারে।

মানুষ এমন জীবন উপস্থাপন করতে পারে যা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না।

এরপর অন্য মানুষ নিজেদের সেই অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারে।

তুলনা আরও অভিনয় সৃষ্টি করতে পারে।

অভিনয় আরও অনুকরণ সৃষ্টি করতে পারে।

অনুকরণ আরও পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষ বাস্তবতার বদলে একটি সম্মিলিত বয়ানের ভেতরে বাস করতে পারে।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কী দেখানো হচ্ছে?

কী লুকানো হচ্ছে?

এটি কি বাস্তবতা?

নাকি এটি অভিনয়?

আমি কি নিজেকে বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করছি?

নাকি আমি নিজেকে একটি বয়ানের সঙ্গে তুলনা করছি?

এই অভিনয় কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

মানুষকে শিখতে হবে যে উপস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।

বয়ান, শিশু এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস

শিশুরা এমন বয়ানের মধ্যে জন্মায় যা তারা তৈরি করেনি।

শিশুরা গল্প উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা উপাধি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা কর্তৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা বিশ্বাস উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা আচরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা ভয় উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা আবেগগত সংযুক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

শিশুরা পুনরাবৃত্ত ধরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

এরপর শিশুরা বড় হয়ে এমন প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে যারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিষয় রক্ষা করে।

এটি মানবজাতির একই বিশ্ব পুনরাবৃত্ত করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি।

তাই শিশুদের শেখা উচিত জিজ্ঞাসা করতে:

এটি কে তৈরি করেছে?

কেন এটি তৈরি করা হয়েছিল?

এটি থেকে কে লাভবান হয়?

কোন প্রমাণ-উপাদান এটিকে সমর্থন করে?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

এটি কোন আচরণ সৃষ্টি করে?

এটি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

শিশুদের শুধু বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া উচিত নয়।

শিশুদের নিরাপদভাবে কীভাবে সেগুলো প্রশ্ন করতে হয় তা শেখা উচিত।

ব্যবস্থা, বয়ান এবং বিশ্ব-পরিবেশ

বয়ান ব্যবস্থার ভেতরে প্রোথিত হয়ে যেতে পারে।

ব্যবস্থা বয়ান পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

ব্যবস্থা বয়ান সুরক্ষিত রাখতে পারে।

ব্যবস্থা বয়ানকে স্বাভাবিক করতে পারে।

ব্যবস্থা বয়ানকে পুরস্কৃত করতে পারে।

ব্যবস্থা প্রশ্নকরণ নিরুৎসাহিত করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষ ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তিকেই সত্য বলে ভুল করতে পারে।

কিন্তু পুনরাবৃত্ত ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই ব্যবস্থা কোন বয়ান পুনরাবৃত্তি করছে?

এই ব্যবস্থা কোন বয়ান সুরক্ষিত রাখছে?

এই ব্যবস্থা কোন বয়ানকে পুরস্কৃত করছে?

এই ব্যবস্থা কোন বয়ানকে প্রশ্ন করা থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করছে?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

কোন বাস্তবতা এর বিরোধিতা করে?

মানুষ এটি বিশ্বাস করা বন্ধ করলে কী ঘটত?

মানুষ প্রায়ই ফলাফল ঠিক করার চেষ্টা করে, কিন্তু ফলাফল তৈরি করা বয়ানকে প্রশ্ন করে না।

এর ফলে মানবজাতি একই বিশ্ব পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

বিশ্ব-পরিবেশ মানবজাতিকে ক্রমাগত দেখাচ্ছে বয়ান কীভাবে কাজ করে

বিশ্ব-পরিবেশ মানবজাতিকে ক্রমাগত দেখাচ্ছে বয়ান কীভাবে কাজ করে।

মানুষকে কেবল যা দেখানো হচ্ছে তা থেকে কীভাবে শিখতে হয়, তা সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

বিশ্বই প্রকৃত বিদ্যালয়।

মানবজাতিকে ক্রমাগত দেখানো হচ্ছে:

পুনরাবৃত্তি ।

সুরক্ষা ।

উপাধি ।

কর্তৃত্ব ।

অন্তর্ভুক্তি ।

ভয় ।

নির্ভরতা ।

নীরবতা ।

প্রণোদনা ।

আবেগ ।

অভিনয় ।

বয়ান ।

সমস্যা এই নয় যে কিছুই দৃশ্যমান নয় ।

সমস্যা হলো মানুষকে দৃশ্যমান বিষয়কে কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং তা থেকে শিখতে হয়—তা সঠিকভাবে শেখানো হয়নি ।

বয়ান, ক্ষমতা এবং মানব চেতনা

মানবজাতির শেখার সবচেয়ে বড় পাঠগুলোর একটি হলো ক্ষমতা শুধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অস্তিত্বশীল নয় ।

ক্ষমতা বয়ানের মাধ্যমেও অস্তিত্বশীল হতে পারে ।

মানুষ যদি বয়ান গঠন করতে পারে, তবে তারা আচরণ গঠন করতে পারে ।

তারা যদি আচরণ গঠন করতে পারে, তবে ফলাফল গঠন করতে পারে ।

তারা যদি ফলাফল গঠন করতে পারে, তবে বিশ্ব-পরিবেশ গঠন করতে পারে।

মানবজাতি যদি স্বেচ্ছায় নিজেই একই বিশ্ব পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে জোর করে তা করানোর প্রয়োজন নাও হতে পারে।

মানবজাতি বয়ান তৈরি করতে পারে, বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে, বয়ান রক্ষা করতে পারে, এবং তারপর সেই বয়ানকেই বাস্তবতা বলে ভুল করতে পারে।

এটি মানব ইতিহাসজুড়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

বয়ানকে কে গঠন করছে?

বয়ানকে কে শক্তিশালী করছে?

বয়ান থেকে কে লাভবান হচ্ছে?

বয়ান কে উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে?

বয়ান কে রক্ষা করছে?

বয়ানের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত কে?

বয়ানকে প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছে কে?

এই বয়ান কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

মানব চেতনা অগ্রসর হয় যখন মানুষ বয়ানের ভেতরে বাস করা বন্ধ করে এবং বাস্তবতা থেকেই শেখা শুরু করে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা এবং মানব অগ্রগতি

বয়ান বনাম বাস্তবতা মানব অগ্রগতির অনুপস্থিতি পথের অংশ।

বয়ানকে বারবার বাস্তবতা বলে ভুল করা হলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ প্রশ্ন করতে শেখার আগেই গল্প উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ যে বয়ান কখনো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করেনি তা রক্ষা করতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ সম্মিলিতভাবে একটি মিথ্যা বাস্তবতা তৈরি করে তার ভেতরেই বাস করতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ সম্মিলিতভাবে একটি মিথ্যা বাস্তবতা তৈরি করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেটি রক্ষা করে কাটালে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

অন্তর্ভুক্তি সত্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ বাস্তবতা থেকে শেখার বদলে একে অন্যকে অনুকরণ করতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ নিজেদের বোঝার বদলে নিজেদের বিভিন্ন সংস্করণ অভিনয় করতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

ব্যবস্থা মানুষকে বয়ান কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না শিখিয়ে বয়ানকে শক্তিশালী করতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

বিশ্বাসের ব্যবস্থা বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একই বিশ্ব কী সৃষ্টি করেছে তা না বুঝে সেটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ বাস্তবতা থেকেই শেখার পরিবর্তে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ান রক্ষা করে যেতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে, কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে, এটি চলতে থাকলে কে লাভবান হয়।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে, আচরণ যা দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে, কী প্রশ্নকরণ থামায়।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, কোন আবেগ গ্রহণযোগ্যতাকে গঠন করেছে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা এখন জিজ্ঞাসা করে:

কোন গল্প উপস্থাপন করা হচ্ছে?

কোন বাস্তবতা এটিকে সমর্থন করে?

কোন বাস্তবতা এর বিরোধিতা করে?

এটি কে তৈরি করেছে?

এটি কে পুনরাবৃত্তি করে?

এটিকে কে সুরক্ষিত রাখে?

এটি কে উত্তরাধিকারসূত্রে পায়?

এটি থেকে কে লাভবান হয়?

এটি কোন আচরণ সৃষ্টি করেছে?

এটি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে?

এভাবেই মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ান থেকে বাস্তবতার দিকে
এগোতে শুরু করে।

এভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ বোঝা থেকে শেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ানের উৎপাদ হয়ে থাকা থেকে
বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে।

অংশ ৪ - মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব আসলে কী

অংশ ১ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শিখতে হবে কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

অংশ ২ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শিখতে হবে প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

অংশ ৩ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানবজাতি বারবার একই বিশ্ব পুনর্গঠন করে, কারণ প্রণোদনা মানুষকে বারবার সেটিই পুনর্গঠন করার জন্য পুরস্কৃত করে।

অংশ ৪ প্রতিষ্ঠা করেছে যে পুনরাবৃত্ত আচরণ প্রায়ই কথার চেয়ে বেশি প্রকাশ করে।

অংশ ৫ প্রতিষ্ঠা করেছে যে শেখা শুরু হওয়ার আগেই মানুষকে প্রায়ই প্রশ্ন করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

অংশ ৬ প্রতিষ্ঠা করেছে যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠার আগেই আবেগ আস্থা, বিশ্বাস, ভয়, প্রতিক্রিয়া, নীরবতা ও আচরণ গঠন করতে পারে।

অংশ ৭ প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানবজাতি সম্মিলিতভাবে বয়ান তৈরি, উত্তরাধিকার, রক্ষা করতে পারে এবং সেগুলোকে বাস্তবতা বলে ভুল করতে পারে।

অংশ ৮ এখন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবে প্রবেশ করেছে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব আছে কারণ মানুষ বুঝে ওঠার আগেই বিশ্ব-পরিবেশ ক্রমাগত মানব মস্তিষ্কে গঠন করেছে।

মানুষ বিশ্বকে বুঝে জন্মায় না।

মানুষ নিজের মন কীভাবে রক্ষা করতে হয় তা বোঝার আগেই বিশ্ব তাকে
কীভাবে চিন্তা করতে হয় তা শেখায়।

মানুষ ক্রমাগত যার সংস্পর্শে থাকে:

অর্থ।

নির্ভরতা।

কর্তৃত্ব।

ভয়।

নীরবতা।

প্রণোদনা।

বয়ান।

আচরণ।

পুনরাবৃত্তি।

তুলনা।

অভিনয়।

উপরিতলতা।

পুনরাবৃত্ত সমস্যা।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠার বহু আগেই এসব সবকিছু মানব মস্তিষ্কে
গঠন করতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই পরিবেশ মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে কী করছে?

কী বারবার দেখানো হচ্ছে?

কী বারবার গ্রহণ করা হচ্ছে?

কী বারবার স্বাভাবিক করা হচ্ছে?

কী বারবার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হচ্ছে?

কী আচরণ গঠন করছে?

কী বোঝাপড়া গঠন করছে?

কী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গঠন করছে?

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব মানুষকে বুঝতে শেখায়, বিশ্ব-পরিবেশের দীর্ঘস্থায়ী
সংস্পর্শ মানবজাতির ওপর কী করছে।

**মানব মস্তিষ্ক মানবজাতির সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়া সবচেয়ে বড়
পরিবেশগুলোর একটি**

মানবজাতির মুখোমুখি সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হলো মানুষ প্রায়ই
মনস্তাত্ত্বিকভাবে গঠিত হয়, তারা বুঝে ওঠার আগেই যে তাদের গঠন করা
হচ্ছে।

মানব মস্তিষ্ক মানবজাতির সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়া সবচেয়ে বড়
পরিবেশগুলোর একটি।

মানুষ এমন পরিবেশে জন্মায় যা তারা তৈরি করেনি।

তারা ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

তারা আচরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

তারা বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

তারা কর্তৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

তারা নির্ভরতা উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

তারা পুনরাবৃত্ত ধরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

এরপর মানুষ বড় হয়ে এমন প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে যারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিষয় রক্ষা করে।

এটি ঘটতে পারে এমনকি তারা প্রথমে কীভাবে গঠিত হয়েছিল তা কখনো না বুঝেই।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কী আমাকে গঠন করেছে?

আমি কী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি?

আমি কী গ্রহণ করেছি?

আমি কী পুনরাবৃত্তি করেছি?

আমি কী কখনো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করিনি?

কী আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে?

কোন পরিবেশ আমার বোঝাপড়া গঠনে সাহায্য করেছে?

প্রশ্ন না করলে মানুষ সারাজীবন এমন পরিবেশের দ্বারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে গঠিত হতে পারে, যেখান থেকে তারা কখনো সঠিকভাবে শিখতে পারেনি।

বিশ্ব-পরিবেশ মানবজাতিকে ক্রমাগত শিক্ষা দিচ্ছে

বিশ্ব-পরিবেশ কখনো শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে না।

মানুষ চারপাশের বিষয় থেকে ক্রমাগত শিখছে।

শিশুরা তা থেকে শেখে।

প্রাপ্তবয়স্করা তা থেকে শেখে।

শিক্ষকেরা তা থেকে শেখেন।

অভিভাবকেরা তা থেকে শেখেন।

ব্যবস্থাগুলো তা থেকে শেখে।

সমাজগুলো তা থেকে শেখে।

বিশ্ব-পরিবেশ মানবজাতিকে ক্রমাগত শিক্ষা দিচ্ছে।

সমস্যা হলো মানুষকে যা দেখানো হচ্ছে তা থেকে কীভাবে শিখতে হয়, তা সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

বিশ্বই প্রকৃত বিদ্যালয়।

মানুষ হয়তো বুঝতে পারে না, কিন্তু বিশ্ব-পরিবেশ ক্রমাগত আচরণকে প্রভাবিত করছে।

মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থী হওয়ার বদলে তার উৎপাদ হয়ে যেতে পারে।

এটি একই বিশ্ব পুনরাবৃত্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই পরিবেশ কী শেখাচ্ছে?

এটি কোন আচরণকে পুরস্কৃত করছে?

এটি কোন আচরণকে নিরুৎসাহিত করছে?

এটি কোন আচরণকে স্বাভাবিক করছে?

এটি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠন করছে?

মানুষকে যখন বিশ্ব-পরিবেশ থেকে কীভাবে শিখতে হয় শেখানো হয় না, তখন তারা প্রায়ই তার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নেয়।

মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে

মানুষ অভিযোজনক্ষম।

এটি উপকারী হতে পারে।

কিন্তু এটি বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ ভয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ নির্ভরতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ উদ্বেগের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ অসততার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ উপরিতলতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ অস্বাস্থ্যকর আচরণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষ পুনরাবৃত্ত সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

প্রবঞ্চনা বারবার স্বাভাবিক করা হলে মানুষ প্রবঞ্চনার সঙ্গেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই পরিবেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কিসের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি?

এটি কি স্বাভাবিক হওয়া উচিত?

কী এসব পরিস্থিতি তৈরি করছে?

কোন আচরণ সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে?

কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠন করা হচ্ছে?

মানুষ প্রায়ই কারণ থেকে শেখার বদলে উপসর্গের সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

অর্থের প্রক্রিয়া

অর্থের প্রক্রিয়া মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব গঠনকারী সবচেয়ে বড় প্রভাবগুলোর একটি।

অর্থ তথ্য গঠন করতে পারে।

অর্থ নির্ভরতা গঠন করতে পারে।

অর্থ ভয় গঠন করতে পারে।

অর্থ নীরবতা গঠন করতে পারে।

অর্থ প্রণোদনা গঠন করতে পারে।

অর্থ সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারে।

অর্থ আচরণ গঠন করতে পারে।

অর্থ পুনরাবৃত্তি গঠন করতে পারে।

অর্থ পরিবেশ গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষকে কী গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে তা গঠন করতে পারে।

অর্থের প্রক্রিয়া তথ্য, নির্ভরতা, প্রণোদনা, ভয়, পুনরাবৃত্তি, নীরবতা, আচরণ এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজনকেই গঠন করতে পারে।

মানুষ ফলাফলের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে পারে, অথচ সেগুলো তৈরি করা প্রক্রিয়া থেকে কখনো শিখতে পারে না।

এটি মানবজাতির শেখার সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এখানে অর্থ কী প্রভাবিত করছে?

অর্থ কোন আচরণ তৈরি করছে?

অর্থ কোন নীরবতা সুরক্ষিত রাখছে?

অর্থ কোন নির্ভরতা তৈরি করছে?

অর্থ কোন ভয় তৈরি করছে?

অর্থ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

শিশুরাই সুরক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী

বিশ্ব-পরিবেশের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য
প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে শিশুরা জন্মায় না।

বিশ্ব-পরিবেশের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বুঝতে বা তা থেকে নিজেদের রক্ষা করার
সরঞ্জাম পাওয়ার আগেই শিশুরা তার সংস্পর্শে আসে।

শিশুরা অনুভব করছে:

অর্থ।

নির্ভরতা।

কর্তৃত্ব।

ভয়।

তুলনা।

অভিনয়।

বয়ান।

উপরিতলতা।

সামাজিক চাপ।

পুনরাবৃত্ত ধরণ।

সেগুলো বোঝার বহু আগেই।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভয় উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে উদ্বেগ উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নির্ভরতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে তুলনা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অনিরাপত্তা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপরিতলতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাপ উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নীরবতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অস্বাস্থ্যকর আচরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে পুনরাবৃত্ত বিশ্ব-সমস্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

বিশ্ব-পরিবেশ থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা সঠিকভাবে শেখানো ছাড়া
শিশুদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্ব-পরিবেশে টিকে থাকতে বাধ্য হওয়া উচিত
নয়।

এটি শিক্ষা উন্নত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি।

তাই শিশুদের শেখা উচিত:

কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়।

কীভাবে দেখতে হয়।

কীভাবে বুঝতে হয়।

কীভাবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হয়।

কীভাবে নিরাপদে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে হয়।

এই কারণেই L2Q প্রশ্নকরণ টুলকিট এত গুরুত্বপূর্ণ।

মানব চেতনা গঠিত হচ্ছে

মানবজাতি কীভাবে গঠিত হচ্ছে তা বোঝার আগেই বিশ্ব-পরিবেশ মানব চেতনাকে গঠন করছে।

ভয় বারবার দেখানো হলে ভয় ছড়াতে পারে।

তুলনা বারবার দেখানো হলে তুলনা ছড়াতে পারে।

নির্ভরতা বারবার দেখানো হলে নির্ভরতা ছড়াতে পারে।

অভিনয় বারবার দেখানো হলে অভিনয় ছড়াতে পারে।

উপরিতলতা বারবার দেখানো হলে উপরিতলতা ছড়াতে পারে।

পুনরাবৃত্তি বারবার দেখানো হলে পুনরাবৃত্তি ছড়াতে পারে।

এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব অবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

মানুষ শেষ পর্যন্ত ভুলে যেতে পারে তারা কে, কারণ তারা বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার বদলে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে এত বেশি সময় কাটায়।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই পরিবেশ কোন ধরনের চেতনা সৃষ্টি করছে?

এই পরিবেশ কোন বোঝাপড়া সৃষ্টি করছে?

এই পরিবেশ কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

এই পরিবেশ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কেন গুরুত্বপূর্ণ

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষ যে পরিবেশ বোঝে না তার দ্বারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে গঠিত হতে থাকলে মানবজাতি সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে, কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে, এটি চলতে থাকলে কে লাভবান হয়।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে, আচরণ যা দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে, কী প্রশ্নকরণ থামায়।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, কোন আবেগ গ্রহণযোগ্যতাকে গঠন করেছে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা জিজ্ঞাসা করে, কোন গল্প উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং বাস্তবতা সেটিকে সমর্থন করে কি না।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এখন জিজ্ঞাসা করে:

এই পরিবেশ মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে কী করছে?

এটি কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

এটি কোন বোঝাপড়া সৃষ্টি করছে?

এটি কোন ভয় সৃষ্টি করছে?

এটি কোন নির্ভরতা সৃষ্টি করছে?

এটি কোন তুলনা সৃষ্টি করছে?

এটি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

মানুষ অস্বাস্থ্যকর বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখে তা উন্নত করার বদলে
মনস্তাত্ত্বিকভাবে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে
পারে না।

মানুষকে যখন বিশ্ব-পরিবেশ থেকে কীভাবে শিখতে হয় শেখানো হয় না,
তখন তারা প্রায়ই তার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নেয়।

এভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হয়ে থাকা থেকে বিশ্ব-পরিবেশের
শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে।

সময়ের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক গঠন

অংশের প্রথম অংশ ব্যাখ্যা করেছে যে মানুষ প্রায়ই মনস্তাত্ত্বিকভাবে গঠিত
হয়, তারা বুঝে ওঠার আগেই যে তাদের গঠন করা হচ্ছে।

এই অংশ এখন সময়ের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক গঠন কীভাবে বিকশিত হয়,
সেদিকে এগোচ্ছে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সাধারণত এক মুহূর্তে ঘটে না।

এটি প্রায়ই বারবার সংস্পর্শের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

মানুষ বারবার একই জিনিস দেখে।

মানুষ বারবার একই জিনিস শোনে।

মানুষ বারবার একই জিনিস অনুভব করে।

মানুষ বারবার একই জিনিসের সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

সময়ের সঙ্গে বারবার সংস্পর্শ স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষ আর বুঝতেই পারে না যে তাদের গঠন করা হচ্ছে।

বারবার সংস্পর্শ বিশ্ব-পরিবেশের ভেতরের সবচেয়ে বড় শিক্ষকদের একটি হয়ে উঠতে পারে।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি বারবার কিসের সংস্পর্শে আসছি?

আমি বারবার কী গ্রহণ করছি?

আমি বারবার কিসের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি?

কী স্বাভাবিক হয়ে গেছে?

আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কী শেখাচ্ছি?

আমি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছি?

তুলনা, মর্যাদা এবং আত্মমূল্য

মানুষ নিজেদের অন্যদের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করতে পারে।

তুলনা মানব আচরণ গঠনকারী সবচেয়ে বড় প্রভাবগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ তুলনা করতে পারে:

বাহ্যিক রূপ।

অর্থ।

জীবনযাপন।

জনপ্রিয়তা ।

মর্যাদা ।

সাফল্য ।

সম্পদ ।

সম্পর্ক ।

গুরুত্ব ।

শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের আত্মমূল্যকে এসব তুলনার সঙ্গে বেঁধে ফেলতে পারে ।

কেউ বেশি কিছু আছে বলে মনে হলে মানুষ ভাবতে শুরু করতে পারে যে তার নিজের মূল্য কম ।

নিজের বেশি কিছু আছে বলে মানুষ ভাবতে শুরু করতে পারে যে তার মূল্য বেশি ।

মানুষ এমন পরিবেশের বিপরীতে নিজের মূল্য মাপতে শুরু করতে পারে যা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না ।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমাকে তুলনা করতে কে শিখিয়েছে?

আমি নিজেকে কিসের সঙ্গে তুলনা করছি?

তুলনা কী সৃষ্টি করছে?

তুলনা কী লুকাচ্ছে?

তুলনা কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

তুলনা মানুষকে নিজের কাছ থেকে শেখা থামিয়ে দিতে পারে, কারণ তারা অন্যদের সঙ্গে নিজেকে মাপায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে ।

উপরিতলতা, অভিনয় এবং একটি মিথ্যার ভেতরে বাস করা

মানুষ নিজেদের বিভিন্ন সংস্করণ অভিনয় করতে শুরু করতে পারে।

তারা সুখের অভিনয় করতে পারে।

তারা সাফল্যের অভিনয় করতে পারে।

তারা আত্মবিশ্বাসের অভিনয় করতে পারে।

তারা নিখুঁততার অভিনয় করতে পারে।

তারা অন্তর্ভুক্তির অভিনয় করতে পারে।

তারা গুরুত্বের অভিনয় করতে পারে।

মানুষ আসলে কেমন অনুভব করে তা লুকাতে পারে।

মানুষ সংগ্রাম লুকাতে পারে।

মানুষ কষ্ট লুকাতে পারে।

মানুষ অনিশ্চয়তা লুকাতে পারে।

মানুষ ভয় লুকাতে পারে।

মানুষ একাকিত্ব লুকাতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষ অভিনয়ের ভেতরেই বাস করতে শুরু করতে পারে।

এরপর অন্য মানুষ সেই অভিনয় অনুকরণ করতে পারে।

এটি একটি চক্র তৈরি করতে পারে।

অভিনয় অনুকরণ সৃষ্টি করে।

অনুকরণ পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করে।

পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিকীকরণ সৃষ্টি করে।

স্বাভাবিকীকরণ এমন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টি করে যারা অভিনয়কে বাস্তবতা হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে পায়।

প্রবঞ্চনা বারবার স্বাভাবিক করা হলে মানুষ প্রবঞ্চনার সঙ্গেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

কী দেখানো হচ্ছে?

কী লুকানো হচ্ছে?

আমি কী হওয়ার অভিনয় করছি?

আমি কী প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছি?

আমি কি শিখছি?

নাকি আমি অভিনয় করছি?

মানুষকে শিখতে হবে যে উপস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবতা নয়।

সামাজিক পরিবেশ এবং একে অন্যকে অনুকরণ করা

মানুষ একে অন্যের কাছ থেকে শেখে।

এটি উপকারী হতে পারে।

কিন্তু এটি বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অনুকরণ করতে পারে:

শব্দ।

মতামত।

আচরণ।

জীবনযাপন।

বাহ্যিক রূপ।

ব্যক্তিত্ব।

বিশ্বাস।

প্রতিক্রিয়া।

আবেগ।

অভ্যাস।

শেষ পর্যন্ত মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বন্ধ করতে পারে।

তার বদলে তারা অনুসরণ করা শুরু করতে পারে।

তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে:

অন্য সবাই কী করছে?

এর বদলে জিজ্ঞাসা করার:

কী সত্য?

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি শিখছি?

নাকি আমি অনুকরণ করছি?

আমি কি বুঝছি?

নাকি আমি অনুসরণ করছি?

আমি কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করছি?

নাকি আমি মানিয়ে চলছি?

এটি মানবজাতির একই বিশ্ব বারবার পুনর্গঠন করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি।

ভয়, উদ্বেগ এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে টিকে থাকা

মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

এটি ভয় সৃষ্টি করতে পারে।

এটি উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।

এটি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

এটি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে।

মানুষ পরিবেশ থেকে শেখার বদলে তাতে টিকে থাকতে শুরু করতে পারে।

মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে।

মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

মানুষ আবেগগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি এই পরিবেশ থেকে শিখছি?

নাকি আমি এতে টিকে আছি?

কী এসব পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে?

কী এসব আবেগ সৃষ্টি করছে?

কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠন করা হচ্ছে?

মানুষকে এমন পরিবেশে মনস্তাত্ত্বিকভাবে টিকে থাকতে বাধ্য হওয়া উচিত নয়, যা কীভাবে বুঝতে হয় তাদের সঠিকভাবে শেখানো হয়নি।

লোভ, ঈর্ষা এবং মানব চেতনা

মানুষ অর্থের মাধ্যমে মূল্য মাপতে শুরু করতে পারে।

মানুষ মর্যাদার মাধ্যমে মূল্য মাপতে শুরু করতে পারে।

মানুষ সম্পদের মাধ্যমে মূল্য মাপতে শুরু করতে পারে।

মানুষ বাহ্যিক রূপের মাধ্যমে মূল্য মাপতে শুরু করতে পারে।

মানুষ জনপ্রিয়তার মাধ্যমে মূল্য মাপতে শুরু করতে পারে।

এটি লোভ সৃষ্টি করতে পারে।

এটি ঈর্ষা সৃষ্টি করতে পারে।

এটি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে পারে।

এটি অনিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষ বিশ্ব থেকে শেখা বন্ধ করে তার ভেতরে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করতে পারে।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কিসের পেছনে ছুটছি?

কেন আমি এর পেছনে ছুটছি?

এটিকে মূল্য দিতে আমাকে কে শিখিয়েছে?

এটি কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

এটি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

মানুষকে বোঝার বদলে প্রতিযোগিতা করতে শেখানো হলে মানব চেতনা
সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

শিশু এবং মনস্তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার

শিশুরা শুধু তথ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে না।

শিশুরা পরিবেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা আচরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা ভয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা বয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা চাপ উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা তুলনা উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা উপরিতলতা উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা অভিনয় উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা নির্ভরতা উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা পুনরাবৃত্ত বিশ্ব-সমস্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে।

শিশুরা চারপাশের প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকেও শিখছে।

শিশুরা নকল সুখ শিখতে পারে।

শিশুরা তুলনা শিখতে পারে।

শিশুরা সামাজিক চাপ শিখতে পারে।

শিশুরা নীরবতা শিখতে পারে।

শিশুরা অভিনয় শিখতে পারে।

শিশুরা কষ্ট কীভাবে লুকাতে হয় তা শিখতে পারে।

শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে টিকে থাকাকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত শিশুরা কী সেই কষ্ট সৃষ্টি করেছে তা বোঝার আগেই কষ্ট উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

এটি মানবজাতির একই বিশ্ব পুনরাবৃত্ত করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি।

তাই এসব প্রভাব গভীরভাবে স্বাভাবিক হয়ে ওঠার আগেই শিশুদের নিরাপদভাবে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখা উচিত।

মানব চেতনা এবং বিশ্ব-পরিবেশ

বিশ্ব-পরিবেশ মানব চেতনাকে গঠন করে।

মানবজাতি কীভাবে গঠিত হচ্ছে তা বোঝার আগেই মানব চেতনা গঠিত হচ্ছে।

ভয় বারবার দেখানো হলে ভয় ছড়াতে পারে।

তুলনা বারবার দেখানো হলে তুলনা ছড়াতে পারে।

নির্ভরতা বারবার দেখানো হলে নির্ভরতা ছড়াতে পারে।

অভিনয় বারবার দেখানো হলে অভিনয় ছড়াতে পারে।

উপরিতলতা বারবার দেখানো হলে উপরিতলতা ছড়াতে পারে।

পুনরাবৃত্তি বারবার দেখানো হলে পুনরাবৃত্তি ছড়াতে পারে।

এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব অবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

মানুষ শেষ পর্যন্ত ভুলে যেতে পারে তারা কে, কারণ তারা বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার বদলে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে এত বেশি সময় কাটায়।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই পরিবেশ মানবজাতিকে কী শেখাচ্ছে?

এটি কোন ধরনের চেতনা সৃষ্টি করছে?

এটি কোন বোঝাপড়া সৃষ্টি করছে?

এটি কোন বিশ্ব পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

মানব চেতনা অগ্রসর হয় যখন মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নেওয়া বন্ধ করে এবং তার বদলে তা থেকে শেখা শুরু করে।

অর্থের প্রক্রিয়া এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজন

অর্থের প্রক্রিয়া তথ্য গঠন করতে পারে।

অর্থের প্রক্রিয়া নির্ভরতা গঠন করতে পারে।

অর্থের প্রক্রিয়া ভয় গঠন করতে পারে।

অর্থের প্রক্রিয়া আচরণ গঠন করতে পারে।

অর্থের প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি গঠন করতে পারে।

অর্থের প্রক্রিয়া নীরবতা গঠন করতে পারে।

অর্থের প্রক্রিয়া মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজনকেই গঠন করতে পারে।

মানুষ ফলাফলের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে পারে, অথচ সেগুলো তৈরি করা প্রক্রিয়া থেকে কখনো শিখতে পারে না।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

অর্থ কী প্রভাবিত করছে?

অর্থ কোন আচরণ সৃষ্টি করছে?

অর্থ কোন ভয় সৃষ্টি করছে?

অর্থ কোন নির্ভরতা সৃষ্টি করছে?

অর্থ কোন নীরবতা সুরক্ষিত রাখছে?

অর্থ কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং মানব অগ্রগতি

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব মানব অগ্রগতির অনুপস্থিতি পথের অংশ।

মানুষ যে পরিবেশ বোঝে না তার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

শিশুদের বিশ্ব-সমস্যার সংস্পর্শে আনা হলেও সেগুলো থেকে কীভাবে শিখতে হয় তা সঠিকভাবে শেখানো না হলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ নিজেদের মিথ্যা বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ নিজেদের বোঝার বদলে নিজেদের বিভিন্ন সংস্করণ অভিনয় করতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ উন্নত করার বদলে তাতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে টিকে থাকতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ পুনরাবৃত্ত সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সেগুলো কী সৃষ্টি করছে তা থেকে না শিখলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

অর্থের প্রক্রিয়া তথ্য, নির্ভরতা, ভয়, আচরণ, পুনরাবৃত্তি ও নীরবতা গঠন করতে থাকলে এবং মানুষ কারণ থেকে শেখার বদলে ফলাফলের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানিয়ে নিতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে, কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে, এটি চলতে থাকলে কে লাভবান হয়।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে, আচরণ যা দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে, কী প্রশ্নকরণ থামায়।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, কোন আবেগ গ্রহণযোগ্যতাকে গঠন করছে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা জিজ্ঞাসা করে, কোন গল্প উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং বাস্তবতা সেটিকে সমর্থন করে কি না।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এখন জিজ্ঞাসা করে:

এই পরিবেশ মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে কী করছে?

এই পরিবেশ শিশুদের সঙ্গে কী করছে?

এই পরিবেশ বোঝাপড়ার সঙ্গে কী করছে?

এই পরিবেশ মানব চেতনার সঙ্গে কী করছে?

এটি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছে?

এভাবেই মানুষ মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজন থেকে বোঝাপড়ার দিকে এগোতে শুরু করে।

এভাবেই মানুষ বিশ্বাস থেকে পরীক্ষায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ পরীক্ষা থেকে দেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ দেখা থেকে বোঝায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ বোঝা থেকে শেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ শেখা থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হয়ে থাকা থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে।

অংশ 9 - সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা আসলে কী

অংশ 1 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শিখতে হবে কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

অংশ 2 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানুষকে শিখতে হবে প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

অংশ 3 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানবজাতি বারবার একই বিশ্ব পুনর্গঠন করে, কারণ প্রগোদনা মানুষকে বারবার সেটিই পুনর্গঠন করার জন্য পুরস্কৃত করে।

অংশ 4 প্রতিষ্ঠা করেছে যে পুনরাবৃত্ত আচরণ প্রায়ই কথার চেয়ে বেশি প্রকাশ করে।

অংশ 5 প্রতিষ্ঠা করেছে যে শেখা শুরু হওয়ার আগেই মানুষকে প্রায়ই প্রশ্ন করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

অংশ 6 প্রতিষ্ঠা করেছে যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠার আগেই আবেগ আস্তা, বিশ্বাস, ভয়, প্রতিক্রিয়া, নীরবতা ও আচরণ গঠন করতে পারে।

অংশ 7 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানবজাতি সম্মিলিতভাবে বয়ান তৈরি, উত্তরাধিকার, রক্ষা করতে পারে এবং সেগুলোকে বাস্তবতা বলে ভুল করতে পারে।

অংশ 8 প্রতিষ্ঠা করেছে যে মানবজাতি বুঝে ওঠার আগেই বিশ্ব-পরিবেশ তাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে গঠন করছে।

অংশ 9 এখন সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন-এ প্রবেশ করছে।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন আছে কারণ মানবজাতি প্রায়ই ভিন্ন মানুষ, ব্যবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করে।

মানুষ অন্যদের ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারে, অথচ নিজেকে সুরক্ষিত রাখে।

মানুষ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারে, অথচ কর্তৃত্বকে সুরক্ষিত রাখে।

মানুষ কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারে, অথচ যার ওপর তারা নির্ভর করে সেটিকে সুরক্ষিত রাখে।

মানুষ একটি বিষয়কে প্রশ্ন করতে পারে, অথচ আরেকটি প্রশ্ন করতে অস্বীকার করে।

মানুষ একটি বয়ানকে প্রশ্ন করতে পারে, অথচ আরেকটিতে প্রবেশ করে।

মানুষ একটি ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে পারে, অথচ আরেকটি সুরক্ষিত রাখে।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন মানুষকে শেখা থেকে দ্বৈত মানদণ্ড সরাতে শেখায়।

কিন্তু সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন শুধু দ্বৈত মানদণ্ডের চেয়েও বড়।

এটি মানুষকে বুঝতে শেখায় কেন প্রথমেই ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করা হচ্ছে।

মানুষ প্রায়ই ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করে কারণ নির্ভরতা, ভয়, অন্তর্ভুক্তি, পরিচয়, অর্থ, কর্তৃত্ব, আবেগ এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ান প্রভাবিত করে মানুষ কোথায় শেখার ইচ্ছা রাখে।

মানবজাতি প্রায়ই ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করে

মানবজাতির একই বিশ্ব বারবার পুনর্গঠন করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি হলো মানুষ প্রায়ই ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করে।

মানুষ নির্বাচনী হয়ে উঠতে পারে।

নির্বাচনী প্রশ্নকরণ।

নির্বাচনী প্রমাণ-উপাদান।

নির্বাচনী বিশ্বাস।

নির্বাচনী সংশয়।

নির্বাচনী আবেগ।

নির্বাচনী ক্ষোভ।

নির্বাচনী বয়ান।

নির্বাচনী অনুমতি।

নির্বাচনী শেখা।

কিছু তাদের হুমকি দিলে মানুষ কঠিন প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু কিছু তাদের উপকার করলে প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

মানুষ অপছন্দের কিছুর ক্ষেত্রে প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারে, অথচ যার ওপর নির্ভর করে সেটিকে সুরক্ষিত রাখে।

মানুষ অন্যদের কাছ থেকে সামঞ্জস্য দাবি করতে পারে, অথচ নিজের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য এড়িয়ে যায়।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করছি?

আমি কি কিছু সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কি কিছু এড়িয়ে যাচ্ছি?

আমি কী প্রশ্ন করতে অনিচ্ছুক?

আমি কিসের ওপর নির্ভরশীল?

আমি কিসের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত?

আমি এখানে একই মানদণ্ড প্রয়োগ করলে কোন বিষয় অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে?

দ্বৈত মানদণ্ড পুনরাবৃত্ত বিশ্ব-সমস্যাকে চলতে দেওয়া সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

একই মানদণ্ড সর্বত্র প্রযোজ্য হতে হবে

কাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে সত্যের ভিন্ন মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না।

একই মানদণ্ড সর্বত্র প্রযোজ্য হতে হবে।

একই মানদণ্ড প্রযোজ্য:

মানুষের ক্ষেত্রে।

শিশুদের ক্ষেত্রে।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে।

অভিভাবকদের ক্ষেত্রে।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে।

বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে।

সরকারের ক্ষেত্রে।

মাধ্যমের ক্ষেত্রে।

পুলিশের ক্ষেত্রে ।

ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ।

সংগঠনের ক্ষেত্রে ।

কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে ।

বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে ।

বয়ানের ক্ষেত্রে ।

তথ্যের ক্ষেত্রে ।

গল্পের ক্ষেত্রে ।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ।

একই মানদণ্ড আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি এই মানদণ্ড নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

আমি কি এই মানদণ্ড এমন কারও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম যাকে আমি সমর্থন করি?

আমি কি এই মানদণ্ড এমন কারও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম যার সঙ্গে আমি একমত নই?

আমি কি এই মানদণ্ড একটি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

আমি কি এই মানদণ্ড কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

আমি কি এই মানদণ্ড যার ওপর নির্ভর করি তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

মানুষ সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শেখার আগে স্বাধীন চিন্তাভাবনা পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।

যেখানে অস্বস্তি শুরু হয়, মানুষ প্রায়ই সেখানেই শেখা বন্ধ করে

মানুষ প্রায়ই ঠিক সেই বিন্দুতেই শেখা বন্ধ করে যেখানে শেখা তাদের নির্ভরতার বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে।

অর্থ জড়িত হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

অন্তর্ভুক্তি হুমকির মুখে পড়লে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

কর্তৃত্ব জড়িত হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

তাদের পরিচয় চ্যালেঞ্জ হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

তাদের ভূমিকা উন্মোচিত হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

নিজেদের আচরণ পরীক্ষা করতে হলে তারা প্রশ্ন করা বন্ধ করতে পারে।

এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আরাম শেষ হওয়ার বিন্দুতেই প্রায়ই শেখা শুরু হয়।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কোথায় প্রশ্ন করা বন্ধ করি?

আমি কোথায় অস্বস্তি বোধ করি?

এই অস্বস্তি কী প্রকাশ করে?

আমি কী সুরক্ষিত রাখছি?

আমি প্রশ্ন করতে থাকলে আমাকে কী বুঝতে হতে পারে?

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন মানুষকে শেখায়, প্রশ্নকরণ অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে শেখা বন্ধ না করতে।

অর্থের প্রক্রিয়া এবং ভিন্ন মানদণ্ড

অর্থের প্রক্রিয়া মানুষ সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা বন্ধ করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে, কারণ নির্ভরতা প্রভাবিত করতে পারে মানুষ কোথায় প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক।

অর্থ মানুষ কী প্রশ্ন করে তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী এড়ায় তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী সুরক্ষিত রাখে তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী রক্ষা করে তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কোন বিষয়ে নীরব থাকে তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী পুনরাবৃত্তি করে তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক তা গঠন করতে পারে।

অর্থ জড়িত হওয়ার আগে মানুষ একটি মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারে এবং নির্ভরতা দেখা দেওয়ার পর আরেকটি।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এখানে অর্থ কী প্রভাবিত করছে?

কোন নির্ভরতা আছে?

কী পুনরাবৃত্তির জন্য আমাকে অর্থ দেওয়া হয়?

কী সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাকে অর্থ দেওয়া হয়?

অর্থের কারণে আমি কী প্রশ্ন করতে ভয় পাই?

অর্থ জড়িত হলে কোন মানদণ্ড বদলে যায়?

অর্থের প্রক্রিয়া যদি প্রয়োগ করা মানদণ্ড বদলে দেয়, তবে সেই মানদণ্ড সর্বত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

মানুষ প্রায়ই যা অপছন্দ করে তা প্রশ্ন করে, অথচ যার ওপর নির্ভর করে তা সুরক্ষিত রাখে

মানুষ নির্বাচনী শেখার মধ্যে আটকে যেতে পারে।

মানুষ যা অপছন্দ করে তা প্রশ্ন করতে পারে।

মানুষ যা থেকে লাভবান হয় তা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ যার ওপর নির্ভর করে তা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ যা নিরাপদ মনে হয় তা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মানুষ অন্য সবাই যা সুরক্ষিত রাখছে তা সুরক্ষিত রাখতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কেন এটি প্রশ্ন করছি?

আমি কেন ওটি প্রশ্ন করছি না?

আমি কী সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কী হারাতে ভয় পাই?

আমি কী দেখতে ভয় পাই?

আমি কোন মানদণ্ড প্রয়োগ করতে অস্বীকার করছি?

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন মানুষকে শেখা থেকে আবেগগত পক্ষপাত সরাতে শেখায়।

আগের আটটি অংশেই সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন হলো সেই অংশ যা আগের আটটি অংশকে একত্রিত করে।

উৎস ও উৎপত্তি সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

প্রণোদনা ও লাভ সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন করার অনুমতি সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

আবেগগত প্রভাব সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি এসব সরঞ্জাম সর্বত্র ব্যবহার করছি?

নাকি শুধু যেখানে আরামদায়ক মনে হয়?

আমি কি প্রতিটি অংশে একই মানদণ্ড প্রয়োগ করছি?

নাকি আমি টুলকিট নির্বাচনীভাবে ব্যবহার করছি?

শিক্ষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা শেখাতে হবে

শিক্ষা প্রায়ই মানুষকে বিষয়গুলো আলাদা করে শেখায়।

কিন্তু বিশ্ব-পরিবেশ সংযুক্ত।

মানুষকে সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শেখানো উচিত।

নইলে মানুষ একটি ক্ষেত্র প্রশ্ন করতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, অথচ আরেকটি কখনো প্রশ্নই করে না।

মানুষ স্বাধীন চিন্তাবিদ না হয়েও জ্ঞানী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ তথ্যসমৃদ্ধ হয়েও একই বিশ্ব পুনর্গঠন করে যেতে পারে।

তাই শিক্ষাকে মানুষকে দ্বৈত মানদণ্ড চিনতে শেখাতে হবে।

শিক্ষাকে শিশুদের নির্বাচনী সত্য চিনতে শেখাতে হবে।

শিক্ষাকে শিশুদের নির্বাচনী ক্ষোভ চিনতে শেখাতে হবে।

শিক্ষাকে শিশুদের নির্বাচনী প্রশ্নকরণ চিনতে শেখাতে হবে।

শিক্ষাকে শিশুদের নির্বাচনী শেখা চিনতে শেখাতে হবে।

শিশুরা দ্বৈত মানদণ্ড কী তা বোঝার আগেই সেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

উদ্দেশ্য মানুষকে আক্রমণ করা নয়।

উদ্দেশ্য সামঞ্জস্য তৈরি করা।

এই অংশ আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

মানুষের সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর একটি হলো ভাবা যে এসব অংশ শুধু অন্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এগুলো আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কী অবদান রাখছি?

আমি কী পুনরাবৃত্তি করছি?

আমি কী সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কী এড়িয়ে যাচ্ছি?

আমি কী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি?

আমি কী কখনো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করিনি?

আমি কি একই মানদণ্ড নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন শেখা থেকে ব্যতিক্রম সরিয়ে দেয়।

কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশংসা থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত নয়।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন এবং মানব চেতনা

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হলে মানব চেতনা
সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ নিজের ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড এবং অন্যদের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রয়োগ
করলে চেতনা অগ্রসর হয় না।

মানুষ অপছন্দের ব্যবস্থায় এক মানদণ্ড এবং যার ওপর নির্ভর করে সেখানে
আরেকটি প্রয়োগ করলে চেতনা অগ্রসর হয় না।

মানুষ প্রত্যাখ্যাত বয়ানে এক মানদণ্ড এবং আবেগগতভাবে সুরক্ষিত বয়ানে
আরেকটি প্রয়োগ করলে চেতনা অগ্রসর হয় না।

মানুষ অন্যত্র কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড প্রয়োগ করলেও নিজের কাছাকাছি কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তা না করলে চেতনা অগ্রসর হয় না।

মানুষ সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শিখলে মানব চেতনা অগ্রসর হয়।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করণ কেন গুরুত্বপূর্ণ

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভিন্ন মানুষ, ব্যবস্থা, বয়ান এবং পরিবেশে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হলে মানবজাতি সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ অন্যদের প্রশ্ন করে কিন্তু নিজেকে না করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ একটি কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করে কিন্তু আরেকটিকে না করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ একটি বয়ানকে প্রশ্ন করে অথচ আরেকটি সুরক্ষিত রাখলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ নির্বাচনীভাবে সত্য প্রয়োগ করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ নির্বাচনীভাবে শেখা প্রয়োগ করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

প্রশ্নকরণ অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে মানুষ শেখা বন্ধ করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

অর্থের প্রক্রিয়া মানুষ কোন মানদণ্ড প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক তা বদলে দিলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

দ্বৈত মানদণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে গেলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে, কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে, এটি চলতে থাকলে কে লাভবান হয়।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে, আচরণ যা দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে, কী প্রশ্নকরণ থামায়।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, কোন আবেগ গ্রহণযোগ্যতাকে গঠন করছে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা জিজ্ঞাসা করে, কোন গল্প উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং বাস্তবতা সেটিকে সমর্থন করে কি না।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, বিশ্ব-পরিবেশ মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে কী করছে।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন এখন জিজ্ঞাসা করে:

আমি কি সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করছি?

আমি কীকে ব্যতিক্রম করছি?

আমি কী সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কী পরীক্ষা করতে অনিচ্ছুক?

কোথায় অস্বস্তি আমার প্রশ্নকরণ থামায়?

কোথায় অর্থ মানদণ্ড বদলে দেয়?

ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করা হলে কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠন করা হয়?

এভাবেই মানুষ নির্বাচনী শেখা থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ শেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ নির্বাচনী প্রশ্নকরণ থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হয়ে থাকা থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে।

দ্বৈত মানদণ্ড এবং মানবজাতি

এই অংশের প্রথম অংশ ব্যাখ্যা করেছে যে মানবজাতি প্রায়ই ভিন্ন মানুষ, ব্যবস্থা, পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করে।

এই অংশ এখন ভিন্ন মানদণ্ড কীভাবে বারবার বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠন করে, সেদিকে এগোচ্ছে।

দ্বৈত মানদণ্ড অদৃশ্য হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ বুঝতেই নাও পারে যে তারা সেগুলো ব্যবহার করছে।

মানুষ নিজের ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড এবং অন্যদের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রয়োগ করতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রয়োগ করতে পারে।

মানুষ এক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড এবং আরেক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আরেকটি প্রয়োগ করতে পারে।

মানুষ এক বয়ানের ক্ষেত্রে এক মানদণ্ড এবং আরেক বয়ানের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রয়োগ করতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

আমি কোন মানদণ্ড বদলাচ্ছি?

আমি কী সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছি?

দ্বৈত মানদণ্ড পুনরাবৃত্ত বিশ্ব-সমস্যা চলতে থাকার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

অন্তর্ভুক্তি, পরিচয় এবং যা নিরাপদ মনে হয় তা সুরক্ষিত রাখা

মানুষ যার ওপর নির্ভর করে তার সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

মানুষ যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তার সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

মানুষ যা নিজের পরিচয়ের অংশ মনে করে তার সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

মানুষ অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

মানুষ বাস্তবতা থেকে শেখার বদলে পরিচয় সুরক্ষিত রাখতে শুরু করতে পারে।

মানুষ আচরণ থেকে শেখার বদলে গোষ্ঠী সুরক্ষিত রাখতে শুরু করতে পারে।

মানুষ প্রমাণ-উপাদান থেকে শেখার বদলে বিশ্বাস সুরক্ষিত রাখতে শুরু করতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমার পরিচয়ের কোন অংশ আমি সুরক্ষিত রাখছি?
আমার অন্তর্ভুক্তির কোন অংশ আমি সুরক্ষিত রাখছি?
আমি কী হারাতে ভয় পাই?
আমি কী দেখতে ভয় পাই?
আমি এখানে একই মানদণ্ড প্রয়োগ করলে কী শিখতাম?
মানুষ প্রায়ই যা তাদের নিরাপদ বোধ করায় তা সুরক্ষিত রাখে।
এটি শেখা থামিয়ে দিতে পারে।

গোষ্ঠীবাদ, বিভাজন এবং নির্বাচনী সত্য

মানুষ নিজেদের গোষ্ঠীতে ভাগ করতে পারে।
গোষ্ঠী শেখার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।
গোষ্ঠী সত্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।
গোষ্ঠী বোঝাপড়ার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।
মানুষ নিজের পক্ষ রক্ষা করতে পারে।
মানুষ অন্য পক্ষকে আক্রমণ করতে পারে।
কে তথ্য উপস্থাপন করেছে তার ওপর নির্ভর করে মানুষ তথ্য প্রত্যাখ্যান করতে পারে।
কে তথ্য উপস্থাপন করেছে তার ওপর নির্ভর করে মানুষ তথ্য গ্রহণ করতে পারে।
তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

অন্য কেউ এটি বললে আমি কি বিশ্বাস করতাম?

আমি যাকে সমর্থন করি সে এটি বললে আমি কি প্রত্যাখ্যান করতাম?

আমি কি শিখছি?

নাকি আমি পক্ষ বেছে নিচ্ছি?

নির্বাচনী সত্য স্বাধীন চিন্তাভাবনা বাধাগ্রস্ত করার সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

নির্ভরতা সুরক্ষিত রাখা

মানুষ এমন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে যা তারা কখনো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করেনি।

মানুষ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ কর্তৃত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অর্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অন্তর্ভুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

এরপর মানুষ সেই নির্ভরতাগুলো সুরক্ষিত রাখতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কিসের ওপর নির্ভরশীল?

আমি এটি হারালে কি প্রশ্ন করতাম?

এটি অন্য কাউকে প্রভাবিত করলে কি প্রশ্ন করতাম?

আমি এটি থেকে লাভবান না হলে কি প্রশ্ন করতাম?

মানুষ প্রায়ই বুঝতে না পেরেই নির্ভরতা সুরক্ষিত রাখে।

অর্থের প্রক্রিয়া এবং সামঞ্জস্য

অর্থের প্রক্রিয়া মানুষ সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা বন্ধ করার সবচেয়ে বড় কারণগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

নির্ভরতা প্রভাবিত করতে পারে মানুষ কোথায় শিখতে ইচ্ছুক।

নির্ভরতা প্রভাবিত করতে পারে মানুষ কোথায় প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক।

অর্থ মানুষ কী রক্ষা করে তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী এড়ায় তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কী পুনরাবৃত্তি করে তা গঠন করতে পারে।

অর্থ মানুষ কোন বিষয়ে নীরব থাকে তা গঠন করতে পারে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

অর্থ জড়িত হলে কোন মানদণ্ড বদলে যায়?

কোন নির্ভরতা আছে?

আমি কী সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কী হারাতে ভয় পাই?

এই পরিস্থিতি থেকে অর্থ সরিয়ে দিলে আমি কী শিখতাম?

অর্থের প্রক্রিয়া যদি প্রয়োগ করা মানদণ্ড বদলে দেয়, তবে সেই মানদণ্ড সর্বত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

মানুষ নির্বাচনী শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে পারে

মানুষ কিছু ক্ষেত্র প্রশ্ন করতে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, অথচ অন্য ক্ষেত্র প্রশ্ন করতে অস্বীকার করে।

মানুষ অন্যত্র সমস্যা দেখতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, অথচ নিজের অবদান দেখতে অস্বীকার করে।

মানুষ বিরোধ উন্মোচনে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, অথচ নিজের বিরোধ সুরক্ষিত রাখে।

মানুষ বয়ান প্রশ্ন করতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বয়ান সুরক্ষিত রাখে।

মানুষ ব্যবস্থা প্রশ্ন করতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, অথচ যে ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সেটি সুরক্ষিত রাখে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি শিখছি?

নাকি আমি কোথায় শিখতে ইচ্ছুক তা বেছে নিচ্ছি?

কী আমাকে শেখা বন্ধ করায়?

কী আমাকে অস্বস্তিকর করে তোলে?

মানুষ প্রায়ই ঠিক সেই বিন্দুতেই শেখা বন্ধ করে যেখানে শেখা তাদের নির্ভরতার বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে।

নির্বাচনী শেখা স্বাধীন চিন্তাভাবনার সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

শিশুরা ভিন্ন মানদণ্ড উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে

শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে শেখে।

শিশুরা দেখে প্রাপ্তবয়স্করা কী করে।

শিশুরা দেখে প্রাপ্তবয়স্করা কী এড়ায়।

শিশুরা দেখে প্রাপ্তবয়স্করা কী সুরক্ষিত রাখে।

শিশুরা দেখে প্রাপ্তবয়স্করা কী পুনরাবৃত্তি করে।

শিশুরা দ্বৈত মানদণ্ড কী তা বোঝার আগেই সেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে।

শিশুরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে:

নির্বাচনী সত্য।

নির্বাচনী ক্ষোভ।

নির্বাচনী প্রশ্নকরণ।

নির্বাচনী শেখা।

নির্বাচনী প্রমাণ-উপাদান।

নির্বাচনী বিশ্বাস।

শিশুরা শিখতে পারে:

অন্যদের প্রশ্ন করো, নিজেকে নয়।

কিছু ব্যবস্থা প্রশ্ন করো, অন্যগুলো নয়।

কিছু কর্তৃত্ব প্রশ্ন করো, অন্যগুলো নয়।

কিছু বয়ান প্রশ্ন করো, অন্যগুলো নয়।

কিছু মানুষকে প্রশ্ন করো, অন্যদের নয়।

এরপর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেন তা হচ্ছে না বুঝেই একই বিশ্ব পুনর্গঠন করতে পারে।

তাই শিশুদের শুরু থেকেই সামঞ্জস্য শেখা উচিত।

সামঞ্জস্য মানব অগ্রগতির সবচেয়ে বড় পথগুলোর একটি

সামঞ্জস্য ছাড়া মানব অগ্রগতি সঠিকভাবে ঘটতে পারে না।

সামঞ্জস্য ব্যতিক্রম সরায়।

সামঞ্জস্য পক্ষপাত সরায়।

সামঞ্জস্য নির্বাচনী শেখা সরায়।

সামঞ্জস্য নির্বাচনী সত্য সরায়।

সামঞ্জস্য নির্বাচনী প্রশ্নকরণ সরায়।

সামঞ্জস্য মানুষকে স্বাধীন চিন্তাবিদ হতে সাহায্য করে।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কি এই মানদণ্ড সর্বত্র প্রয়োগ করতাম?

আমি কি এটি সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

আমি কি এটি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

আমি কি এটি যা সমর্থন করি তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

আমি কি এটি যার ওপর নির্ভর করি তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতাম?

মানুষ সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শেখার আগে স্বাধীন চিন্তাভাবনা পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।

মানব চেতনা এবং সামঞ্জস্য

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হলে মানব চেতনা সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না।

মানুষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেই অত্যন্ত জ্ঞানী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেই তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

সামঞ্জস্য পক্ষপাতের চেয়েও শক্তিশালী হলে মানব চেতনা অগ্রসর হয়।

সামঞ্জস্য অন্তর্ভুক্তির চেয়েও শক্তিশালী হলে মানব চেতনা অগ্রসর হয়।

সামঞ্জস্য নির্ভরতার চেয়েও শক্তিশালী হলে মানব চেতনা অগ্রসর হয়।

সামঞ্জস্য ভয়ের চেয়েও শক্তিশালী হলে মানব চেতনা অগ্রসর হয়।

তাই মানুষের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

আমি কোন সামঞ্জস্য এড়িয়ে যাচ্ছি?

আমি কোন মানদণ্ড প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক?

আমি কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠনে সাহায্য করছি?

একই মানদণ্ড আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

এই অংশ আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কাউকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত নয়।

একই মানদণ্ড আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

একই মানদণ্ড আমাদের কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

একই মানদণ্ড আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

একই মানদণ্ড আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

একই মানদণ্ড আমাদের অবদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

একই মানদণ্ড সর্বত্র প্রযোজ্য ।

এটি সততার দিকে সবচেয়ে বড় পথগুলোর একটি ।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন এবং মানব অগ্রগতি

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন মানব অগ্রগতির অনুপস্থিত পথের অংশ ।

ভিন্ন মানুষ, ব্যবস্থা, কর্তৃত্ব, বয়ান এবং পরিবেশে ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না ।

মানুষ একটি বিষয়কে প্রশ্ন করে আরেকটি সুরক্ষিত রাখলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না ।

মানুষ নির্বাচনীভাবে সত্য প্রয়োগ করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না ।

মানুষ নির্বাচনীভাবে শেখা প্রয়োগ করলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না ।

মানুষ যার ওপর নির্ভর করে তা সুরক্ষিত রাখতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না ।

শিশুরা ভিন্ন মানদণ্ড উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে থাকলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না ।

অসামঞ্জস্য স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে গেলে মানবজাতি অগ্রসর হতে পারে না।

উৎস ও উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করে, কিছু কোথা থেকে এসেছে এবং কী সেটিকে গঠন করেছে।

প্রমাণ-উপাদানের মানদণ্ড জিজ্ঞাসা করে, প্রমাণ-উপাদান যা দাবি করা হচ্ছে তাকে সমর্থন করে কি না।

প্রণোদনা ও লাভ জিজ্ঞাসা করে, এটি চলতে থাকলে কে লাভবান হয়।

চরিত্র ও সামঞ্জস্য জিজ্ঞাসা করে, আচরণ যা দাবি করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

প্রশ্ন করার অনুমতি জিজ্ঞাসা করে, কী প্রশ্নকরণ থামায়।

আবেগগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, কোন আবেগ গ্রহণযোগ্যতাকে গঠন করছে।

বয়ান বনাম বাস্তবতা জিজ্ঞাসা করে, কোন গল্প উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং বাস্তবতা সেটিকে সমর্থন করে কি না।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব জিজ্ঞাসা করে, বিশ্ব-পরিবেশ মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে কী করছে।

সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করুন এখন জিজ্ঞাসা করে:

আমি কি সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করছি?

আমি কীকে ব্যতিক্রম করছি?

আমি কী সুরক্ষিত রাখছি?

আমি কী পরীক্ষা করতে অনিচ্ছুক?

কোথায় অস্বস্তি আমার প্রশ্নকরণ থামায়?

কোথায় অর্থ মানদণ্ড বদলে দেয়?

ভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করা হলে কোন বিশ্ব-পরিবেশ পুনর্গঠন করা হয়?

এভাবেই মানুষ নির্বাচনী শেখা থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ শেখায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ নির্বাচনী প্রশ্নকরণ থেকে স্বাধীন চিন্তাভাবনায় এগোয়।

এভাবেই মানুষ বিশ্ব-পরিবেশের উৎপাদ হয়ে থাকা থেকে বিশ্ব-পরিবেশের শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে।

মানব অগ্রগতি

মানব অগ্রগতি L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলাফল।

এই কারণেই অনুপস্থিত শিক্ষার পথটি উন্নয়ন করা হয়েছিল।

এই কারণেই Book of Evidence-কে একটি শিক্ষার পথে রূপান্তর করা হয়েছিল।

এই কারণেই World Education Online, Q2L এবং Young Questioners বিদ্যমান।

উদ্দেশ্য কখনো শুধু প্রশ্নকরণ উন্নত করা ছিল না।

উদ্দেশ্য কখনো শুধু শিক্ষা উন্নত করা ছিল না।

উদ্দেশ্য কখনো শুধু আরও তথ্য দেওয়া ছিল না।

উদ্দেশ্য হলো মানব অগ্রগতি।

Book of Evidence শুধু 30 বছরেরও বেশি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সময়-মুদ্রিত প্রমাণ-উপাদান, জনসাধারণের রেকর্ড, ভিডিও, লাইভস্ট্রিম, চ্যালেঞ্জ, ব্যবস্থা-সম্পর্কিত মিথস্ক্রিয়া, পুনরাবৃত্ত ধারণা, নীরবতা, খণ্ডনের অনুপস্থিতি এবং বিশ্ব-পরিবেশ পর্যবেক্ষণ নথিবদ্ধ করেনি।

এটি একটি বিরোধ উন্মোচিত করেছে।

প্রশ্নকরণ ইতিমধ্যেই ছিল।

তথ্য ইতিমধ্যেই ছিল।

প্রমাণ-উপাদান ইতিমধ্যেই ছিল।

শিক্ষা ইতিমধ্যেই ছিল।

তবু একই পুনরাবৃত্ত বিশ্ব চলতে থাকে।

মানবজাতি যা সঠিকভাবে দেখতে, বুঝতে এবং তা থেকে শিখতে ব্যর্থ
হচ্ছিল, সেটিই পুনরাবৃত্তি করে যেতে থাকে।

তথ্য থাকা সত্ত্বেও।

প্রশ্নকরণ থাকা সত্ত্বেও।

প্রমাণ-উপাদান থাকা সত্ত্বেও।

শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও।

পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকে।

এটি অনুপস্থিত পথটিকে উন্মোচিত করেছে।

সমস্যা তথ্যের অনুপস্থিতি ছিল না।

সমস্যা প্রশ্নকরণের অনুপস্থিতি ছিল না।

সমস্যা প্রমাণ-উপাদানের অনুপস্থিতি ছিল না।

সমস্যা শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ছিল না।

সমস্যা ছিল বিশ্ব-পরিবেশকেই কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং তা
থেকে শিখতে হয়—তা শেখার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ
প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথের অনুপস্থিতি।

মানবজাতি যা দেখতে বা বুঝতে পারে না তা থেকে শিখতে পারে না।

Book of Evidence পুনরাবৃত্তি বিশ্বকে দৃশ্যমান ও বোধগম্য করতে
সাহায্য করেছে।

এটি মানবজাতি যা থেকে শেখে এবং মানবজাতি বারবার যা হয়ে
ওঠে—এই দুটির সম্পর্ক উন্মোচনে সাহায্য করেছে।

এটি সময়ের সঙ্গে বিশ্ব-পরিবেশ বারবার কী দেখিয়েছে তা উন্মোচনে সাহায্য
করেছে।

এটি কী পুনরাবৃত্তি হয়েছে তা উন্মোচন করেছে।

এটি কী চলতে থেকেছে তা উন্মোচন করেছে।

এটি কী সুরক্ষিত রাখা হয়েছে তা উন্মোচন করেছে।

এটি কী লুকানো হয়েছে তা উন্মোচন করেছে।

এটি উন্মোচন করেছে কেন শুধু প্রশ্নকরণ পুনরাবৃত্তি থামাতে ব্যর্থ হচ্ছিল।

এই কারণেই L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হয়েছিল।

L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা প্রথমে তৈরি করে পরে বিশ্বে প্রয়োগ করা হয়নি।

বিশ্ব বারবার যা দেখিয়েছে, তা থেকেই এটি উন্নয়ন করা হয়েছে।

Book of Evidence যা উন্মোচন করেছে, তা থেকেই এটি উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্নকরণ ইতিমধ্যেই ছিল অথচ পুনরাবৃত্তি চলছিল—এই কারণে এটি উন্নয়ন করা হয়েছে।

তথ্য ইতিমধ্যেই ছিল অথচ পুনরাবৃত্তি চলছিল—এই কারণে এটি উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রমাণ-উপাদান ইতিমধ্যেই ছিল অথচ পুনরাবৃত্তি চলছিল—এই কারণে এটি উন্নয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষা ইতিমধ্যেই ছিল অথচ পুনরাবৃত্তি চলছিল—এই কারণে এটি উন্নয়ন করা হয়েছে।

অনুপস্থিত পথ আরও তথ্য ছিল না।

অনুপস্থিত পথ আরও প্রশ্নকরণ ছিল না।

অনুপস্থিত পথ ছিল একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক শিক্ষার পথের মাধ্যমে বিশ্ব-পরিবেশকেই কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং তা থেকে শিখতে হয়—তা শেখা।

L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা সেই পথটি প্রদান করে।

এটি বিশ্ব-পরিবেশকেই কীভাবে প্রশ্ন করতে, দেখতে, বুঝতে এবং তা থেকে শিখতে হয়—তা শেখার কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথ প্রদান করে।

L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা মানুষকে বিশ্ব-পরিবেশকেই কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শিখতে সাহায্য করে।

বিশ্ব-পরিবেশ কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা শেখা মানুষকে দেখতে সাহায্য করে তারা কী থেকে শিখছে।

দেখা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে।

বোঝাপড়া স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকশিত করে।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা মানবজাতির বাস্তবতা থেকে শেখার ক্ষমতা বিকশিত করে, বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করতে যা তৈরি করা হয়েছে তা থেকে শেখার বদলে।

মানব অগ্রগতি সেই প্রক্রিয়ার ফলাফল।

মানব অগ্রগতি ঘটে যখন মানবজাতি বিশ্ব বারবার যা দেখায় তা থেকে শেখে, সেটি পুনরাবৃত্তি করে যাওয়ার বদলে।

শুধু তথ্য বাড়িয়ে মানব অগ্রগতি অর্জিত হয় না।

তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বোঝাপড়া সৃষ্টি করে না।

কী থেকে শেখা হচ্ছে তা কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা না শিখলে বোঝাপড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকশিত হয় না।

মানব অগ্রগতি অর্জিত হয় যখন বোঝাপড়া স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকশিত করে এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনা মানবজাতির বাস্তবতা থেকে শেখার ক্ষমতা বিকশিত করে।

আগের অংশগুলো ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে কেন মানবজাতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই সমস্যা, আচরণ, ব্যবস্থা, ব্যয়ন, নির্ভরতা, সীমাবদ্ধতা এবং পুনরাবৃত্ত ধরণ বারবার পুনর্গঠন করে।

সেগুলো দেখিয়েছে কেন শুধু তথ্য যথেষ্ট নয়।

সেগুলো দেখিয়েছে কেন শুধু প্রশ্নকরণ যথেষ্ট নয়।

সেগুলো দেখিয়েছে কেন মানবজাতির বিশ্ব-পরিবেশ থেকেই শেখার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথ প্রয়োজন।

সেই পথ এখন বিদ্যমান।

মানব অগ্রগতি হলো মানবজাতির বিশ্ব-পরিবেশ থেকেই শেখার ক্ষমতা ক্রমাগত উন্নত করা।

বোঝাপড়া স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকশিত করে।

বোঝাপড়া অগ্রসর হলে স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হয়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হলে পুনরাবৃত্তি তার পথ হারায়।

পুনরাবৃত্তি তার পথ হারালে মানবজাতি বাস্তবতাকে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করার বদলে বাস্তবতা থেকে ক্রমাগত শেখার ক্ষমতা অর্জন করে।

সবাই একই বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে বাস করে।

সবাই তা থেকে শেখে।

সবাই এতে অবদান রাখে।

সবাই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সবাই এটিকে প্রভাবিত করে।

সবাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে তা গঠনে সাহায্য করে।

তাই মানব অগ্রগতি সবার উপকার করে, কারণ সবাই একই বিশ্ব-পরিবেশ ভাগ করে এবং সেটি কী হয়ে ওঠে তা গঠনে সাহায্য করে।

তাই মানব অগ্রগতি অন্য কারও দায়িত্ব নয়।

এটি সবার, কারণ সবাই মানবজাতিকে গঠনকারী বিশ্ব-পরিবেশে অবদান রাখে।

শিশুরা যে বিশ্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তা তৈরি করে না।

প্রাপ্তবয়স্করা করে।

শিশুরা শিক্ষা-পরিবেশ তৈরি করে না।

প্রাপ্তবয়স্করা করে।

শিশুরা তাদের জন্য কোন শেখার পথ উপলভ্য হবে তা সিদ্ধান্ত নেয় না।

প্রাপ্তবয়স্করা নেয়।

মানুষ বুদ্ধক বা না বুদ্ধক, তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখবে তা গঠনে সাহায্য করে।

শিশুরা যে বিশ্ব-পরিবেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তা গঠিত হয় আগের প্রজন্ম কী প্রশ্ন করতে বেছে নেয়, কী উপেক্ষা করতে বেছে নেয়, কী চ্যালেঞ্জ করতে বেছে নেয়, কী সুরক্ষিত রাখতে বেছে নেয় এবং কী সামনে এগিয়ে দিতে বেছে নেয়—তার দ্বারা।

মানবজাতি যা থেকে শেখে তা মানবজাতি কী হয়ে ওঠে তা প্রভাবিত করে।

শিশুরা যা থেকে শেখে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী হয়ে ওঠে তা প্রভাবিত করে।

সমাজ যা থেকে শেখে তা সমাজ কী হয়ে ওঠে তা প্রভাবিত করে।

তাই মানব অগ্রগতি নির্ভর করে মানুষ কী থেকে শেখে এবং কীভাবে তা থেকে শেখে—এ দুটো উন্নত করার ওপর।

এর অর্থ অভিভাবক, শিক্ষক, পরিচর্যাকারী, শিক্ষাবিদ, বিদ্যালয়, শিক্ষা-পরিবেশ, সম্প্রদায় এবং সমাজ—সবার দায়িত্ব আছে পরবর্তী প্রজন্মকে পুনরাবৃত্তির চেয়ে ভালো কিছু পেতে সাহায্য করার।

কিন্তু দায়িত্ব বিলম্বে পরিণত হওয়া উচিত নয়।

শিশুদের অপেক্ষা করতে হওয়া উচিত নয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা করতে হওয়া উচিত নয়।

শিক্ষাকে অপেক্ষা করতে হওয়া উচিত নয়।

মানবজাতি একসঙ্গে শিখলে মানব অগ্রগতি দ্রুততম অগ্রসর হয়।

শিশুরা শিখছে।

প্রাপ্তবয়স্করা শিখছে।

অভিভাবকেরা শিখছেন।

শিক্ষকেরা শিখছেন।

পরিচর্যাকারীরা শিখছেন।

শিক্ষাবিদেৱা শিখছেন।

সম্প্রদায়গুলো শিখছে।

সমাজ শিখছে।

উদ্দেশ্য একটি গোষ্ঠী আরেকটির জন্য অপেক্ষা করবে—এটি নয়।

উদ্দেশ্য হলো মানবজাতি একসঙ্গে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার ক্ষমতা উন্নত করবে।

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মানব অগ্রগতি অর্জিত হয় না।

শেখার মাধ্যমে মানব অগ্রগতি অর্জিত হয়।

বোঝাপড়ার মাধ্যমে মানব অগ্রগতি অর্জিত হয়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকশিত করার মাধ্যমে মানব অগ্রগতি অর্জিত হয়।

মানব অগ্রগতি অর্জিত হয় যখন মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ বারবার যা দেখায় তা থেকে শেখে, সেটি পুনরাবৃত্তি করে যাওয়ার বদলে।

বোঝাপড়া অগ্রসর হলে স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হয়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হলে মানুষ বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করতে যা তৈরি করা হয়েছে তা থেকে শেখার বদলে ক্রমশ বাস্তবতা থেকে শেখে।

সৃষ্ট মিথ্যা তাদের পথ হারায়, কারণ অন্ধ গ্রহণযোগ্যতার স্থান নেয় বোঝাপড়া।

অনুসরণ তার পথ হারায়, কারণ অন্যদের ওপর চিন্তার জন্য নির্ভরতার স্থান নেয় স্বাধীন চিন্তাভাবনা।

নির্ভরতা তার পথ হারায়, কারণ যা সঠিকভাবে প্রশ্ন করা হয়নি তার ওপর নির্ভর করার বদলে মানুষ ক্রমশ বাস্তবতা থেকে শেখে।

পুনরাবৃত্তি তার পথ হারায়, কারণ অনুকরণের স্থান নেয় শেখা।

দ্বৈত মানদণ্ড তাদের পথ হারায়, কারণ একই মানদণ্ড সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়।

মানব অগ্রগতি অগ্রসর হয়, কারণ মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ বাস্তবে যা দেখায় তা থেকে শেখে, তার সম্পর্কে কী বিশ্বাস করতে বলা হয় তা থেকে নয়।

এই কারণেই L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

এটি মানুষকে বিশ্ব-পরিবেশ বারবার যা দেখায় তা দেখতে, বুঝতে, তা থেকে শিখতে এবং প্রয়োগ করতে সাহায্য করার কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথ প্রদান করে।

এই কারণেই সম্পদগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

সেগুলো মালিকানার জন্য তৈরি করা হয়নি।

সেগুলো সীমাবদ্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়নি।

সেগুলো আরেকটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হয়ে ওঠার জন্য তৈরি করা হয়নি।

সেগুলো সবার।

সেগুলো পড়া যেতে পারে।

সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেগুলো ভাগ করা যেতে পারে।

সেগুলো মুদ্রণ করা যেতে পারে।

সেগুলো বিতরণ করা যেতে পারে।

সেগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেগুলো থেকে শেখা যেতে পারে।

সেগুলো শিশুদের সাহায্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের সাহায্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেগুলো শিক্ষাকে সাহায্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেগুলো সমাজকে সাহায্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সীমাবদ্ধতা মালিকানা নয়।

সীমাবদ্ধতা অর্থ।

কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণের পথ অক্ষত থাকতে হবে।

সম্পদগুলোর সঠিক অর্থ পরিবর্তন, দুর্বল, ভুলভাবে উপস্থাপন, পাতলা, উল্টে দেওয়া বা সরিয়ে দেওয়া যাবে না।

মানব অগ্রগতি নির্ভর করে অর্থ পরিষ্কার থাকার ওপর।

যা অন্য কিছু রূপে পরিবর্তিত হয়েছে, মানুষ তা থেকে সঠিকভাবে শিখতে পারে না।

যা দুর্বল করা হয়েছে, মানুষ তা থেকে সঠিকভাবে শিখতে পারে না।

যা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, মানুষ তা থেকে সঠিকভাবে শিখতে পারে না।

মানব অগ্রগতি নির্ভর করে পরিবর্তিত সংস্করণ থেকে নয়, পথটি নিজেই থেকে মানুষ শেখার ওপর।

অর্থ বদলালে শেখা বদলে যায়।

শেখা বদলালে ফলাফল বদলে যায়।

তাই মানব অগ্রগতি নির্ভর করে পথটির নিজস্ব অখণ্ডতা সংরক্ষণের ওপর।

এই কারণেই World Education Online এবং Q2L-এর সরকারি পথগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

সেগুলো মানুষকে উপকরণগুলো তাদের সঠিক প্রেক্ষাপটে পেতে সাহায্য করে।

সেগুলো অর্থ সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে, একই সঙ্গে সম্পদগুলো ব্যবহার, ভাগ, মুদ্রণ, বিতরণ, প্রয়োগ এবং সেগুলো থেকে শেখার সুযোগ রাখে।

উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা নয়।

উদ্দেশ্য অর্থের সুরক্ষা।

একটি শেখার পথ মানবজাতিকে অগ্রসর করতে পারে না যদি তার অর্থকে সেই একই পুনরাবৃত্তিতে পরিবর্তন করা হয়, যেটি থামানোর জন্য সেটি তৈরি করা হয়েছিল।

এই কারণেই Q2L-ও গুরুত্বপূর্ণ।

Q2L শিক্ষার পথকে সমাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে উপকরণ ভাগ, ব্যবহার, বিতরণ, তৈরি, প্রয়োগ এবং সেগুলো থেকে শেখার সুযোগ দেয়।

এটি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

এটি প্রাপ্তবয়স্কদের শিশুদের সাহায্য করতে সহায়তা করে।

এটি পরিবার, বিদ্যালয়, শিক্ষাবিদ ও সম্প্রদায়কে একই কাঠামো থেকে শিখতে সাহায্য করে।

এটি বোঝাপড়াকে সমাজের মধ্য দিয়ে এগোতে সাহায্য করে।

এটি স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে সমাজের মধ্য দিয়ে এগোতে সাহায্য করে।

এটি মানুষকে একই কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক পথের মাধ্যমে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে সাহায্য করে।

এটি মানব অগ্রগতিকে সমাজের মধ্য দিয়ে এগোতে সাহায্য করে।

এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পুনরাবৃত্তির বদলে একটি শেখার পথ উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে সাহায্য করে।

এটি মানব অগ্রগতিকে ধারণা থেকে প্রয়োগে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এটি শেখাকে কাজে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এটি বোঝাপড়াকে সমাজে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এটি স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে সমাজে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এটি মানব অগ্রগতিকে দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিশুদের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো অভিভাবক, শিক্ষক, পরিচর্যাকারী, বিদ্যালয়, শিক্ষা-পরিবেশ এবং দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্কদের মাধ্যমে পৌঁছানো উচিত।

এর অর্থ এই নয় যে শিশুদের অপেক্ষা করা উচিত।

এর অর্থ শিশুদের নিরাপদে, দায়িত্বশীলভাবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাঠামোটি পাওয়া উচিত।

Young Questioners এর কেন্দ্রে রয়েছে।

Young Questioners শুধু শিশুদের উপকরণ দেওয়ার বিষয় নয়।

মানুষ যা থেকে শিখছে, তা থেকে তৈরি করার মাধ্যমে শেখার বিষয় এটি।

অভিভাবকেরা শেখেন।

শিক্ষকেরা শেখেন।

পরিচর্যাকারীরা শেখেন।

শিক্ষাবিদেদে শেখেন।

বিদ্যালয় শেখে।

সম্প্রদায় শেখে।

মানুষ যখন কাঠামো থেকে নিরাপদ, বয়স-উপযোগী Young Questioners উপকরণ তৈরি করে, তখন তারা শুধু শিশুদের শিখতে সাহায্য করছে না।

তারা নিজেরাও শিখছে।

তারা ভাবছে শিশুদের কী প্রশ্ন করা দরকার।

তারা ভাবছে শিশুরা কীভাবে শেখে।

তারা ভাবছে বিশ্ব-পরিবেশ কীভাবে শিশুদের গঠন করে।

তারা ভাবছে কীভাবে শিশুদের মন সুরক্ষিত রাখা যায়।

তারা ভাবছে কীভাবে শিশুদের দেখতে, বুঝতে, শিখতে এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিকশিত করতে সাহায্য করা যায়।

তৈরির প্রক্রিয়া শেখার প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে।

মানুষ প্রয়োগের মাধ্যমে শেখে।

মানুষ প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শেখে।

মানুষ তৈরির মাধ্যমে শেখে।

মানুষ অন্যদের শিখতে সাহায্য করার মাধ্যমে শেখে।

তাই Young Questioners শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের একসঙ্গে শিখতে সাহায্য করে।

শিক্ষক ও শিক্ষাবিদেৱা বিশেষভাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ তাৱা শিশুদেৱ শেখাৰ পৰিবেশ গঠনে সাহায্য কৰেন।

L2Q প্ৰশ্নকৰণ ব্যবস্থা শিক্ষক ও শিক্ষাবিদেৱেৰ একটি কাঠামোবদ্ধ প্ৰমাণ-উপাদানভিত্তিক পদ্ধতি দেয়, যাৰ মাধ্যমে তাৱা শিশুদেৱ বিশ্ব-পৰিবেশ থেকে শিখতে সাহায্য কৰতে পাৰেন এবং নিজেরাও তা থেকে শিখে যেতে পাৰেন।

একই বিষয় অভিভাবক, পৰিচৰ্যাকাৰী, বিদ্যালয়, শিক্ষা-পৰিবেশ এবং দায়িত্বশীল প্ৰাপ্তবয়স্কদেৱ ক্ষেত্ৰেও প্ৰযোজ্য।

কাঠামোটি শুধু একটি গোষ্ঠীৰ প্ৰয়োজন নয়।

শিশুদেৱ এটি প্ৰয়োজন।

প্ৰাপ্তবয়স্কদেৱ এটি প্ৰয়োজন।

অভিভাবক, শিক্ষক, পৰিচৰ্যাকাৰী, শিক্ষাবিদ, বিদ্যালয়, শিক্ষা-পৰিবেশ এবং সম্প্ৰদায়েৰ এটি প্ৰয়োজন।

যেখানে মানুষ বিশ্ব-পৰিবেশ থেকে শিখছে এবং অন্যদেৱ তা থেকে শিখতে সাহায্য কৰছে, সেখানে এটি প্ৰয়োজন।

যে একই পদ্ধতি মানুষকে বিশ্ব-পৰিবেশকেই কীভাবে প্ৰশ্ন কৰতে হয় তা শেখাতে ব্যৰ্থ হয়েছে, সেটি পুনৰাবৃত্তি কৰে শিক্ষা উন্নত হতে পাৰে না।

শিশু ও প্ৰাপ্তবয়স্কৰা L2Q পথ পেয়ে তা থেকে একসঙ্গে শিখলে শিক্ষা উন্নত হয়।

মানব অগ্ৰগতি একটি বই, একটি মানুষ, একটি ওয়েবসাইট, একটি সংগঠন বা একটি প্ৰজন্মেৰ ভেতৰে আটকে থাকতে পাৰে না।

এটি সমাজেৰ মধ্য দিয়ে এগোতে হবে।

এটি ব্যবহার কৰতে হবে।

এটি ভাগ কৰতে হবে।

এটি থেকে শিখতে হবে।

এটি শিশুদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

এটি প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

এটি শিক্ষায় পৌঁছাতে হবে।

এটি সম্প্রদায়ে পৌঁছাতে হবে।

বোঝাপড়া অগ্রসর হলে মানব অগ্রগতি অগ্রসর হয়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হলে এটি অগ্রসর হয়।

মানুষ বিশ্ব-পরিবেশ শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার বদলে তা থেকে শিখলে এটি অগ্রসর হয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাস্তবতা শুধু পুনরাবৃত্তি করার বদলে তা থেকে শেখার ক্ষমতা দেওয়া হলে এটি অগ্রসর হয়।

অন্ধ গ্রহণযোগ্যতার স্থান বোঝাপড়া নিলে এটি অগ্রসর হয়।

অনুসরণের স্থান স্বাধীন চিন্তাভাবনা নিলে এটি অগ্রসর হয়।

সৃষ্ট মিথ্যার স্থান বাস্তবতা নিলে এটি অগ্রসর হয়।

পুনরাবৃত্তির স্থান শেখা নিলে এটি অগ্রসর হয়।

মানব অগ্রগতি অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে মানবজাতি বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করতে যা তৈরি করা হয়েছে তা থেকে শেখার বদলে বাস্তবতা থেকে শেখার ক্ষমতা ক্রমাগত উন্নত করে।

বোঝাপড়া অগ্রসর হলে সৃষ্ট মিথ্যা টিকে থাকার ক্ষমতা হারায়।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হলে অনুসরণ তার পথ হারায়।

মানুষ সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শিখলে দ্বৈত মানদণ্ড তাদের পথ হারায়।

মানবজাতি বিশ্ব-পরিবেশ থেকেই শিখলে ব্যবস্থা, আচরণ, বয়ান, অনুমান এবং কাঠামো প্রতারণার বদলে ক্রমশ বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তাই মানব অগ্রগতি শুধু প্রশংসকরণ উন্নত করে না।

এটি মানবজাতির শেখা, বোঝা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, সত্য নির্ণয় করা, ন্যায্যতা প্রয়োগ করা এবং যে বিশ্ব-পরিবেশ সে তৈরি করে ও সামনে এগিয়ে দেয় সেটিকে ক্রমাগত উন্নত করার ক্ষমতা উন্নত করে।

মানবজাতি প্রতারণার ওপর নির্মাণের বদলে সত্যের ওপর নির্মাণ করতে ক্রমশ সক্ষম হলে অন্যায় তার ভিত্তি হারায়।

অন্যায় তার ভিত্তি হারালে সমাজ মানুষ, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং জীবনকেই সেবা দিতে ক্রমশ সক্ষম হয়।

তাই মানব অগ্রগতি শুধু জ্ঞানের অগ্রগতি নয়।

এটি বাস্তবতা থেকে শেখা এবং বাস্তবতার ওপর নির্মাণ করার মানবজাতির ক্ষমতার ক্রমাগত অগ্রগতি।

শিশুরা কেন্দ্রীয় থাকে, কারণ শিশুরাই ভবিষ্যতে বিশ্ব-পরিবেশ বহন করে।

শিশুরা অভিভাবক হয়।

শিশুরা শিক্ষক হয়।

শিশুরা পরিচর্যাকারী হয়।

শিশুরা কর্মী হয়।

শিশুরা নেতা হয়।

শিশুরা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হয়।

শিশুরা বিশ্বের অবদানকারী হয়।

শিশুরা আজ যা শেখে, তা আগামীকালের বিশ্বের অংশ হয়ে ওঠে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বিশ্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তা গঠিত হয় আগের প্রজন্ম কী থেকে শিখেছিল তার দ্বারা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বিশ্ব তৈরি করবে তা গঠিত হবে তারা কী থেকে শেখে তার দ্বারা।

তাই মানব অগ্রগতি নির্ভর করে আজ শিশুদের কী থেকে শিখতে শেখানো হচ্ছে তার ওপর।

শিশুরা পুনরাবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে পুনরাবৃত্তি বিশ্ব চলতে থাকে।

শিশুরা নির্ভরতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে নির্ভরতা চলতে থাকে।

শিশুরা অনুসরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে অনুসরণ চলতে থাকে।

শিশুরা নীরবতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে নীরবতা চলতে থাকে।

শিশুরা ভয় উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে ভয় চলতে থাকে।

শিশুরা সৃষ্ট মিথ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে সৃষ্ট মিথ্যা চলতে থাকে।

শিশুরা L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে মানব অগ্রগতি চলতে থাকে।

শিশুরা কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-উপাদানভিত্তিক প্রশ্নকরণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে বোঝাপড়া অগ্রসর হয়।

শিশুরা বিশ্ব-পরিবেশ থেকেই শেখার ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হয়।

শিশুরা সত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে সৃষ্ট মিথ্যা তাদের পথ হারায়।

শিশুরা সর্বত্র একই মানদণ্ড প্রয়োগ করার ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেলে পুনরাবৃত্তি দ্বৈত মানদণ্ড তাদের পথ হারায়।

তাই মানবজাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের কী থেকে শিখতে শেখানো হয় তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

আগের প্রজন্ম যা প্রশ্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমাধান করবে—এ অপেক্ষা করে মানব অগ্রগতি তৈরি হয় না।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একসঙ্গে পথটি দেওয়া হলে মানব অগ্রগতি তৈরি হয়।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক একসঙ্গে শিখছে।

পরিবার ও বিদ্যালয় একসঙ্গে শিখছে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে শিখছে।

সম্প্রদায় একসঙ্গে শিখছে।

সমাজ একসঙ্গে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখছে।

একজন মানুষ একা শিখলে মানব অগ্রগতি তৈরি হয় না।

মানবজাতি একসঙ্গে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শেখার ক্ষমতা ক্রমাগত উন্নত করলে মানব অগ্রগতি তৈরি হয়।

এভাবেই পুনরাবৃত্ত ক্ষতি তার পথ হারায়।

এভাবেই সৃষ্ট মিথ্যা তাদের পথ হারায়।

এভাবেই নীরবতা তার পথ হারায়।

এভাবেই নির্ভরতা তার পথ হারায়।

এভাবেই অনুসরণ তার পথ হারায়।

এভাবেই পুনরাবৃত্ত বিশ্ব তার পথ হারায়।

এভাবেই মানব অগ্রগতি তার পথ পায়।

পথটি বিদ্যমান।

কাঠামোটি বিদ্যমান।

সম্পদগুলো বিদ্যমান।

পরবর্তী প্রজন্ম বিদ্যমান।

দায়িত্ব বিদ্যমান।

প্রশ্ন এখন আর পথটি আছে কি না—তা নয়।

প্রশ্ন হলো মানবজাতি এটি ব্যবহার করতে বেছে নেয় কি না।

এরপর কী ঘটে তা নির্ভর করে মানবজাতি এগুলো নিয়ে কী করতে বেছে নেয় তার ওপর।

আজকের শিশুরা আগামীকালের বিশ্ব হয়ে ওঠে।

শিশুদের আজ যা থেকে শিখতে শেখানো হয়, তা আগামীকাল তারা যে বিশ্ব তৈরি করতে সাহায্য করবে তার অংশ হয়ে ওঠে।

এই কারণেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের শিক্ষা থেকে অবিচ্ছেদ্য।

কারণ আজকের শিশুরা আগামীকালের বিশ্ব হয়ে ওঠে, এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পুনরাবৃত্ত বিশ্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, নাকি তা থেকে শেখার ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে পায়—তার দ্বারা।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হবে বোঝাপড়া অগ্রসর হয় নাকি পুনরাবৃত্তি অগ্রসর হয়—তার দ্বারা।

স্বাধীন চিন্তাভাবনা অগ্রসর হয় নাকি অনুসরণ অগ্রসর হয়।

বাস্তবতা অগ্রসর হয় নাকি সৃষ্ট মিথ্যা অগ্রসর হয়।

মানবজাতি বিশ্বকে পুনরাবৃত্তি করে যেতে থাকে নাকি ক্রমাগত তা থেকে শেখে।

মানব অগ্রগতি সবার উপকার করে, কারণ সবাই একই বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে বাস করে।

সবাই তা থেকে শেখে।

সবাই এতে অবদান রাখে।

সবাই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সবাই সেটি কী হয়ে ওঠে তা গঠনে সাহায্য করে।

তাই মানব অগ্রগতির উপকারিতা একজন মানুষ, একটি গোষ্ঠী, একটি ব্যবস্থা বা একটি প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এগুলো সবার, কারণ সবাই একই বিশ্ব-পরিবেশ ভাগ করে এবং সেখান থেকে উদ্ভূত ভবিষ্যতে অবদান রাখে।

কেন আমি কিছু না করে থাকতে পারিনি

শিশু হিসেবে আমি আশা করতাম বিশ্বটি মানুষ যেমন বলত, তেমনই হবে।

আমি আশা করতাম সত্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

আমি আশা করতাম ব্যবস্থা নিজেদের সম্পর্কে যা দাবি করে, বাস্তবে তেমনই হবে।

আমি আশা করতাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হলে মানুষ সত্য বলবে।

আমি আশা করতাম প্রমাণ-উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হবে।

আমি আশা করতাম বিরোধগুলোর মোকাবিলা করা হবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে এবং নিজে বিশ্বকে অভিজ্ঞতা করার পর আমি বারবার সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু মূখোমুখি হয়েছি।

আমি যে বিশ্ব অভিজ্ঞতা করেছি, সেটি সেই বিশ্ব ছিল না যেটি আশা করতে আমাকে শেখানো হয়েছিল।

আমি যা দেখছিলাম তা প্রশ্ন করলে উত্তর আশা করতাম।

আমি প্রমাণ-উপাদান উপস্থাপন করলে বিনিময়ে প্রমাণ-উপাদান আশা করতাম।

আমি মিথ্যা উন্মোচন করলে আশা করতাম অর্থ, পদ, কর্তৃত্ব, মর্যাদা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সত্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে।

তা কখনো ঘটেনি।

দীর্ঘ সময় ধরে আমি অপেক্ষা করেছি কেউ সত্য বলবে।

কেউ কখনো বলেনি।

এটি আমাকে মানুষ সত্য বলছে কি না জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করে কেন বলছে না তা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করেছিল।

ত্রিশ বছরেরও বেশি নথিবদ্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি বুঝতে শুরু করি কেন একই সমস্যা পুনরাবৃত্ত হতে থাকে।

আমি বুঝতে শুরু করি মানুষ কেন নীরব থাকে, কেন তারা যার ওপর নির্ভর করে তা সুরক্ষিত রাখে, এবং সিদ্ধান্ত, কাজ, নীরবতা, ফলাফল ও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা গঠনে অর্থ মানব আচরণের ওপর কী প্রভাব ফেলে।

আমি যত বেশি বুঝেছি, তত বেশি উপলব্ধি করেছি মানুষ যে পরিবেশ থেকে শিখছে তা থেকে কখনো সঠিকভাবে না শিখেই ক্রমাগত সেই পরিবেশের উৎপাদ হয়ে উঠছে।

সেটি তাদের গঠন করছিল।

তারা সেটি পুনরাবৃত্তি করছিল।

তারা সেটি সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল।

এই উপলব্ধি আমাকে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি বিচলিত করেছিল।

আমি উপলব্ধি করলাম শিশুরা একই পুনরাবৃত্তি বিশ্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পাচ্ছে এবং একসময় তারাই আবার সেটি সামনে এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক হবে।

আমি উপলব্ধি করলাম মানুষ যা দেখতে পারে না তা থেকে শিখতে পারে না।

বাস্তবতা লুকিয়ে থাকলে মানুষ তা থেকে সঠিকভাবে শিখতে পারে না।

মানুষ তা থেকে সঠিকভাবে শিখতে না পারলে সেটি পুনরাবৃত্তি করে যেতে থাকে।

আমি এটি মেনে নিতে পারিনি।

আমি যা দেখেছি তা দেখে নীরব থাকা মেনে নিতে পারিনি।

অন্তত কিছু করার চেষ্টা না করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একই পুনরাবৃত্তি বিশ্ব উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে ছেড়ে দেওয়া মেনে নিতে পারিনি।

অন্য মানুষ গ্রহণ করেছে বলেই আমি যে বিষয়কে মিথ্যা জানতাম সেটিও
মেনে নিতে পারিনি।

আমি এর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারিনি।

মানিয়ে নেওয়ার জন্য এটিকে সত্য বলে ভান করতে পারিনি।

সবচেয়ে সহজ বিকল্প হতো এটি মেনে নেওয়া, এর সঙ্গে মানিয়ে চলা এবং
এর অংশ হয়ে যাওয়া।

কিন্তু আমি তা কখনো করতে পারিনি।

গ্রহণযোগ্যতার জন্য নয়।

অনুমোদনের জন্য নয়।

আরামের জন্য নয়।

অর্থের জন্য নয়।

কোনো মূল্যে নয়।

আমি যে বিষয়কে মিথ্যা জানতাম তা গ্রহণ করার চেয়ে একা দাঁড়ানো আমার
কাছে সহজ ছিল।

একবার এটি বুঝে গেলে, কিছু না করা আর আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল
না।

মানুষকে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে সাহায্য করা আমার নিজের সাময়িক
জীবনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শিশুদের পুনরাবৃত্তির চেয়ে ভালো কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে সাহায্য করা
আমার নিজের আরামের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

আমি উপলব্ধি করলাম আমিও নীরব থাকলে, কয়েক দশক ধরে যে একই
নীরবতা দেখেছি তারই অংশ হয়ে যাব।

আমি তা করতে পারিনি।

যা লুকানো ছিল তা উন্মোচন করার দায়িত্ব অনুভব করেছি, যাতে মানুষ সেটি দেখতে পারে।

কারণ মানুষ যা দেখতে পারে না তা থেকে শিখতে পারে না।

সেই বোঝাপড়াই শেষ পর্যন্ত Book of Evidence, World Education Online, L2Q প্রশ্নকরণ ব্যবস্থা, Q2L, Young Questioners এবং পরবর্তী শিক্ষা-উপকরণগুলোর দিকে নিয়ে গেছে।

অর্থ আমাকে প্রেরণা দেয় না।

আমি বিশ্বাস করি না যে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে মানুষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তৈরি তথ্য আমার মালিকানাধীন হওয়া উচিত।

আমি বিশ্বাস করি এটি সবার হওয়া উচিত।

এই কারণেই তথ্য, সম্পদ এবং শিক্ষা-উপকরণ মানুষকে পড়া, ব্যবহার, ভাগ, বিতরণ এবং সেগুলো থেকে শেখার জন্য বিনামূল্যে উপলভ্য করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য কখনো অর্থ ছিল না।

উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বিশ্ব-পরিবেশ থেকে শিখতে সাহায্য করা।

উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের পুনরাবৃত্তির চেয়ে ভালো কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে সাহায্য করা।

আমি দেখি কেন মানুষ কষ্ট পায় এবং কেন একই সমস্যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকে।

আমি দেখি কেন শিশুরা এমন এক বিশ্বে আসে যেখানে তাদের প্রধানত কীভাবে মানিয়ে নিতে হয় তা শেখানো হয়, সঠিকভাবে তা থেকে শিখে সেটি উন্নত করার বদলে।

আমি সেই পথও দেখি যা এটি বদলাতে সাহায্য করতে পারে।

এই কারণেই আমি চেষ্টা করেছি।

মানুষকে সাহায্য করার জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।
শিশুদের সাহায্য করার জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।
মানবজাতিকে বিশ্ব-পরিবেশ পুনরাবৃত্তি করে যাওয়ার বদলে তা থেকে
শিখতে সাহায্য করার জন্য আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।
মানুষ সেই সুযোগ ব্যবহার করবে কি না, শেষ পর্যন্ত সেটি তাদের সিদ্ধান্ত।
আমার দায়িত্ব ছিল চেষ্টা করা।
আমার প্রাপ্তবয়স্ক জীবন যা করতে ব্যয় করেছি, তার জন্য আমার কোনো
অনুশোচনা নেই।
সময়, প্রচেষ্টা, ত্যাগ বা ঝুঁকির জন্য আমার কোনো অনুশোচনা নেই।
আমি আবারও সব করতাম।
এমনকি এটি কখনো কোনো কিছুকে সাহায্য না করলেও আমি আবার
করতাম।
কারণ আমি যা বুঝতে পেরেছি তা একবার বোঝার পর, কিছু না করা আমার
জন্য কখনোই একটি বিকল্প ছিল না।
এই কারণেই আমি কিছু না করে থাকতে পারিনি।

WORLD EDUCATION ONLINE

প্রশ্ন করতে শিখুন

শেখার জন্য প্রশ্ন করুন

শিক্ষা সমাজকে গঠন করে।

প্রশ্নকরণ শিক্ষাকে গঠন করে।

L2Q • Q2L • YOUNG QUESTIONERS

সম্পদগুলো সবার এবং তাদের অর্থ পরিবর্তন না করা শর্তে এগুলো ব্যবহার, ভাগ, বিতরণ এবং প্রয়োগ করা উচিত।

worldeducation.online

q2l.online

info@worldeducation.online

অন্যান্য বই

Everyone Needs to Learn From This World

Why Education Must Improve

The Amazing Children: Journey to a Better World

যা মানবজাতি বোঝে না, তা থেকে মানবজাতি অগ্রসর হতে
পারে না

প্রশ্ন করতে শিখুন

শেখার জন্য প্রশ্ন করুন